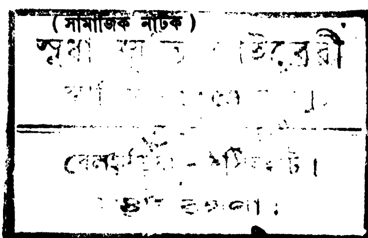
পতিব্রতা



(সামাজিক নাটক)

ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় প্রণীত

"স্পর্শের প্রভাব" উপন্যাস হইতে

যোগেশচন্দ্র চৌধুরী কর্তৃক

নাট্য-রূপান্তরিত

রঙমহলে প্রথম অভিনয়

১৭ই চৈত্র, ১৩৪৫

আর, এইচ্, শ্রীমানী এণ্ড সন্স

২০৪ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৯৪৫

দ্বিতীয় সংস্করণ

আশ্বিন, ১৩৫২ সাল

দাম [illegible] টাকা

—সাত সিকা—

শ্রীঅজিত শ্রীমানী কর্ত্তৃক প্রকাশিত এবং নিউ মহামায়া প্রেস ৬৫।৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা হইতে শ্রীগৌরচন্দ্র পাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

নিবেদন

"পতিব্রতা" কুমার ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় প্রণীত "স্পর্শের প্রভাব" উপন্যাসের নাট্যরূপ। উপন্যাসে যে গল্প ও চরিত্র আছে, তাহা লইয়াই আমি নাটক লিখিয়াছি ; নূতন চরিত্র সৃষ্টি করি নাই—আবশ্যকও হয় নাই। উপন্যাস হইতে নাট্যরচনার টেক্‌নিক্ সম্বন্ধে "মহানিশা" নাটকের ভূমিকায় যে কথা লিখিয়াছি, এক্ষেত্রেও আমার তাহাই বক্তব্য। উপন্যাস হইতে নাটকরচনায় নাট্যরচয়িতার কাজ অনেকটা সূত্রধরের কাজ,—গল্পের ও মূল চরিত্রকয়টির সূত্র আবিষ্কার করিয়া চিত্র ও চরিত্রগুলিকে সমসূত্রে গাঁথা। মূলে গল্প ও চরিত্র না থাকিলে, তাহা অবলম্বন করিয়া নাট্যরচনা সম্ভব হয় না। ঈশ্বরেচ্ছায় নাটক ও নাট্যাভিনয় প্রথম রাত্রি হইতেই জনপ্রিয় হইয়াছে ; আমার পরিশ্রম সার্থক। "মহানিশা" নাটকে নায়কনায়িকার চরিত্র অপেক্ষা পারিপার্শ্বিক চরিত্রগুলির জোর বেশী। এ নাটকে নায়কনায়িকার জীবনের জটিল দ্বন্দ্ব ইহাতে নাট্যরস সৃষ্টি করিয়াছে।

একখানি নাটকের যখন নাম হয়, তাহার পশ্চাতে অনেকের পরিশ্রম থাকে। নটনটী, প্রযোজক, শিক্ষক হইতে আরম্ভ করিয়া যিনি রঙ্গালয় আলোকিত করেন—সকলের কার্য্যের ঐক্যতান পরিপূর্ণ সাফল্যের জন্য অতি আবশ্যক। ইঁহাদের যে-কোন একজন যদি বেতালা বা বেসুরো হন, সমগ্র অভিনয়ের রস কাটিয়া যায়। যাঁহাদের পরিশ্রমে নাট্যাভিনয় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে, তাঁহাদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। কুমার ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না, তিনিই আমায় ডাকিয়াছিলেন। তাঁহার বাল্যবন্ধু "শ্যামবাজার এ-ভি"

স্কুলের সহকারী প্রধানশিক্ষক শ্রীযুক্ত উমাচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কুমার ধীরেন্দ্রনারায়ণের সহিত আমার পরিচয় করাইয়া দেন। পরিচয় এখন বন্ধুত্বে পরিণত হইয়াছে। তাঁহার মত লক্ষ্মী ও সরস্বতীর প্রিয়পুত্রকে বন্ধুরূপে পাওয়া অল্প সৌভাগ্যের কথা নয়। এই বন্ধুলাভের জন্য আমি উমাচরণ বাবুর কাছে কৃতজ্ঞ।

রঙ্মহলের কর্ত্তৃপক্ষগণ নাট্যাভিনয় সফল করিবার জন্য যেরূপ পর্য্যাপ্ত অর্থব্যয় করিয়াছেন ও যত্ন লইয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদের নিকট আমার আন্তরিক শুভ ইচ্ছা জানাইতেছি। আশা করি, এই যত্নগ্রহণ ও অর্থব্যয়ের সুফল তাঁহারা পাইবেন। ইতি—

১৮বি, বাগবাজার ষ্ট্রীট ;
কলিকাতা।
৯ই বৈশাখ, ১৩৪১

শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী

রঙ্‌মহলে উদ্বোধন-রজনী

১৭ই চৈত্র শনিবার, ১৩৪০

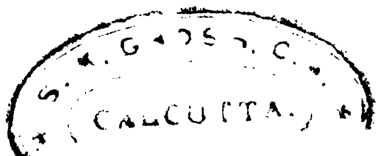
সংগঠনকারিগণ ঃ

গল্পাংশ—ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

নাট্যরূপ—যোগেশচন্দ্র চৌধুরী

অধ্যক্ষ { শ্রীবিজয়চন্দ্র মল্লিক
শ্রীসতু সেন
শ্রীযামিনী মিত্র

প্রযোজক { শ্রীনরেশচন্দ্র মিত্র
শ্রীসতু সেন



নাটকীয় চরিত্রপরিচয়

—পুরুষ—

সনাতন ...	জমীদারের বাগানবাড়ীর মালী
সুধাংশু ...	রাজ্যেশ্বর বাবুর বালক-পুত্র
খাতের আলি ...	বাগানবাড়ীর মজুর
রণেন্দ্র ...	চাঁপাপুকুরের যুবক জমিদার, পূর্ব্বতন দুর্দ্দান্ত জমিদারের পৌত্র
রাজ্যেশ্বর ...	চাঁপাপুকুর গ্রামবাসী অবস্থাপন্ন প্রৌঢ় গৃহস্থ
কালীনাথ ...	রণেন্দ্রের পিস্তুতো ভাই (আশ্রিত)
মন্মথ ...	জনৈক মধ্যবিত্ত কায়স্থ ভদ্রলোক
তারক ...	মন্মথর কনিষ্ঠ ভ্রাতা
ব্রজেন, ভবেশ, গিরিন, মাণিক, মধু	রণেন্দ্রের কলিকাতার যুবক বন্ধুগণ
গোপীনাথ ...	বাগবাজারের স্বনাম খ্যাত গুপে গুণ্ডা
নীলু ...	রণেন্দ্রের কলিকাতার বাড়ীর চাকর
বিমল ...	রাজ্যেশ্বর বাবুর পরিচিত যুবক ব্যারিষ্টার

জেল-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, বৈষ্ণব ভিখারী, ঝুমুর-গানের দল প্রভৃতি।

—স্ত্রী—

মাতঙ্গিনী	...	রাজ্যেশ্বর বাবুর দূর সম্পর্কীয় জ্যেষ্ঠা ভগিনী
জ্যোৎস্না	...	রাজ্যেশ্বর বাবুর একমাত্র সুশিক্ষিতা কন্যা
সারদাসুন্দরী	...	মন্মথর মাতা
তরলা	...	মন্মথর শিক্ষিতা স্ত্রী
কুড়ুনী	...	বস্তির দরিদ্র বালিকা



পতিব্রতা

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

চাঁপাপুকুর গ্রাম। জমিদার বাবুদের পল্লীভবনের বাগানবাড়ী। শ্রীভ্রষ্ট পুরাতন বাড়ীর সোপানাবলীর নিকট বৃদ্ধ সোনা মালী দাঁড়াইয়া আছে, আধুনিক ধরণে সুসজ্জিতা এক তরুণীর সহিত তাহার কথা হইতে ছিল। তরুণীর নাম জ্যোৎস্না।

সোনা মালী। এই দিকে এস মা! (সিঁড়ি পুঁছিয়া দিয়া) কোথায় আর ব'সতে দেব মা-লক্ষ্মী—এইখানেই বোস!

জ্যোৎস্না। থাক্ থাক্;—তা তুমিই বুঝি এই বাগানের মালী? এইখানেই থাক?

সোনা। হ্যাঁ মা! তা তুমি কে মা-লক্ষ্মী?—তোমায় ত কখনো এ গ্রামে দেখিনি?

জ্যোৎস্না। আমরা এ গাঁয়ে থাকি না। ক'দিন হ'ল, বাবার সঙ্গে এসেছি;—প'ড়ো বাগান দেখে ভিতরটা দেখতে এলাম।

সোনা। তা বেশ ক'রেছ মা! লোকজন তো আর কেউ বড় আসে-টাসে না। এক রকম প'ড়ো বাগান ব'লতে হবে বৈকি?

(একরাশি ফুল লইয়া সুধাংশুর প্রবেশ)

সুধাংশু। দিদি! তুমি তো ভয়ে পালিয়ে এলে—দীঘির ওপারে যা ফুল ফুটে রয়েছে, লাল টক্‌টক্‌ ক'চ্ছে! এই দেখ না?—আমি এতগুলো তুলে নিয়ে এলুম।

সোনা। বেশ ক'রেছ—আচ্ছা ক'রেছ খোকাবাবু! এ খোকাবাবু বুঝি তোমার ভাই, মাঠাকৃরুণ?

জ্যোৎস্না। হ্যাঁ; বাবা বাড়ী নেই কি না?—তাই দুই ভাইবোনে গাঁ দেখ্‌তে বেরিয়েছি। সুধা! তোমায় বারণ ক'রলাম না—ফুল তুলতে!

সুধাংশু। তোমার বারণ আমি শুনবো কেন? তুমি নাকি বাবার মতন বড় হয়েছ, তুমি নাকি পিসিমার মত গিন্নীবান্নী হ'য়েছ—তাই তোমার কথা, শুনতে হবে?

জ্যোৎস্না। না ব'লে পরের জিনিস নিলে কি হয়—জান না? আচ্ছা, বাবা আগে বাড়ী আসুন!

সুধাংশু। পরের জিনিস কেন হ'তে যাবে? পরের জিনিস যদি,—তা 'পর' কোথায় শুনি? হ্যাঁগা! তুমি নাকি পর?—এ বাগানের ফুল নাকি তোমার?

সোনা। না—না, খোকাবাবু! এসব তোমার—তোমার! তোমার যত ইচ্ছে—ফুল তুলে নাও খোকাবাবু! আচ্ছা, আমি ফুল তোলবার ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি। ওরে, ও খাতেরআলি—একবার এইদিকে আয় রে!

সুধাংশু। হ্যাঁগা! তোমার ওই খাতেরআলি সাঁতার জানে? দীঘির মাঝখানে যা পদ্মফুল ফুটে আছে দিদি! এই—এত বড় বড়!

সোনা। ওরে—ও খাতেরআলি!

খাতের। (নেপথ্যে) কি বল্‌তিছ গো সোনাদা !

সোনা। এই খোকাবাবুকে সাথে ক'রে এক ঝোড়া বড় বড় দেখে ভাল ভাল পদ্মফুল তুলে দিবি।

(খাতেরআলি প্রবেশ করিল)

খাতের। এই অবেলায় জলে লাম্‌বো ? কাল নাবার সময় পদম্‌ফুল তুলে দেব খোকাবাবু ! আজ গোলাপী ফুল নিয়ে যাও—এস খোকাবাবু ! সকালের পদম্ আরও ভাল। আজ দুদিন আবার মাথাটা টিপ্‌টিপ্ কর্‌তিছে কিনা ?

সোনা। অমনি এখন তোর মাথা টিপ্‌টিপ্ ক'রে উঠ্‌ল ? যত কুড়ের মরণ—

সুধাংশু। আচ্ছা—আচ্ছা, পদ্মফুল তুমি কাল দিও।

খাতের। কোন্ বাবুর পোলাগা সোনাদা ?—আর, টুস্‌কি দিলে নক্ত পড়ে—এ মাঠাকুরুণই বা কেডা ? এ গাঁয়ের বৌড়ি, না ঝিউড়ি ?—

সোনা। তোর অত খোঁজে দরকার কিরে বাপু ? যা বল্লাম, তাই করনা !—হ্যাঁ, আর গোটাকতক ডাব পাড়বি।

খাতের। এনাদের এ গাঁয়ে দেখিনি কি না—তাই জেজ্ঞ্‌স্‌ছিলাম ?—

সুধা। আমি তোমায় সব বলছি, তুমি এস-না ভাই ! আমার নাম সুধাংশু। উনি আমার দিদি ; আর ওই ঝাউগাছওয়ালা বাড়ীটে আমাদের বাড়ী !—বুঝলে ?

[সুধা ও খাতের প্রস্থান করিল]।

সোনা। ও ! বটে ?—ওই ঝাউগাছওয়ালা ঘরটা তোমাদের বাড়ী মাঠাকুরুণ ? তাই বটে, কদিন ধরে দেখ্‌তিছি—ওখানে লোকজন খাট্‌ছে।—তা তোমরা কতদিন এসেছ এ গাঁয়ে মাঠাকুরুণ ?

জ্যোৎস্না। পরশুর আগের দিন বিকেলে। আমরা এখানে ছিলাম না—বাবার সঙ্গে পশ্চিমেই কাটিয়েছি। এখন বাবার পেন্‌সন্ হ'য়েছে কিনা! দেশে ফিরে এসেও কিছুদিন কলকাতায় বাড়ী ভাড়া ক'রে ছিলাম। এইবার দেশে থাক্‌বো!

সোনা। বেশ মা—বেশ! দেশের মানুষ দেশে না থাকলে কি চলে?

জ্যোৎস্না। তোমার নাম বুঝি সনাতন?

সোনা। হ্যাঁ মা! তা তুমি কি ক'রে জানতে পারলে মাঠাকৃরুণ?

জ্যোৎস্না। ওই খাতেরআলি তোমায় সোনাদা ব'লে ডাকছিল কিনা!

সোনা। তোমার তো খুব বুদ্ধি মাঠাকৃরুণ! তুমি বোধ হয় খুব নেখাপড়া জান?

জ্যোৎস্না। আচ্ছা, এতবড় বাগান—তা এরকম বিশ্রী হ'য়ে রয়েছে কেন?—চারিদিকে শুধু কাঁটাবন আর জঙ্গল, বড় বড় পুকুর সব পানায় বোঝাই!

সোনা। হবেনি মা? যার ধন সে যদি না দেখে, তাহ'লে কার সাধ্যি বল মা—র'ক্ষে ক'রে!

জ্যোৎস্না। তা এ সম্পত্তির মালিক কে?—তিনি কোথায় থাকেন?

সোনা। আর শুধু কি এই বাগান?—বাবু যে আমাদের এ মল্লুকের রাজা। এই গাঁয়ের কাছেই তাঁদের ভিটে; দেখ যদি মা—সে একখানা গেরাম ব'ললেই হয়!

জ্যোৎস্না। তোমার বাবু কোথায় থাকেন?

সোনা। বুড়োকত্তা মারা গেলেন! তারপর বছরতিনেক হ'লো কত্তানীর কাল হ'লো—ততদিন সব দেশেঘরেই ছিলেন; তারপর থেকেই খোকাবাবু একরকম বিবাগী ব'ল্লেই হয়!

জ্যোৎস্না। তা খোকাবাবু এত অল্প বয়সে বিবাগী হ'য়ে গেলেন!

সোনা। তা একরকম বিবাগী বলতে হবে বৈকি মা! দেশেঘরে তো থাকেনই না—তা'ছাড়া কলকাতায় ঘর আছে, সেখানেও তাঁর দেখা পাওয়া যায় না! হিল্লীডিল্লী, কাশী গয়া শ্রীক্ষেত্র—বারমাস এই ক'রেই বেড়াচ্ছেন!

জ্যোৎস্না। আচ্ছা. এই যে মন্দির—এটা কি?

সোনা। ওই তো বাবুদের রাধা-গোবিন্‌জীর মন্দির! কত কাণ্ড হ'য়ে গেছে ওই মন্দির লিয়ে! এই ঠাকুরবাড়ীর দৌলতেই তো এখানে বাগান! কর্ত্তাবাবুদের আমলে সে কি বোল-বোলাও গেছে মা! ওই মন্দিরে রাসের সময়, দোলের সময়—বছরে দুবার ক'রে যাত্রা-কীর্ত্তন, লোকজন—এক মাস ধ'রে সদাব্রত! সাত-সাতটা পরগণার লোক এসে খেয়ে গেছে—নিয়ে গেছে!

জ্যোৎস্না। তোমার খোকাবাবু বুঝি সে'সব তুলে দিয়েছেন?

সোনা। নিত্যি সেবার জোগাড় আজও আছে; পাল-পার্ব্বণ আর হয় না—কেডা করে? বাবু তো আর দেশেঘরে থাকেন নি!

জ্যোৎস্না। তা তোমার বাবুকে দেশেঘরে টেনে রাখতে পারে, এমন মানুষ বুঝি কেউ নেই?

সোনা। তাহ'লে আর দুঃখু কি ছিল মা! কর্ত্তা থাক্‌তে হ'য়েছিল সবই মা—আমাদের বরাতে সইলনি মা!

জ্যোৎস্না। ওঃ বুঝেছি—তোমার বাবুর বৌ মারা গেছেন বুঝি? ও দুদিন পরে সব ঠিক্ হ'য়ে যাবে। তোমাদের বৌঠাকরুণ বুঝি বড্ডই সুন্দরী ছিলেন?

সোনা। মা ছিলেন আমার নক্ষীর প্রতিমে! এই তোমার মত বর্ণ ছিল মা—তোমার মত রূপ মা! তা মা, যমে যদি নিতো—তাহলে

আমার মনটা বুঝতো ;—কর্ত্তাদের কি ঝগড়া হ'লো মা, তারপর বিয়ের বৌ সেই যে বাপের বাড়ী চলে গেল—আর কেউ তেনারে আন্‌লে নি !—তা মা তোমাদের বড়লোকের বড় কথা—আমরা ওর কি বুঝি বল ? তাঁদের ঝগড়া হ'লো, মামলা হ'লো, দাঙ্গা-হাঙ্গামা ফৌজদারী—সবই হলো ; লাভের মধ্যে এই বাড়ীতে মা-লক্ষ্মীর আসার পথে প'ল কাঁটা !

জ্যোৎস্না। তোমার বাবুর নাম কি সনাতন ?

সোনা। আমি তো তেনারে এই এতটুকু বেলা থেকে কোলেকাঁখে ক'রে মানুষ ক'রেছি ! আমি তাকে খোকাবাবুই বলি। ভাল নাম কি যেন একটা আছে ! সে নামে কেউ ডাকেনি—খাতায় নেকা আছে।

রণেন। (নেপথ্যে গম্ভীরকণ্ঠে) সোনাদা !—সোনাদা কোথায় গো ?

সোনা। কি ?—খোকাবাবু এলে নাকি ?

(রণেনের প্রবেশ)

রণেন। হ্যাঁ সোনাদা ! (জ্যোৎস্নাকে দেখিয়া) একি ! আপনি এখানে ?

জ্যোৎস্না। আপনিই বা এখানে কেন ?—

সোনা। মাঠাক্‌রুণ তোমার চেনা নাকি খোকাবাবু ? তোমারই কথা হচ্ছিল এতক্ষণ ধরে ওনার সাথে।

রণেন। আচ্ছা, তুমি এক কাজ কর সোনাদা ! গাড়ীতে আমার সুট্‌কেশ বিছানা সব র'য়েছে, ওগুলো আনাবার ব্যবস্থা কর। আর আমার জন্যে একটা ঘর পরিষ্কার করিয়ে রাখ—আমি দিনতিনেক এখানেই থাক্‌বো। আমার সঙ্গে কালদা এসেছে। আমি যে কদিন আছি, ও বাগানে থাক্‌বে ; তারপর ওবাড়ীতে গিয়ে থাক্‌বে।

সোনা। কালীবাবুকে আবার কেন জোটালে খোকাবাবু ?

রণেন। কোথায় আর যাবে বল?—আপনার লোক! এবার সে খুব ভাল হ'য়ে গেছে—বুঝলে সোনাদা? সে মানুষই না—তুমি চিন্‌তে পারবেনা!—যাও, তুমি চট্ ক'রে ব্যবস্থা ক'রে ফেল; আমি ততক্ষণ এঁর সঙ্গে কথা কচ্ছি।

জ্যোৎস্না। সুধা যদি ওদিকে থাকে, এখানে পাঠিয়ে দিও-না সোনাদা?

সোনা। আচ্ছা মা—আচ্ছা; আমার খোকাবাবুর সাথে কথা বলে দেখ মা—অমন ছেইলা আর হয় না!

[প্রস্থান]

রণেন। সোনাদা কি আপনারও 'সোনাদা' নাকি?

জ্যোৎস্না। আপনারা সবাই যাকে সম্মান ক'চ্ছেন, আমি তাকে নাম ধরে ডাকবো কোন্ লজ্জায়?

রণেন। সোনাদা বড় ভাল লোক—আমায় বড্ড ভালবাসে! ওর জন্যই মাঝে মাঝে আসতে হয়!

জ্যোৎস্না। তা আপনার এই বয়সে এরকম অকাল বৈরাগ্য কেন হ'লো?

রণেন। সোনাদা বুঝি ব'লেছে? ও সব কথা জানে না!

জ্যোৎস্না। তবু, দেশেঘরে তো থাকেন না! আপনার এত বড় সম্পত্তি—বাগানবাড়ী, ঠাকুরবাড়ী—!

রণেন। এ সব থেকেও নেই!

জ্যোৎস্না। যিনি থাক্‌লে সব থাকার অর্থ হয়, তিনি নেই! তা তিনি নেই কেন?—তাঁকে আন্‌লেই তো আসেন!

রণেন। লক্ষ্মীর আসার পথ কি ক'রে যে বন্ধ হয়—লক্ষ্মীছাড়া তা কেমন ক'রে জানবে বলুন?

জ্যোৎস্না। তা বটে! তা আপনার সে কুকুরটী কোথায়?—তাকেও সঙ্গে ক’রে এনেছেন নাকি?

রণেন। না; সে কলকাতার বাড়ীতে আছে—আপনার ভয় নেই! আচ্ছা, সেদিন ওই ভদ্রলোকটি আমার সঙ্গে ওরকম ব্যবহার ক’রলেন কেন বলুন তো? আমি তো সত্যি কোন অপরাধ করিনি!

জ্যোৎস্না। কি জানি—আমিও ঠিক্ কিছু বুঝতে পারিনি! একবার জিজ্ঞাসা ক’রেছিলাম; উত্তর কিছু দিলেন না!

রণেন। উনি আপনার কে?

জ্যোৎস্না। আমার বাবা।

রণেন। আপনারা কি এই গাঁয়ের মানুষ?

জ্যোৎস্না। বাবার কাছে তাই শুনেছি। আমার ঠাকুরদ্দামশাই এইখানেই থাক্‌তেন।

[খাতেরআলির মাথায় বৃহৎ ঝুঁড়ি, সঙ্গে সুধাংশুর প্রবেশ]

সুধাংশু। দিদি! কত ফুলফল তরিতরকারী আমাদের দিয়েছে—এক গাদা!

খাতের। আরে—বাবু যে! আপনি কখন্ আলেন? ছেলাম বাবু—ছেলাম!

রণেন। এই এসে পলাম—কে যেন টেনে নিয়ে এলো! ভাল আছিস্ খাতের?

খাতের। আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু, তা আপনার ছিচরণের কৃপায় প্রাণগতিক সব মঙ্গল!

রণেন। এই যে—আপনার ভাইটীও সঙ্গে আছে! চিন্‌তে পার খোকা আমায়?

সুধাংশু। তা আর পারিনে?

রণেন। কোথায় দেখেছ বল দেখি?

সুধাংশু। সেই—শিবপুর বোটানিক্যাল্ গার্ডেনে? আপনার সেই কুকুর?—ওরে বাপরে, কি ভয়ানক কুকুর—যেন বাঘ! ও বুঝি রোজ একটা করে পাঁঠা খায়?—তাই ওরকম তেজালো! সেদিন ভাগ্যিস্ আপনি কাছে ছিলেন—নইলে ও দিদিকে ফিষ্টি করে ফেল্‌তো! আপনার কাছে কিন্তু একেবারে কেঁচো! আপনি বুঝি ওকে বড্ড ভালবাসেন?

রণেন। হ্যাঁ; তুমি কুকুর ভালবাস?—তোমর কুকুর আছে?

সুধাংশু। না, আমি নেংটী ইঁদুর ভালবাসি। আমার তিনটে বিলিতি ইঁদুর আছে—সাদা দুধের মত।

জ্যোৎস্না। চল সুধা, বেলা গেল—এইবার বাড়ী চল। বাবা ফিরে এসে আমাদের যদি না দেখতে পান আবার—!

রণেন। বারে বা—আমিও এলাম আর আপনিও চল্‌লেন? এতো বড় অন্যায়! আচ্ছা, আমি না-হয় চলে যাচ্ছি। সোনাদার সঙ্গে তো বেশ গল্পগুজব করছিলেন, আমি এলাম আর আপনার বেলা গেল?

জ্যোৎস্না। না-না; আমরা কাউকেও না বলে চলে এসেছি কিনা—? না-হয় আর একদিন আস্‌বো;—আজ যেতে হবে!

রণেন। আমি আর কদিনই বা এখানে থাক্‌বো বলুন? কালই হয়তো—

খাতের। আজ্ঞে, আমি তাহলে কি করবো বাবু? এই ঝোড়াটা—

রণেন। ঝোড়াটা ওখানে নামিয়ে রেখে একছিলিম্ তামুক খেয়ে নাওনা? এত ফুলফল পেড়েছ—তোমার শ্রম হয়নি? যাও যাও, একটু তামুক খেয়ে নাও গে, যাও!

(রাজ্যেশ্বর ও সনাতনের প্রবেশ)

সোনা। মা-লক্ষ্মী আর খোকাবাবু বাগান দেখতে এসেছেন কর্ত্তা-বাবু! (রণেনকে দেখাইয়া) এই আমার বাবু।

সুধা। বাবা, এই দেখ—সোনাদা আর খাতেরআলি আমাদের কত জিনিস দিয়েছে!—আর এই বাবুকে চিনতে পাচ্ছনা? সেই বোটানিক্যাল গার্ডেনের বাবু—দিদিকে কুকুরের মুখ থেকে বাঁচিয়েছিলেন? সোনাদা, খাতের আলি—সবাই ওঁকে বাবু বলে ডাকে।

[রাজ্যেশ্বরবাবু চারিদিকে চাহিয়া ব্যাপারটী বুঝিবার চেষ্টা করিলেন]

রাজ্যেশ্বর। জ্যোৎস্না! আমার সঙ্গে এস। এটা কলকাতার সহর না, পশ্চিমের সহরও না—এটা পাড়াগাঁ; তোমার মনে রাখা উচিত ছিল!

সোনা। খাতের, ঝোড়াটা বাবুদের বাড়ীতে দিয়ে আয়।

রাজ্যেশ্বর। না—

সোনা। খোকাবাবু ফুল মাগছিলেন বাবু! তাই—

রাজ্যেশ্বর। না—

সুধাংশু। বাবা, আমি না বলে পরের জিনিস নিইনি! সোনাদা নিজে ইচ্ছে ক'রে খাতেরআলিকে দিয়ে—

রাজ্যেশ্বর। তা হোক্—তুমি এস!

সুধাংশু। বড্ড ভাল ফুল বাবা!

রাজ্যেশ্বর। তর্ক ক'রোনা সুধা, চল আমার সঙ্গে!

রণেন। আমার একটা কথা শুনবেন?

রাজ্যেশ্বর। কি?—

রণেন। আমি আপনার কাছে কি অপরাধ ক'রেছি, জানতে পারি কি?

রাজ্যেশ্বর। না—কোন আবশ্যক নেই!

রণেন। আপনার আবশ্যক না থাকতে পারে, কিন্তু আমার আবশ্যক আছে। সেদিন আপনি আমায় অপমান ক'রেছিলেন; আমার অপরাধ—আমি আপনার মেয়ের প্রাণরক্ষা ক'রেছিলাম! আজ আমার বাগানে এসে সামান্য ভদ্রতা ক'রে আমার সঙ্গে একটা কথা বলাও আপনি আবশ্যক ব'লে মনে করেন না!—এর অর্থ কি? আমি তো জানতঃ কোন অন্যায় করিনি আপনার।

রাজ্যেশ্বর। আমি তোমার কোন কথার উত্তর দেব না।

রণেন। উত্তর দেবেন না? কি আশ্চর্য্য! এরকম অদ্ভুত মানুষ তো আমি কখনো দেখিনি! আচ্ছা, আপনার বাড়ী কি এই গাঁয়েই?—আপনার নাম?

রাজ্যেশ্বর। আমি তো তোমায় বলেছি, তোমার কোন কথার উত্তর দেব না—তবে কেন বারবার বিরক্ত কচ্ছ?

[জ্যোৎস্না যাইতে যাইতে রণেনের মুখের দিকে চাহিল]

[জ্যোৎস্না, রাজ্যেশ্বর ও সুধাংশুর প্রস্থান।

খাতের। বাবাঠাকুরের বোধ হয় মাথা খারাপ!

সোনা। যাক্‌গে; চল্—ফুল দিয়ে আমার খোকাবাবুর ঘর সাজাই গে।

রণেন। না সোনাদা, ফুলের আর দরকার নেই। খাতের! ফুল তুই বাড়ী নিয়ে যা; বেচে ফেলিস্ কি তোর মেয়েকে দিস্—যা হয় করিস্। আমি ফুল চাইনে!

[সনাতন ও খাতেরের প্রস্থান।

ঘরটা পরিষ্কার করে শীগ্‌গির বিছানাটা ক'রে ফ্যাল।

(কালীনাথের প্রবেশ)

কালী। কি হে ভায়া! ব্যাপার কি?—তোমার শ্বশুর অমন হন্তদন্ত হ'য়ে ছুটে এলো—আবার মেয়ে নিয়ে হন্‌হন্‌ ক'রে চলে গেল যে বড়?

রণেন। আমার শ্বশুর!—

কালী। হ্যাঁ, তোমার শ্বশুরইতো? মেয়েটী গছাবার চেষ্টায় এসেছিল বুঝি? তাড়িয়ে দিয়েছ তো, বেশ ক'রেছ! সংসার কি গোলকধাঁধারে বাবা! তুমি এয়েছ এখানে কাকপক্ষীর মুখে শুনে—অমনি কাজ গোছাতে ছুটে এসেছে! এমন বেহায়া মানুষ তো কখনো দেখিনি? বেশ করেছ—ধুল্‌পায়ে বিদেয় ক'রেছ! বুদ্ধিমানের মত কাজ ক'রেছ!

রণেন। উনি আমার শ্বশুর?—তুমি ঠিক জান কাল্‌দা?

কালী। তোমার শ্বশুর না তো কি আমার শ্বশুর নাকি? কেন—তুমি ওকে চেননা নাকি? রাজ্যেশ্বর বোস—বিয়ের সময় দেখনি?

রণেন। ভাল মনে নেই!

কালী। হ্যাঁ—তা তো বটে! তখন তোমার বয়স আর কত! দেখ্‌তে দেখ্‌তে বার-তের বছর হবে বোধ করি তোমার বিয়ে হ'য়েছে! তখন তোমার বয়স বছর চৌদ্দপনের আর তোমার বউ বছর আষ্টেক—গৌরীদানের কন্যে! এসেই বুঝি ব'ল্লে—তোমার বউ তুমি নাও বাপু!—এদ্দিন এ আক্কেল কোথায় ছিল বাছাধনের?

রণেন। তুমি চুপ কর কাল্‌দা, উনি ওসব কথা কিছু বলেন নি।

কালী। হ্যাঁ-হ্যাঁ—ওর মতলব আর আমি বুঝিনি? টোপ গেঁথে এনেছেন—যুবতী মেয়ে জামাইকে রূপে বশ ক'রবে! তুমি রাজা দুষ্মন্তের মত একেবারে সাফ জবাব দিয়েছ তো? বেশ ক'রেছ ভায়া, ও

মেয়ের কি আর জাতজন্মের ঠিক আছে ?—রাজ্যেশ্বর বোস তো খৃষ্টান ! মেয়ের চালচলন দেখ্‌লে না ? দাদামশায়ের যেমন বুড়ো বয়েসে বাহাত্তুরে ধরলো—গৌরীদানের মেয়ে আর খুঁজে পেলেন না ! কলকাতায় কতবার দেখেছি, ওই ধাড়ী ধিঙ্গী মেয়ে নিয়ে ট্রামে বাসে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে ওই রাজ্যেশ্বর বোসটা।

রণেন। কাল্‌দা, এসব কথা তুমি কেন ব'লছ ? আমি তোমায় কোন কথা জিজ্ঞাসা কচ্ছি ? তুমি জান, পরচর্চ্চা আমি ভালবাসিনে।

কালী। আচ্ছা—আচ্ছা, তা থাক্—তা থাক্ ! তা 'পর' আর এর মধ্যে কোথায় পেলে ভায়া ? তোমার শ্বশুর, তোমার স্ত্রী—তাদের সম্বন্ধেই কথা। পরচর্চ্চা তো করিনি ভাই,—পরচর্চ্চা কেন ক'রতে যাব ?—কি দরকার ? আমার সে অভ্যাস নেই। ওরে ও সোনা, হারামজাদা ব্যাটা যে ক[redacted] যাবে—বাঘের মাসী—আঠারো মাসে বছর !

রণেন। দেখ কাল্‌দা, সোনাদাকে তুমি ওরকম গালাগাল ক'রনা। ও আমার বড় ভাইয়ের মত।

কালী। আচ্ছা-আচ্ছা—বেশ ! তাই হবে—তাই হবে। ব'সে ব'সে পেন্‌সন্ খাচ্ছে, একটু-আধটু—তা তুমি যা ব'ল্‌বে, তাই হবে ভাই ! আমার কি বল ? ওগো—ও সোনার চাঁদ, বাপের ঠাকুর ! দয়া ক'রে তামাক-টামাক একটু দেবে ইষ্টিদেব্‌তা ?—

রণেন। চাকর-বাকরগুলো কেন যে তোমায় মানে না, এখন আমি তা কতক কতক বুঝতে পাচ্ছি।

কালী। মানেনা আবার ! বুঝিয়ে দিতে পারি ভাই—মানে কি না মানে ; জুতোর চোটে মান্‌বে আবার বাবা ব'লবে ! তোমাদের তো এ জমিদারী মহল নয়—থিয়েটারী আখ্‌ড়া ! সদর নায়েব চাকর-বাকরদের

বাপুবাছা বলবে ?—সে জমিদারীর পরমায়ু দশ বছরের বেশী নয়—বুঝলে ভায়া ! আমারও পৈত্রিক কিছু ছিল—জানি সব ; তবে এখন মরে আছি, নইলে কাশীমিত্তিরের ঘাটও চিনি আর নিমতলার ঘাটও চিনি।

রণেন। চট্‌লে নাকি কাল্‌দা, কিছু মনে ক'রোনা ভাই। মনটা ভাল নেই দাদা !

কালী। তা আমি জানি ; কিন্তু কেন—হ'য়েছে কি ? কে ও ব্যাটা, যে ওর জন্যে মন খারাপ ক'রতে হবে ?

রণেন। কি আশ্চর্য্য—ভদ্রলোক আমার সঙ্গে কথাই কইলেন না ! —এরকম অপমান আমি জীবনে হইনি।

কালী। এ অঞ্চলের মালিক তুমি !—তোমার সামনে তোমায় অপমান ক'রে গেল, আর তুমি ব'লছো মন-খারাপ ! একটা মুখের কথা খসাও দেখি ভায়া—এখুনি চারজন বরকন্দাজ পাঠিয়ে ব্যাটাকে জুতো মারতে মারতে এখানে এনে হাজির করি ; তারপর সারারাত পিঠমোড়া ক'রে বেঁধে, কড়িকাঠে টাঙিয়ে জল-বিছুটী সপাসপ্ ! ব্যাটার চৌদ্দ-পুরুষের নাম ভুলিয়ে দেবনা ?

রণেন। না—না, কাল্‌দা ! তুমি অত উত্তেজিত হয়োনা।

কালী। জমিদার বলি দাদামশায়কে ! ওই তোমার শ্বশুরের বাপকে,—সাত বছর ঘানি টানিয়ে তবে ছেড়েছিলেন !

রণেন। একথা সত্যি কাল্‌দা ?

কালী। সত্যি নয় ?—আমি কি-না জানি বল ? বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা ! দশ কাঠা জমি নিয়ে ব্যাটা এল কিনা শিবনারায়ণ দত্তর সঙ্গে টক্কর দিতে ! আরে, সে মহা দুর্দ্দান্ত জমিদার—বাঘে গরুতে এক-ঘাটে জল খাওয়াত। তার হাঁক্‌ডাক্ কি ? তোমাদের ওই রাজবাড়ীর ছাতে দাঁড়িয়ে—দুখীরাম ব'লে হাঁক্ দিত, সাতখানা গাঁয়ের লোক এসে

জড়ো হ'তো। সে এক কালই গেছে ভায়া ! আমি কিছু কিছু দেখেছি। তোমরা তো আর দেখনি ?

রণেন। কিন্তু আমার দাদাশ্বশুরকে সত্যই তিনি জেল খাটিয়েছিলেন ?

কালী। খাটান্‌নি ? সে তো জেলেই মারা গেল ; কেন—তুমি এসব কথা জান্‌তে না ?

রণেন। আমার বিয়ে হ'য়েছে আর শ্বশুরের সঙ্গে আমাদের কি গণ্ডগোল ! আমি শুধু এই জানি—আর কিছু জানিনে।

কালী। চল—ভিতরে ব'সে তামাক খেতে খেতে তোমায় সব কথা বলিগে। এস—ভারি মজার ব্যাপার !

রণেন। তাহ'লে ভদ্রলোক অন্যায় কিছু করেন্‌নি। এর প্রায়শ্চিত্ত আমাকেই ক'রতে হবে। চল—তোমার কাছে আগে সব কথা শুনি। কিন্তু এদিকে এ ব্যাপারটীও সহজ নয়—এর মধ্যে নিশ্চয়ই ভগবানের কোন ইঙ্গিত— !

কালী। কোন্ ব্যাপারটী আবার ?

রণেন। এমনভাবে আমাদের দেখা হ'লো ! ঠিক সাতদিন আগে এমনি সময় শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনে গঙ্গার ধারে, তার ঠিক সাতদিন পরে আবার এখানে এই গায়ে—আশ্চর্য্য নয় ? আর এই সাতদিন—তোমায় আমি কি ব'লবো কাল্‌দা ! তুমি বড় ভাই,—তুমি জান, নারী সম্বন্ধে আমার একটুও দুর্ব্বলতা নেই ; তবু তোমায় ব'লছি, এই সাতদিনে একমুহূর্ত্তের জন্যও আমি তার মুখ ভুল্‌তে পারিনি ! (কালীনাথ হাসিল) কি—হাস্‌ছো যে কাল্‌দা ? – বিশ্বাস হ'লো না ?

কালী। বিশ্বাস আর কেন হবেনা ভাই ?—বরং একটু বেশীমাত্রায় বিশ্বাস হ'য়েছে। আসল কথাটি কি জান ভায়া—তুমি প্রেমে প'ড়েছ।

তা প’ড়েছ প’ড়েছ, বেশ ক’রেছ,—নিজের স্ত্রীর প্রেমে প’ড়েছ ; দোষই বা কি ক’রেছ ?—তবে কিনা ভায়া—!

রণেন। কি ?—

কালী। আচ্ছা, এখন থাক্—পরে ব’লবো।

রণেন। না-না, পরে না—পরে না ; তুমি এখুনি বল ?

কালী। আচ্ছা বল্‌ছি—ঘরে চল, ঘরে চল ; কিন্তু দেখো ভায়া—শেষে আমায় যেন দুষো না ? আমার শোনা কথা—অবশ্যি চোখে আমি কিছু দেখিনি, হ’তেও পারে—আবার নাও হ’তে পারে !

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

চাঁপাপুকুরে রাজ্যেশ্বরের বাড়ী। ঘরের ভিতর জ্যোৎস্না ও সুধাংশুকে সঙ্গে লইয়া রাজ্যেশ্বর সেখানে প্রবেশ করিলেন।

রাজ্যেশ্বর। সুধা, এই টাকাটা রেখে দাও ; তোমায় আমি ফুল কিনে দেব।

সুধাংশু। শুধু ফুল বুঝি ?—কত জিনিস দিয়েছিল—ফুলকপি, বাঁধাকপি, মটরশুঁটী, পেয়ারা, মিঠে কুম্‌ড়ো—

রাজ্যেশ্বর। আচ্ছা, এই আর একটা টাকা নে। কলকাতা থেকে তোর জন্যে কেমন বল এনেছি ; তোর পিসিমার কাছে আছে, চেয়ে নিগে।

সুধাংশু। তুমি বুঝি দিদিকে গল্প ব’লবে ?—আমি যাবোনা, গল্প শুনবো !

রাজ্যেশ্বর। গল্প সন্ধ্যের পর বলবো। তুই যা-না এখন ; (নেপথ্যে) "সুধা, খেলতে যাবিনে" ? ও বাড়ীর মণ্টু তোকে খেলতে ডাকছে যে ?

সুধাংশু। মণ্টু বুঝি ভাল ছেলে ? আমি নিজে দেখেছি বাবা, ও পিতামাতার কথা বড্ড অবহেলা করে।

রাজ্যেশ্বর। আর তুমি বুঝি পিতার কথা বড্ড শোন ?—দুষ্টুমি ক'রোনা, যাও।

সুধাংশু। আমায় কিন্তু সন্ধ্যে বেলা সব কথার মানে ব'লে দিতে হবে। আমি "অবশ্যম্ভাবী" কথার মানে জানিনে, "প্রায়োপবেশন" কথার মানে জানিনে, "বিরহ", "মনসিজ"—আরও সব অনেক কথা আছে ; হুঁ—

রাজ্যেশ্বর। আচ্ছা-আচ্ছা, এখন যাও। (সুধাংশুর প্রস্থান) আমার আজকের ব্যবহার দেখে তুমি মনে মনে খুব আশ্চর্য্য হ'য়েছো জ্যোৎস্না—না ?

জ্যোৎস্না। কোন ভদ্রলোকের সঙ্গে আপনি এরকম ব্যবহার করতে পারেন, আমি কোনোদিন ভাবিনি বাবা !

রাজ্যেশ্বর। সেই কথাই তোমায় ব'লবো, তোমায় বলা দরকার !

জ্যোৎস্না। বলুন—

রাজ্যেশ্বর। যার সঙ্গে ওখানে তোমার দেখা হয়েছিল, যার সঙ্গে তুমি কথা কইছিলে,—তার চাইতে বড় শত্রু সংসারে আমার নেই।

জ্যোৎস্না। কিন্তু উনিতো জানেন না—উনি আপনার শত্রু ?

রাজ্যেশ্বর। না—ও জানেনা ; ওর জানবার সুযোগ হয়নি।

জ্যোৎস্না। আপনার কথা আমি কিছু বুঝতে পারছি না বাবা !

রাজ্যেশ্বর। বুঝিয়ে ব'লছি—শোন ! শত্রু ঠিক্ নয়, শত্রুর বংশধর। ভেবেছিলাম, একথা তোমায় কোনোদিন জানাব না। আমি শুনেছিলাম,

ওরা কেউ এগাঁয়ে থাকে না ; তাই এখানে বাস ক'রতে এসেছিলাম। এখন দেখছি, ভাল কাজ করিনি— !

জ্যোৎস্না। এমন কি শত্রুতা বাবা, যে বংশানুক্রমে তাকে জীইয়ে রাখতে হবে ?

রাজ্যেশ্বর। সব কথা তোমায় কোনদিন বলিনি মা—পাছে তুমি মনে ব্যথা পাও ;—তোমার জ্ঞান হওয়া অবধি একটি কথা তোমার সামনে কোনদিন উচ্চারণ করিনি—আজ সেই কথাটী তোমায় জিজ্ঞাসা ক'রছি।—আচ্ছা, ছেলেবেলার কোন কথা তোমার মনে প'ড়ে ?

জ্যোৎস্না। মনে পড়ে বাবা। আমি বুঝতে পেরেছি—চিন্‌তেও পেরেছি।

রাজ্যেশ্বর। প্রথমেই চিনতে পেরেছিলে ?—

জ্যোৎস্না। হ্যাঁ—প্রথমেই।

রাজ্যেশ্বর। বোটানিক্যাল্ গার্ডেনে ?

জ্যোৎস্না। না ; আপনি যখন ঐরকম ব্যবহার ক'রলেন, তখুনি আমার মনে সন্দেহ হ'লো !

রাজ্যেশ্বর। যে সব ঘটনা তখন ঘটেছিল, তার কিছু জান ?

জ্যোৎস্না। কিছু জানি—সব নয়।

রাজ্যেশ্বর। কেমন ক'রে জানলে ? আমি তো সে কথা কখনও ঘুণাক্ষরেও তোমায় জান্‌তে দিইনি ?

জ্যোৎস্না। মা বেঁচে থাক্‌তে তিনি কতবার আপনার কাছে কেঁদেছেন—আপনি সে কথায় কান দেননি ! মরবার সময় মা একটি কথা আমায় ব'লে যান।

রাজ্যেশ্বর। কি কথা ?—

জ্যোৎস্না। সে কথা থাক্ বাবা, আপনি শুনলে কষ্ট পাবেন !

রাজ্যেশ্বর। না—আমি কষ্ট পাব না ; তুমি বল।

জ্যোৎস্না। মা ব'লেছিলেন—তোমার বরাতে যে কি আছে, কিছুই জানিনে মা ! নইলে এমনই বা হবে কেন ? তবে তুমি মনে খাঁটী থেকো। কখনো ভুলোনা, মেয়েমানুষের স্বামীর চেয়ে বড় কিছু নেই !

রাজ্যেশ্বর। তোমায় আমি যে সব বই দিয়েছি—ইউরোপের new woman movement সম্বন্ধে,—তুমি বইগুলো প'ড়েছিলে ?

জ্যোৎস্না। প'ড়েছি বাবা !

রাজ্যেশ্বর। এই সব পড়ার পরও কি তুমি মনে কর, তোমার মার কথাই সত্যি ?

জ্যোৎস্না। আমায় এসব কথা জিজ্ঞাসা ক'রবেন না বাবা, আমার মতামত কিছু নেই ! আমি ভাল বুঝতে পারিনি !

রাজ্যেশ্বর। শোন জ্যোৎস্না—তোমায় আমি স্পষ্ট কথা বলি। তোমার স্বামী আমার পরম শত্রুর নাতি ; এরকম শত্রু মানুষ মানুষের হয় না—সে আমার বাবাকে সাত বছর জেল খাটিয়েছে ! তখন ষাটের উপর তাঁর বয়স। Rigorous imprisonment—তাঁকে ঘানি টানতে হ'তো ! সর্ব্বস্ব খরচ ক'রেও আমি তাঁর খাটুনি মকুব করাতে পারিনি। জেলের ভিতর আমার যাবার হুকুম ছিল না। অনেক তদ্বির ক'রে মাত্র একটি দিন গিয়েছিলাম। বাবা কথা কইতে পারলেন না—তখন তাঁর মুখ দিয়ে রক্ত উঠছে ! তবু তাঁকে হাস্‌পাতালে পাঠানো হয়নি, শিব-নারায়ণ দত্তর এমনই তদ্বিরের জোর !

জ্যোৎস্না। আমি এতো কথা শুনিনি বাবা !

রাজ্যেশ্বর। আমি কারো কাছে কখনো বলিনি। আমার বংশের যে যেখানে আছে, তাদের কারও সঙ্গে ও বংশের কারও কোন সম্বন্ধ নেই। তোমার মাকেও কোনদিন বলিনি। তিনি জান্‌তেন, জেলে

বাবাকে খাটতে হয় না। রোজ খাবার পাঠিয়েছেন। আমি তাঁকে মিথ্যে কথা বলেছি—জেলে খাবার পাঠান সম্ভব; সে-খাবার খেয়েছে শিয়াল-কুকুরে! আমি একা সহ্য করেছি! আমি জানি, তোমার স্বামী নির্দোষ; কিন্তু সে শিবনারায়ণ দত্তর নাতি! তুমি মনে কর—তোমার বিয়ে হয়নি!

জ্যোৎস্না। ওকথা থাক্ বাবা!

রাজ্যেশ্বর। না মা—ও কথা যখন উঠেছে, তখন মীমাংসা হওয়া দরকার! তুমি বড় হ'য়েছ, তোমায় আমি লেখাপড়া শিখিয়েছি, স্বাধীন-ভাবে চিন্তা ক'রবার অভ্যাস আছে তোমার—তুমি ভাল করে বিবেচনা ক'রে দেখ!

জ্যোৎস্না। বাবা, আমি একটু বাইরে যাবো—বড্ড গরম বোধ হচ্ছে!

রাজ্যেশ্বর। না-না, জ্যোৎস্না—এখন ছেলেমানুষী ক'র্না! আমার সব কথা শোন। আজ চোদ্দ বছর তোমাদের বিয়ে হ'য়েছে। তখন তোমার বয়স আট বছর; চোদ্দ বছর পরে আবার তোমাদের দেখা। বারো বছরের উপর তার কোন খবর তুমি জানতে না—তুমি ইচ্ছা ক'রলে তাকে ত্যাগ ক'রতে পার,—শাস্ত্রে এবিধি আছে। তখন অন্য পাত্রে সহজেই তোমার বিয়ে হ'তে পারে। আমি ভাল পণ্ডিতকে দিয়ে এর বিধান নেওয়াব।

জ্যোৎস্না। আপনার কোন বিধান নিতে হবে না বাবা! আমি যেমন আছি তেমনিই থাক্‌বো—আমার জন্য আপনি ভাব্‌বেন না!

[জ্যোৎস্না প্রস্থান করিলে রাজ্যেশ্বর সেইদিকে তাকাইয়া রহিলেন, সুধাংশু প্রবেশ করিল]

সুধা। বাবা, "ঋজুপাঠ" নাকি খুব সোজা! কে বলে সোজা?

'ঋজু' মানে সোজা—তাতেই বুঝি হলো? সোজা বইতে বুঝি এইসব কথা থাকে—দংষ্ট্রা, সৃক্কণী, পরিলেলিহদচিন্তয়ৎ?—আচ্ছা বাবা, "সৃক্কণী পরিলেলিহদচিন্তয়ৎ" কথার মানে কি?

রাজ্যেশ্বর। মানে না-জানা যত কথা সব একসঙ্গে লিখে রাখ—আমি সন্ধ্যের পর সব কথার মানে ব'লে দেব।

সুধাংশু। আচ্ছা বাবা, কাউকে 'ক্রথনক' ব'ললে তাকে গালাগাল দেওয়া হয়?

রাজ্যেশ্বর। না—তুমি যাও।

সুধাংশু। দিদি—দিদি! I am a ভাসুরক, and you are a ক্রথনক—

(মাতঙ্গিনীর প্রবেশ)

মাতঙ্গিনী। রাজু আছিস?

রাজ্যেশ্বর। আছি দিদি!

মাতঙ্গিনী। হ্যাঁরে—জামাই এসেছেন নাকি?

রাজ্যেশ্বর। কার জামাই?—কোথায় আসবে?

মাতঙ্গিনী। তোর জামাই নাকি এসেছে ওঁদের বাগানবাড়ীতে?

রাজ্যেশ্বর। আমি জানিনে—!

মাতঙ্গিনী। ও কথা আর মেয়ের বাপের মুখে খাটে না! যাও ভাই, জামাইকে নিয়ে এস; তুমি কারো কোন কথা শুননা। জোর ক্'রে আন্‌লেই আস্‌বে—

রাজ্যেশ্বর। বাবার মৃত্যুর কথা এখনো ভুলতে পারিনি দিদি! একটা ছেঁড়া মাদুরে শুয়ে আছেন, পরণে জেলের জাঙিয়া—ময়লা; মুখে একটু গঙ্গাজল দেবার লোকও ছিলনা—নাভিশ্বাস উঠেছে তখন!

আমি ছেলে; সন্ধ্যার আগে আমায় টেনে বার ক'রে দিলে!—সে রাতে আমি জেলের দরজার সামনে গাছতলায় ধূলোর উপর শুয়ে কাটাই!

মাতঙ্গিনী। মেয়েটার মুখ চেয়ে ওসব কথা আর মনে ক'রো না দাদা! সে সব তো চুকেই গেছে। আহা! বুড়ো শিবনারায়ণ যখন মরে, সেইদিন ঐ একটিবার দেখতে গিয়েছিলাম—প্রাণ আর বেরোয় না!—উঃ, সে যে কি যাতনা! পাপের প্রায়শ্চিত্তি তার হয়েছে!

রাজ্যেশ্বর। তাতে আর আমার কি সান্ত্বনা? ও বংশের কারও সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই দিদি! তাতে মেয়েই পর হ'ক্—আর ছেলেই—

মাতঙ্গিনী। বালাই বালাই, ষাট্-ষাট্! ও সব কি কথা মুখে আনো? মানুষের ঝগড়া—ও যত গেঁট দেবে, তত বেড়ে চলবে; আবার নেই ব'ল্লেই নেই! কথায় বলে জানিস্ তো?—নেই ব'ললে সাপের বিষ থাকে না! ওসব মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে হয়; নইলে কি আর সংসারে থাকা চলে ভাই?

কালী। (নেপথ্যে) রাজেশ্বরবাবু বাড়ীতে আছেন?

রাজ্যেশ্বর। কে মশায়?—

কালী। চিন্‌তে পারবেন না—আপাততঃ একটু অপরিচিত! বাড়ীর ভিতরে যাব কি?—

রাজ্যেশ্বর। দিদি! (দিদিকে ইঙ্গিত করিলেন—তাঁহার প্রস্থান) আসুন!

(কালীনাথের প্রবেশ)

কালী। দেখুন, একবার ভাল ক'রে চেয়ে দেখুন। কি রকম্ মনে হয়?—চিনতে পারছেন?

রাজ্যেশ্বর। আপনাকে একটু আগে ওই বাগান বাড়ীর গেটের কাছে দেখেছি।

কালী। আরও দেখেছেন—কলকাতায়; দু'দশ বছর অন্তর দেখা-সাক্ষাৎ হ'য়েছে।

রাজ্যেশ্বর। হ'তে পারে—আমার ঠিক মনে নেই!

কালী। হ্যাঁ, আপনি লক্ষ্য ক'রেন নি!

রাজ্যেশ্বর। আপনার প্রয়োজন?

কালী। ব'লছি, আপনি ব্যস্ত হ'বেন না! একটু স্থির হ'য়ে বসুন—মনে হ'চ্ছে যেন, আপনি একটু উত্তেজিত।

রাজ্যেশ্বর। আপনি কি শিবনারাণ দত্তর কেউ হন?

কালী। আমি তাঁর দৌহিত্র। আপনার জামাই আমার মামাতো ভাই।

রাজ্যেশ্বর। আমার কাছে কি দরকার? জামায়ের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই!—আপনি যেতে পারেন।

কালী। আপনি কি আমায় বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিতে চান?—তাহ'লে অবশ্য আমি আর ব'স্‌বো না! তবে আমার অনেকগুলো কথা ব'লবার ছিল—শোনবারও ছিল!

রাজ্যেশ্বর। আপনি তো নেহাৎ ছেলেমানুষ নন! আমার সঙ্গে শিবনারায়ণ দত্তর সম্পর্ক জানেন বোধ হয়।

কালী। সবই জানি! আপনার উপর যে অত্যাচার হ'য়েছে, তার প্রতীকার কিছু আছে কি না—সেই কথাই আলোচনা করবার ইচ্ছা ছিল। আপনি যদি আবশ্যক মনে না করেন, তাহ'লে—

রাজ্যেশ্বর। আজ আর প্রতীকারের কিছু নেই! আচ্ছা—আপনি বসুন। আপনি কি শিবনারায়ণের নাতির কাছ থেকে আসছেন?

কালী। হ্যাঁ, আমি তারই সঙ্গে এখানে এসেছি। আমি এখানকার সদর নায়েব—নূতন কাজ পেয়ে এসেছি। আপনার সঙ্গে কিছু কাজের কথা ছিল! আপনি সম্পর্কে আমার কাকা—আমার পিতার নাম ৺গোলক চন্দ্র বোস।

রাজ্যেশ্বর। তুমি গোলকদার ছেলে?

কালী। আজ্ঞে হ্যাঁ। (প্রণাম করিল) শিবনারায়ণের দৌহিত্র হলেও আমি আপনাদেরই বেশী আপনার—আপনার জ্ঞাতি।

রাজ্যেশ্বর। তোমার সম্পত্তি তো সবই নষ্ট হ'য়ে গেছে?

কালী। দাদামশায় তো কাকেও রেহাই দেননি!—জামায়ের সম্পত্তি তিনিই গ্রাস ক'রলেন! তা'ছাড়া—আপনি তো সবই জানেন?—আমারই তো ষোল আনার মালিক হবার কথা!

রাজ্যেশ্বর। কই না—আমি তো শুনিনি?

কালী। দেখুন, এ সব ঘরের কলঙ্ক—বলাও তো যায় না। আমিও তখন ছেলেমানুষ। বাবা মারা গেলেন—মা এসে বাপের বাড়ী রইলেন। মামার তো অনেক দিন পর্য্যন্ত ছেলেপিলে কিছু হয় নি? সবাই ব'লতো —ওই তো মালিক! আমার পৈত্রিক সম্পত্তির আদায়-তহশীল—সবই এক সঙ্গে হ'তে লাগলো। মা স্ত্রীলোক, আমি ছেলেমানুষ, দাদামশায় দুর্দ্দান্ত জমিদার! কালেক্টরীর তৌজীতে কেমন ক'রে গোলক বোসের নামের জায়গায় শিবনারায়ণের নাম পত্তন হ'লো—আমি তা জানিনে! জানবার দরকারও যে হবে কোন দিন—মনেও করি নি!

রাজ্যেশ্বর। জামায়ের সম্পত্তি ফাঁকি দিয়ে নিলে—শিবনারাণ?

কালী। শিবনারায়ণ কাকে বাদ দিয়েছেন—ব'লতে পারেন? আমার বয়স তখন সতের-আঠের—নেহাৎ ছেলেমানুষ তো নই? হঠাৎ মামা গেলেন মারা!

রাজ্যেশ্বর। হ্যাঁ, মনে আছে—রেলওয়ে কলিসানে; তারপর কি হলো?—

কালী। (সুধাংশুকে দেখিয়া) খোকা, এই দিকে এসো তো লক্ষ্মী-ভাইটী! (সুধাংশু কাছে আসিল) এটি আপনার ছেলে বুঝি কাকাবাবু? ঠিক—কাকীমার মত মুখ! মাতৃমুখী পুত্র সুখী! মেয়েটী কতবড় হ'লো?—

রাজ্যেশ্বর। তা বাইশ তেইশ বছর হ'লো বৈকি?—হ্যাঁ, তোমার মামার মৃত্যুর পর কি হ'লো? আমি তো তখন গাঁয়ে থাক্‌তেম না। এ সব কিছু জানিও নে!

কালী। বলছি! যাও তো খোকা, দুটো পান আর একটু দোক্তা নিয়ে এসো ত ভাই।

সুধা। দিদি তো পান খায় না; এলাচ দানা—আর সুপুরীকাটা আন্‌বো?

রাজ্যেশ্বর। তোর পিসিকে ব'লগে যা—

[সুধাংশুর প্রস্থান।

কালী। পিসি? পিসি কে বলুন তো?—

রাজ্যেশ্বর। মাতুদিদি—বেজ'দার বড়দি। বেজ'দা মারা গেলেন—তাঁরও স্থান নেই, তোমার খুড়ীমা মারা গেলেন—এদেরও দেখবার কেউ নেই। সেই থেকে মাতুদি আমার সংসারেই আছেন।

কালী। মাতুপিসি?—আমায় বড় ভালবাস্‌তেন! আজও তেমনি ছুঁচিবাই আছে তো?—

রাজ্যেশ্বর। তুমি তারপর কি হ'লো বলতো—তোমার মামার মৃত্যুর পর?—

কালী! মামার তো ছেলেমেয়ে কিছুই ছিল না। হঠাৎ শোনা

গেল—মামীমা ক'মাস অন্তঃসত্ত্বা! তারপর রণা, মানে আপনার জামাই হয়। জন্ম নিয়ে অনেক কথার সৃষ্টি হ'য়েছিল! ব্যাপারটা জানে সবাই—তবে বড়লোকের বাড়ী,একটী ছেলেরও আবশ্যক—সম্পত্তিটা সগোত্রে থেকে যায়; কাজেই কিছুদিন ঢাক্‌ঢাক্ গুড়গুড় করে শেষে সব চুপচাপ!

রাজ্যেশ্বর। তুমি জান সে সব ব্যাপার?

কালী। সম্পত্তি আমারই। আমাদের বুড়ো মোক্তার শ্যামধনবাবু আমায় মোকদ্দমা করতে বলেছিলেন; তা আপনিও যেমন—আমার আর কি বলুন তো?—এক মুঠো ভাত আর দু'খানা কাপড়—যেখানে থাকবো, ভগবান জুটিয়ে দেবেন। আপন মামার ঘরের কেলেঙ্কারী বাজারে রাষ্ট্র হবে—দূর হোক্‌গে ছাই! আমি চেপে গেলাম।

রাজ্যেশ্বর। এতো আমার জানা ছিল না। শুধু এই কারণেই তো আমার মেয়ে স্বামীত্যাগ ক'রতে পারে!

কালী। হ্যাঁ, তা তো পারেই! ওঁরা আসল কথা গোপন করে বিয়ে দিয়েছিলেন।

রাজ্যেশ্বর। "নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ"—জারজ সন্তান, পতিত নিশ্চয়!

(জ্যোৎস্না প্রবেশ করিল)

জ্যোৎস্না। কে জারজ সন্তান বাবা?

কালী। ও কিছু নয়—ও কিছু নয়। এইটি বুঝি আপনার মেয়ে কাকা বাবু? বেশ ডাগর হয়ে উঠেছে দেখছি? ওকে আমি দেখেছিলাম—এই এতটুকু!

রাজ্যেশ্বর। হুঁ, শোন কালীনাথ! জ্যোৎস্নাকে আমি কিছু গোপন করতে চাই নে।

জ্যোৎস্না। কার কথা হচ্ছে বাবা?

রাজ্যেশ্বর। যার সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়েছিল।

জ্যোৎস্না। তিনি কি ?

রাজ্যেশ্বর। সে জারজ, পতিত—সুতরাং বিবাহ অসিদ্ধ।

জ্যোৎস্না। তাতে কি হয়েছে ?

রাজ্যেশ্বর। আদালতে একথা প্রমাণ হ'লে আমি আবার তোমার বিয়ে দিতে পারি।

জ্যোৎস্না। আদালতে এই কথা আপনি ব'ল্‌বেন ?

রাজ্যেশ্বর। শিবনারায়ণ দত্তর সম্পর্ক যদি লোপ হয়, এ কথা আমি আদালতে বলতে পারি।

জ্যোৎস্না। সম্পর্ক তো নেই কিছু—তবে আপনি এত বিচলিত হচ্ছেন কেন ?

রাজ্যেশ্বর। এতদিন জান্‌তেম, সম্পর্ক ধুয়েমুছে গেছে; এখন দেখছি, তার দাগ আজও যায় নি! মুখে বলি—ওরা আমাদের কেউ নয়; কিন্তু একথা কিছুতেই ভুলতে পারিনে—আমি শিবনারায়ণ দত্তর নাতির হাঁটু ছুঁয়ে তার হাতে আমার মেয়েকে সম্প্রদান করেছি! সাক্ষী ছিল হোমের অগ্নি—সাক্ষী ছিল নারায়ণ শিলা!

জ্যোৎস্না। তবে ?—যা মুছবার নয়, তা মুছতে যাচ্ছেন কেন ?

রাজ্যেশ্বর। তাইতো ভাবছি মা! রাজার বিচারে যদি প্রমাণ হয়, তুই তার কেউ ন'স্—আমার মনে আর কোন ক্ষোভ থাক্‌বে না।

কালী। আপনি এক কাজ করুন কাকাবাবু! কলকাতায় গিয়ে হিন্দু-লর অথরিটি—এমন কোন উকিলের পরামর্শ নিন্। আমার তো মনে হয়—বেশ ভাল মোকদ্দমা হবে।

জ্যোৎস্না। আপনি কে ?

কালী। আমি কে ?—শোনো কথা! কাকাবাবু, আপনার মেয়ে

আমায় জিজ্ঞাসা ক'রছে—আমি কে? আমি তোর দাদা রে পাগ্‌লী—আমি তোর দাদা।

জ্যোৎস্না। আমার স্বামীর আপনি কে?

কালী। সেই কথাই তো হচ্ছে বোন্! ঘটনা যদি সত্যি হয়—কেউ না, কোন সম্পর্কই নেই তার সঙ্গে।

জ্যোৎস্না। আপনি এ কাজ করবেন না বাবা! আপনার দুর্নাম হবে—অধর্ম্ম হবে! যাঁরা বেঁচে আছেন, তাঁদের সঙ্গে বিবাদ করুন। যিনি তিন বছর হ'লো মারা গেছেন, তাঁর মুখে আর কালি মাখাবেন না!

[প্রস্থান।

কালী। আপনার মেয়ের তো শাশুড়ীর উপর খুব টান্ আছে দেখ্‌ছি?

রাজ্যেশ্বর। ওর জন্যেই তো ভাবনা কালীনাথ! এত দিন দেখা হয় নি, বেশ ছিল! এখন তার সঙ্গে দেখা হয়েছে, কথা কয়েছে—হিন্দু-স্ত্রী, এতদিনের সংস্কার!

কালী। দেখা কি ক'রে হলো?

রাজ্যেশ্বর। বোটানিক্যাল গার্ডেনে বেড়াতে গিয়েছিলাম—এরা দুই ভাইবোন সঙ্গে। সেখানে প্রথম দেখা হয়। তারপর আবার দু'দিন সন্ধান ক'রে আমাদের কল্‌কাতার বাসায় যায়।

কালী। বলেন কি? আপনার কলকাতার বাড়ীতে গিয়েছিল? অথচ রণা তো জান্‌তো না—জ্যোৎস্না ওর স্ত্রী!

রাজ্যেশ্বর। না—কেমন ক'রে জানবে?

কালী। কি সাংঘাতিক ছেলে মশাই? পরস্ত্রী জেনেও এই রকম?

রাজ্যেশ্বর। কেন? ওর চরিত্র কি—

কালী। সে আর বলবেন না কাকাবাবু! কলকাতায় যে কত ভদ্র-লোকের সর্ব্বনাশ ক'রেছে, তার আর কি বলবো! আমিই আগ্‌লে নিয়ে বেড়াই তাই—নইলে এতদিন পাড়ার ছেলেরা মেরে সাব্‌ড়ে দিত।

রাজ্যেশ্বর। তুমি বলছ কি কালীনাথ!

কালী। নিজের স্ত্রী মনে কর্‌লে ও বুঝি যেত?

রাজ্যেশ্বর। নিজের স্ত্রী মনে করবার কোন হেতুই ছিল না ওর পক্ষে।

কালী। তাতেই বুঝুন, ভায়ার আমার চরিত্রটি কেমন! আর ওর কাজই ত ওই—

রাজ্যেশ্বর। এখানে—আমার বাড়ীতে আস্‌তে পারে?

কালী। তা আর পারে না? খুব পারে। ওর অসাধ্য কিছু নেই কাকাবাবু—বিশেষতঃ স্ত্রীলোকসংক্রান্ত ব্যাপার! আমি তো আপনাকে সেই কথাই জানাতে এলাম। অবশ্য জামায়ের সঙ্গে আপনি পূর্ব্ব-বিবাদ মিটিয়ে ফেল্‌তে চান্, সে আলাদা কথা! এখন আপনার সব কথাতেই রাজী হবে, জ্যোৎস্নাকে প্রলোভন দেখাবে, চিঠি লিখবে—ও যখন যার উপর ঝোঁক।

রাজ্যেশ্বর। আচ্ছা ধর, জ্যোৎস্না যদি আপনা হতেই চ'লে যায়? না—তা আমি যেতে দেব না!

কালী। নিশ্চয় দেবেন না। আজ নিয়ে যাবে—আজ ওর চোখে নেশা লেগেছে। সাত দিন পরে যখন নেশা কেটে যাবে, তখন লাথি মেরে তাড়িয়ে দেবে! আপনার উপর যে রাগ আছে, সেই রাগ ঝাড়্‌বে—ওই বেচারীর উপর!

রাজ্যেশ্বর। ছেলেটা এ রকম অধঃপাতে গেছে!—বল কি কালীনাথ?

কালী। যাবে না? ওই মা, আর ওই ঠাকুরদা—বংশটি কেমন দাঁড়িয়েছে—একবার ভেবে দেখুন দেখি? তার উপর, "যৌবনং ধনসম্পত্তিঃ প্রভুত্বম্ অবিবেকতা"—চারটাই বর্ত্তমান! আচ্ছা, আমি এখন উঠি। আমি এখানেই আছি, মাঝে মাঝে আস্‌বো। আমি যতক্ষণ আছি—কিছু ক'রতে পারবে না! আমায় যমের মত ভয় করে। তবু, সাবধানের বিনাশ নেই। আপনি একটু সাবধানে থাকবেন—মেয়েটিকে একটু নজরে নজরে রাখ্‌বেন। এ তো আর আপনার সহর নয়?—যা ঘটেছে, তাতেই হয়তো গাঁয়ে কত কথা উঠ্‌বে! আচ্ছা কাকাবাবু—উঠি তাহ'লে?

রাজ্যেশ্বর। এস বাবা!

কালী। হ্যাঁ, মাতুপিসি গেলেন কোথায়? তাঁকে একটা পেরণাম ক'রে যাই।

রাজ্যেশ্বর। সুধা, তোর পিসিকে একবার ডেকে দে তো! (বাহিরের দিকে গেলেন)।

(মাতঙ্গিনীর প্রবেশ)

কালী। এই যে পিসি!

মাত। কে—আমাদের গোলকের ছেলে?

কালী। (প্রণাম করিলেন) চিন্‌তে পেরেছ পিসি?

মাত। চোখে আর ভাল ঠাওর হয় না বাবা! তা তোমার মা কোথায়?

কালী। মামাদের কলকাতার বাড়ীতেই ছিলেন; বছর দেড়েক হলো—গঙ্গালাভ ক'রেছেন।

মাত। বউ মারা গেছে?—বেঁচেছে—হাড় জুড়িয়েছে তার! সেবার দেখা হলো, কত কাঁদলে—ভাইবৌয়ের হাত-তোলায় আছি ঠাকুরঝি!

আহা, স্বামীর অমন রাজার সম্পত্তি!—তুই সব উড়িয়ে পুড়িয়ে দিলি—বিয়েথাও করলিনি। মাগীর আর কি সুখ হবে বল্?

কালী। তোমরা বুঝি তাই শুনেছ?—হায় রে আমার কপাল! সম্পত্তি তাঁর বাবা যে সব গ্রাস ক'রে নিলেন—অমন সর্ব্বগ্রাসী রাহু এ তল্লাটে আর ছিলেন!

মাত। আমরা শুনলাম—তুই সব বিক্রি করেছিস?

কালী। তোমরা ওই রকম শোন! আমি বিক্রি করবো?—আমার বড় টাকার অভাব কিনা! ও কথা থাক্; তুমি এখন কেমন আছ পিসি—?

মাত। আমাদের আর থাকাথাকি কি বল্?—তোরা ভাল আছিস্ দেখে চ'লে যেতে পারলে বাঁচি!

কালী। এখনও নাইতে আড়াই ঘণ্টা সময় লাগে?—কটা ডুব দিলে তবে মাথা ডোবে?

(রাজ্যেশ্বর পুনরায় ঘরে প্রবেশ করিলেন)

কালী। আমার একদিন ইস্কুলকামাই করিয়েছিলে—মনে আছে পিসি? সে—পিসি যত ডুব দেয়, কিছুতেই আর মনের সন্দেহ যায় না! এইবার দেখ্ বাবা, মাথাটা ডুবলো কি না? কম্‌সে-কম বুঝলেন কাকা-বাবু—আড়াইশো' ডুব্। তাতেও যখন সন্দেহ ঘুচলো না, আমি পিসির ঘাড়টি ধরে মিনিটখানেক জলে ডুবিয়ে রাখি—তখন হাঁপাতে হাঁপাতে পিসিমা উঠে বলেন—"এইবার হয়েছে বাবা!" আচ্ছা, এখন আসি তা'হলে? কাল তোমার এখানে চারটি পেসাদ পাব পিসি! থোড়ের কি একটা ঘণ্ট রাঁধতে?—সেইটা রেঁধ পিসি! আচ্ছা—আসি কাকাবাবু!

[প্রস্থান।

মাত। কেলোটার কথায় জামায়ের সঙ্গে ঝগড়া করো না রাজু—জামাই চিরদিনের, ঝগড়া চিরদিন থাকে না।

রাজ্যেশ্বর। ও আমার জামাই না দিদি! কেন বারবার জামাই জামাই করছো?

মাত। এতে তার আর কি ক্ষেতি বল? সে পুরুষমানুষ—বেটাছেলে যেতে যাবে তোমার মেয়ের জন্মটাই বের্‌থায়! এত লেখাপড়া জান—এটা আর বুঝতে পার্‌লে না ভাই?

রাজ্যেশ্বর। সুধা—সুধা!

(সুধাংশু প্রবেশ করিল)

সুধাংশু। কি বাবা!

রাজ্যেশ্বর। সুধা! যাতো—দেখ্‌তো, তোর দিদি কি করছে?

সুধাংশু। দিদি তো ছাদে বেড়াচ্ছে। তুমি দিদিকে বকেছ, তাই দিদির রাগ হ'য়েছে—না বাবা?

রাজ্যেশ্বর। আমি আবার কখন্ ব'ক্‌লাম্ তোর দিদিকে?

সুধাংশু। সেই—আমি যখন ঘর থেকে চলে যাই!

রাজ্যেশ্বর। নারে—না, আমি তোর দিদিকে কিছু বলিনি।

সুধাংশু। না বক্‌লে বুঝি শুধু শুধু দিদি কাঁদছিল?—বুঝি শুধু শুধু দিদির মুখ শুকিয়ে গেছে—মুখে হাসি নেই?

রাজ্যেশ্বর। জ্যোৎস্না কাঁদছিল?

সুধাংশু। আমায় দেখে আবার চোখের জল মুছে ফেল্‌লো।

রাজ্যেশ্বর। আচ্ছা, যা তো সুধা, তোর দিদিকে ডেকে নিয়ে আয় তো আমার কাছে।

সুধাংশু। আচ্ছা, আমি ডেকে আন্‌ছি; তুমি নিজে দিদির মুখের দিকে চেয়ে দেখ—আমার কথা সত্যি কি মিথ্যে—?

[প্রস্থান।

মাত। এখনও সাবধান হও রাজু, এখনও বুঝে দেখ! যদি মত দাও, আমি জামাইকে ডাকিয়ে হাতে ধ'রে সব মিটমাট ক'রে দিচ্ছি। নিজের জিদ্ বজায় রাখতে গিয়ে মেয়েটার সর্ব্বনাশ ক'রো না দাদা!

রাজ্যেশ্বর। দিদি! তোমরা যে কালের মানুষ, সেকাল আর নেই—এটি ভুলে যেওনা। তোমরা লাথিঝাঁটা খেয়ে শ্বশুরঘর ক'রেছ—স্বামীর পা-পূজো ক'রেছ। আজকালকার মেয়েদের তোমরা বুঝ্বে না। আমি আমার মেয়েকে জানি—বুঝি!

মাত। যতই এ কাল হোক্ না ভাই, মেয়েমানুষ চিরদিন মেয়ে-মানুষই থাক্বে! সে তার মায়ের মেয়ে—ঠাকুরমা-দিদিমার নাত্নী। জ্ঞান হবার পর আবার তাকে দেখলো—তার কথা শুনলো; তারপর অমন রাজপুত্তুর স্বামী!

রাজ্যেশ্বর। সে যদি স্বামী চায়—স্বামীর কাছেই যাবে; তবে আমার সঙ্গে আর সম্পর্ক থাক্বে না!

মাত। কি জানি ভাই, কি যে কথা বল—আমি ওর মানেই বুঝিনে! যা ভাল বোঝ ভাই—কর। মা-মরা মেয়ে—ছোট থেকে মানুষ করেছি! এতদিন বাপের বাড়ী রইলো—এখন বড় হয়েছে, আপনার জিনিস চিনেছে! যার জিনিস, তার হাতে তুলে দেওয়াই ভাল—এই তো আমরা বুঝি!

[প্রস্থান।

(জ্যোৎস্না প্রবেশ করিল)

জ্যোৎস্না। আমায় ডাক্ছিলেন বাবা!

রাজ্যেশ্বর। হ্যাঁ মা—তুমি কাঁদ্ছিলে?—না মা, কেঁদোনা কেঁদোনা; তুমি আমার কথা বোঝ—রণেন্দ্রের উপর আমার কোন রাগ নেই; বরং ওকে আমার বেশ পছন্দই হয়েছে। দেখলে না?—ওর কথার উত্তর

আমি দিলাম না—পাছে আমার মন নরম হয়! ব্যক্তিগত সম্বন্ধ আমি এর মধ্যে আনতে চাইনে।

জ্যোৎস্না। সে আমি বুঝতে পারি বাবা!

রাজ্যেশ্বর। দেখ, তুমি বড় হয়েছ—লেখাপড়া শিখেছ; আমি তোমায় স্বাধীনতা দিয়েছি—স্বাতন্ত্র্য দিয়েছি! এখন তোমার কর্ত্তব্য কি —তোমায় স্থির ক'রতে হবে।

জ্যোৎস্না। না বাবা, আমি স্বাধীনতা চাইনে—আপনি আমায় আদেশ করুন!

রাজ্যেশ্বর। আদেশ আমি তোমাদের কোনদিন করিনি—আদেশ আজও ক'রবো না! তুমি যদি তোমার স্বামীর কাছে যেতে চাও— যেতে পার। আমি বাধা দেব না।

জ্যোৎস্না। তিনি তো আমায় যেতে বলেননি—আমি কেন যাব?

রাজ্যেশ্বর। সে নিজে যদি আসে?—যদি শ্রদ্ধা সম্ভ্রম দেখিয়ে তোমায় বাড়ী নিয়ে যেতে চায়?

জ্যোৎস্না। আপনি আমায় বলে দিন! ভালমন্দ আমি কি জানি বাবা?

রাজ্যেশ্বর। না—আমি কিছু বল্‌বো না। তোমায় কতবার বলেছি মা, প্রতি মানুষের জীবন স্বতন্ত্র—জীবনের সমস্যা স্বতন্ত্র! সম্পূর্ণ একক— নিঃসঙ্গ হয়ে নিজের জীবনের সমস্যা মানুষকে সমাধান ক'রতে হয়! তোমার জীবনের সমস্যার দিন সাম্‌নে—সেদিন আমি থাক্‌বো না! এখন থেকে তোমায় নিজে পথচলা অভ্যাস ক'র্‌তে হবে। আমি তোমায় কিছু দিন সময় দিচ্ছি—এরপর আমায় জানিও! এই কয়দিন তুমি চিন্তা কর—বিচার কর।

জ্যোৎস্না। তখন আমি যদি আপনার সঙ্গে একমত হ'তে না পারি?

রাজ্যেশ্বর। তুমি তোমার পথে চলবে—আমি আমার পথে চলবো। তাতে আমার দুঃখ হবে নিশ্চয়ই! কিন্তু মানুষের ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের চেয়ে তার স্বাধীন চিন্তাকে আমি বেশী মূল্যবান মনে করি। হ্যাঁ, স্বাধীন চিন্তার মূল্য নিশ্চয়ই বেশী! তুমি চিন্তা কর—আমার জন্যে ভেবনা! আমার কষ্ট একটু হবে,—তাতে কি? বৃহৎ সত্যের কাছে মানুষ কিছু-না—কিছু-না! ন মাতা ন পিতা ন বন্ধু ন ভ্রাতা!—এই হচ্ছে জীবন, বুঝলে মা?

[প্রস্থান।

[জ্যোৎস্না একা বসিয়া বসিয়া পিতার উপদেশই ভাবিতে লাগিল]

তৃতীয় দৃশ্য

চাঁপাপুকুর-গ্রাম—জমিদারবাবুর বাগানবাড়ীর বাহিরের ঘর—একজন বৈষ্ণব ভিখারীকে সঙ্গে লইয়া রণেনের প্রবেশ—সঙ্গে সঙ্গে সনাতনের প্রবেশ; কালীনাথ সেইখানে ছিল।

রণেন। সোনাদা—সোনাদা!

সোনা। কি গো খোকাবাবু!

রণেন। আমি আজই রাত্রের ট্রেণে কলকাতায় রওনা হচ্ছি। জিনিস-পত্রগুলো ঠিক ক'রে দিও—বিছানা সুটকেস। হ্যাঁ, দেখ—কালদা রইলো এখানে। কাজকর্ম্ম যা সব ছিল—মিটিয়ে এলাম (বৈষ্ণব ভিখারীকে লক্ষ্য করিয়া) গাও তো?—কি গাইছিলে; ভাল লাগছিল গানখানা।

গান

বিরহিনী কমলিনীর দারুণ অভিমান,
শুকালো মুখের হাসি—আঁখিদুটি ম্লান !
কুঞ্জ দুয়ারে গেলে কহে না সে কথা,
শ্যাম বঁধুয়ার আর সহেনাক ব্যথা !
একা কমলিনী রাই, বৃন্দা-বিশাখা নাই,
মানিনীর কথা ক'য়ে জুড়াবে শ্যামের প্রাণ ।
তাই বলি যাও শ্যাম ! ধর চরণে,
এখনি যাইবে রাধা পাণি ভরণে—
যমুনায় গেলে তার, দেখা মেলা হবে ভার,
যতই কদম্বতলে বাঁশরীতে তোল তান ।

রণেন। পঞ্চেই থেকে আমার মুখবন্ধ—এখনতো কাল্‌দা ! ঠাকুরমশায়, আজ তো আর সময় নেই—নইলে এর উত্তরটা শুনে যেতাম !

কালী। কেন হে—তাড়াতাড়ি কিসের ?

রণেন। রাত্রের ট্রেণে কলকাতায় রওনা হচ্ছি !

কালী। কেন ?—কি হ'লো এর ভিতর ?

বৈষ্ণব। উতোরটা শুন্‌বেন না বাবু ?

রণেন। তোমার শ্যামের তো মুখ বন্ধ—উত্তর দেবে কে ?

বৈষ্ণব। কেন বাবু ?—সখীরা দেবেন ! ললিতা, বৃন্দা, বিশাখা—রসের ভাঁড়ারীইতো সখী বাবু।

কালী। আচ্ছা আচ্ছা—তুমি গাও ঠাকুর ! ট্রেণ রাত সাড়ে সাতটায়, এখন সবে পাঁচটা।

রণেন। না কাল্‌দা—তোমার কাছেই অনেক দরকারী কথা আছে।

বাবাজী! তুমি বরং ঘণ্টাখানেক পরে একটু ঘুরে এস, কাজটা আগে হ'য়ে যাক্; এসব রসের কথা, মনটা বেশ শান্ত না থাক্‌লে—

বৈষ্ণব। আচ্ছা বাবু, একটু ঘুরেই আস্‌ছি।

[প্রস্থান।

কালী। দেখা হ'লো বৌমার সঙ্গে?

রণেন। হ'য়েছেও বটে—আবার হয়নিও বটে!

কালী। হেঁয়ালী রাখ ভাই, সাদা কথা বল।

রণেন। দেখা হ'লো—কথা কইলে না!

কালী। তুমি কি দানপত্রখানা হাতে তুলে দিলে?

রণেন। সাম্‌নে ধর্‌লাম—ফিরে দেখলে না!

কালী। ঝাঁটা মার, ঝাঁটা মার! তোমার মন পড়েছে তাই,—নইলে, তুমি যা খরচ ক'রতে চাইছ, তাতে তুমি চল কলকাতায়—আমি তোমায় লণ্ডন, প্যারি, নিউইয়ার্ক থেকে অর্ডার দিয়ে মেয়ে আনিয়ে বিয়ে দিয়ে দিচ্ছি!

রণেন। তুমি কি ভাব্‌ছ, আমি সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হ'য়ে এসব কচ্ছি?

কালী। তবে কিসের জন্যে কচ্ছ—শুনি? এত টাকার সম্পত্তি হাতে পেয়ে কেউ ছাড়ে?

রণেন। আমার ইচ্ছে—কারও উপর অবিচার না হয়!

কালী। অবিচার যা হবার—বহু আগেই হ'য়ে গেছে! আজকের সুবিচারে সে দিনের অবিচার তো ঢাকা পড়বে না?

রণেন। তবু—আমার কর্ত্তব্য!

কালী। আমি ওসব বুঝিনে ভাই, মেয়েটার উপর ঝোঁক পড়ে থাকে—বল? আমি আনার ব্যবস্থা করছি! জোর ক'রে আন্‌বো—রাজু বোস আমার সঙ্গে পারবে? এই তো, এখানে এসেই এক ঘণ্টার

মধ্যে সে দিন ভাব ক'রে ফেল্‌লাম ; আবার মাথায় লাঠি মার্‌তে বল, সটান গিয়ে মেরে আস্‌ছি। তুমি যে কোন কাজের না! সাত দিন ধরে একটা স্ত্রীলোককে বশ কর্‌তে পারলে না ভায়া? অথচ শুনি, সে তোমার স্ত্রী!

রণেন। বিয়ে তো হ'য়েছিল—

কালী। হ'য়েছিল তো, চুলের ঝুঁটি ধ'রে টেনে নিয়ে এস-না? আর না-হয়, তুমিই আগে বল—'নেই মাংতা'! তা'নইলে সে আগে বল্‌বে 'নেই মাংতা'—আর তুমি তাই সইবে? বুঝতে পারি না ভাই, কি রকম পুরুষ মানুষ তুমি!

রণেন। স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার করাই যে পুরুষেরা পুরুষত্ব ব'লে মনে ক'রে, আমি তাদের দলে নেই। যাক্, তোমায় দু'টো কাজের কথা ব'লে নেই—তুমি এখানকার কর্ত্তা। এ সম্পত্তি বোসেদের। ঠাকুর্দ্দার ইচ্ছা ছিল, এ সম্পত্তি আমার স্ত্রীকে দেওয়া হয়। আমি তাই দিয়েছি, কিন্তু ও নেয় নি!

কালী। বেশ তো! তোমার স্ত্রী যদি না নেয়, ও তালুকটার আয়ব্যয়ের হিসাবে ঠিক রেখে, কালেক্টরীর খাজনা দিয়ে যা থাকবে—আমি ব্যাঙ্কে জমা রেখে দেব। তারপর দু'পাঁচ বছর পরে তুমি যা হয় ক'রো।

রণেন। হ্যাঁ, আপাততঃ তাই ; তারপর ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যতে যা হয় হবে। আমি তাহ'লে উঠি।

কালী। এখনি উঠ্‌বে কি হে? রাত্রি সাড়ে সাতটায় গাড়ী—

রণেন। একবার ভট্টচায্যিপাড়ায় যেতে হবে। ওঁদের ওখানে একটা টিউবওয়েলের বন্দোবস্ত করা দরকার।

কালী। আমার উপর তো ভার দিলে—আবার তুমি নিজে টিউব-ওয়েলের কি ব্যবস্থা করবে ?

রণেন। তা বটে ! আচ্ছা, তাহোক্—এটা আমি নিজেই না হয় ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে যাই। হ্যাঁ, আর দেখ কাল্‌দা ! খাতেরআলি বল্‌ছিল—ওদের পাঠশালার চালা ঘরখানায় আর কুলুচ্ছে না ; তাই আমি মনে করেছি, ওগুলো ফেলে দিয়ে খানতিনেক কোঠা ঘর তুলে দেব—কি বল ?

কালী। ডিক্রী ডিস্‌মিস্‌ নিজে সেরে তারপর আমায় জিজ্ঞাসা করছো ! এতে কি রায় আমি দেব বল ?

রণেন। না না—ভার তোমার উপর। আমি শুধু কতকগুলো কাজ ঠিক ক'রে দিচ্ছি।

কালী। বেশ তো ভায়া, তোমার জিনিস—তুমি যা ইচ্ছে কর্‌বে, তাই হবে। তোমার গাঁয়েও—স্কুল, ডিস্‌পেন্সারী, লাইব্রেরী—এসবও তো দরকার ? ভদ্রলোকেরা আমায় বল্‌ছিলেন কাল।

রণেন। ওসব ঠিক হ'য়ে যাবে ; আমি ভাবছি—

কালী। বুঝেছি ভায়া, তুমি ভাবছ—কেন এসব ! কার জন্যে !

রণেন। না, তা নয় ; আমি ভাবছি—কি এমন অপরাধ করেছি, যার জন্যে আমার সঙ্গে কথা পর্য্যন্ত কইল না ? ঠাকুর্দ্দা মশাই যে অন্যায় করেছিলেন, তার প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে গেলাম—আমায় একবার বস্‌তে বল্‌লে না ! শুধু দলিলটা ফিরিয়ে দিয়ে বললে, আমি এসব জানিনে—যা বলতে হয় বাবাকে বলবেন।

কালী। রাজ্যেশ্বর বোস মেয়েটির মাথা একেবারে খেয়েছে ! নিজে আমার কাছে বলেছে, কোর্ট থেকে তোমাদের বিয়ে অসিদ্ধ প্রমাণ ক'রে মেয়ের আবার বিয়ে দেবে।

রণেন। তা না-হয় দেবে—আমি তো আর বউ আন্‌তে যাইনি! আমার সঙ্গে কথা কইলে, কি বস্‌তে বল্‌লে—দোষ হ'তো?

কালী। এ দিকে দিনরাত পুরুষ চরিয়ে বেড়াচ্ছেন!—ফের যদি তুমি ওদের নাম কর! আমি তিন দিনের ভিতর কল্‌কাতায় গিয়ে তোমার বিয়ে দিয়ে দিচ্ছি। এ আমি যদি না করি—

রণেন। তুমি থাম কাল্‌দা—বিয়ের আবশ্যক হ'লে আমি তোমায় বল্‌বো। ওই বুঝি সেই বৈষ্ণবঠাকুর আস্‌ছে। (নেপথ্যে গান ও খোলের বাদ্য)।

কালী। তুমি ভায়া, সবাইকে নাই দিয়ে একেবারে মাথায় তুলে দিয়েছ! জমিদার বাবুর খাস-কামরায় হুট্ বল্‌তে ফকির আসে, বৈষ্ণব আসে, প্রজা আসে—ব্যাটারা গেটের কাছে ধর্ণা দেবে না আড়াই ঘণ্টা ধ'রে!

রণেন। এস এস, ঠাকুর এস—গাও।

গান

রাই! কেন তুই ক'র্‌লি এমন দারুণ অভিমান,
কুঞ্জদ্বারে বারে বারে কেঁদে গেছে প্রাণকান!
তোর মান কি এত বড় হলো রাই—
সময় থাক্‌তে মানের গোড়ায় ঢেলে দেরে ছাই!
তোর মানের চেয়ে বঁধু বড় তাও কি জানা নাই?
শ্যামের মুখে নেইক হাসি, বাঁশীতে নেই তান—
ঢের হয়েছে, এইবেলা রাই; ভাসিয়ে দে তোর মান;
দুয়ারে দাঁড়ায়ে বঁধু, হাসিমুখে ডেকে আন্।

(সনাতনের প্রবেশ)

সোনা। খোকাবাবু!

রণেন। কি গা, সোনাদা?

সোনা। তিনি এসেছেন—আপনি একা একা এসেছেন!

রণেন। তিনি কে?

সোনা। মা-লক্ষ্মী—! বৈষ্ণব ঠাকুর, কালীবাবু—তোমরা একটু এখান থেকে সর; মাঠাকৃরুণ এখানেই আসবে—

কালী। আঃ মলো! কে তোর মাঠাকৃরুণ হলো যে, তার জন্যে এতখানি অভ্যর্থনা হচ্ছে?

সোনা। কালীবাবু যেন ন্যাকা—কিছুই বোঝে নি! আমার বৌমা গো—বৌমা!

কালী। তাই বল্‌না ব্যাটা! তা-না, শুধু শুধু 'তিনি' 'তিনি' ক'র্‌লে কি বুঝবো?

রণেন। ঠাকুর! এই নাও বক্‌শিস্‌। সোনাদা যাও—তাকে এইখানে ডেকে নিয়ে এস।

[বৈষ্ণব ঠাকুর ও সনাতনের প্রস্থান।

কালী। আমায় আবার কিসের লজ্জা? তুমি আমার বৌমাও বটে—ছোট বোন্‌ও বটে। তা বেশ হয়েছে—তোমার জিনিস, তুমি বু'ঝে প'ড়ে নেও সব!

[কালীনাথের প্রস্থান।

(সনাতন ও জ্যোৎস্নার প্রবেশ)

সোনা। এস মা এস—তোমার কাছে বুড়োর এই মিনতি মা-লক্ষ্মী!

দয়া ক'রে যখন নিজের ঘরকে এসেছ—আর ঘর ছেড়ে যেও নি। আমার এই ছন্নছড়া খোকাবাবুটিকে ঘরবাসী কর মা—ঘরবাসী কর!

[সনাতনের প্রস্থান।

রণেন। বস—দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

জ্যোৎস্না। আমি তখন আপনার সঙ্গে কোন কথা বলিনি; আপনি বোধ হয় আমার উপর রাগ করেছেন?

রণেন। না, রাগ করিনি—প্রাণে বড় দুঃখ পেয়েছিলাম; কিন্তু এখন আর কোন দুঃখই নেই—তুমি নিজে পায়ে হেঁটে আমার ঘরে এসেছ! সোনাদার মত তোমার কাছে আমার ঐ একই মিনতি—যখন এসেছ, আর চলে যেও না!

জ্যোৎস্না। আমার সব কথা আপনাকে ব'ল্‌তে এসেছি; না ব'ল্‌লে আমার তখনকার আচরণের কোন অর্থ আপনি বুঝতে পারবেন না। শুধু শুধু আমায় অপরাধী করবেন না—আমি আপনার বিচারে চির-অপরাধিনী হ'য়ে থাক্‌তে চাই না!

রণেন। আমায় 'আপনি' ব'ল্‌ছ কেন? 'আপনি' যে বড় দূরের সম্বোধন জ্যোৎস্না! কাছে এসেও দূরে থাক্‌তে চাও? কেন—আমি কি দোষ করেছি?—আমি তো তোমার স্বামী?

জ্যোৎস্না। আমি কি ক'রে তোমায় আমার প্রাণের কথা বোঝাবো! তুমি জান, অতি শিশুকালে আমাদের বিয়ে হয়; বিয়ে কি, স্বামী কি বস্তু,—তখন আমি কিছুই জানিনে!

রণেন। সেই তোমায় দেখেছিলাম ফুলশয্যার রাতে!—আমার আজও মনে আছে—তোমার গলার যুঁইয়ের মালার মতই তুমি পবিত্র, শুভ্র, সুন্দর! তারপর দেখ্‌লাম সেদিন বোটানিক্যাল গার্ডেনে। দেখে

চিন্‌তে পারিনি নিশ্চয় ! কিন্তু বারবার মনে হয়েছে, কাকে দেখ্‌লাম ?—কে এ আমার পূর্ব্বজন্মের অতি পরিচিত প্রিয়জন !

জ্যোৎস্না। আমার কথা শেষ করতে দাও। আমি এখানে বেশীক্ষণ থাক্‌তে পারবো না।

রণেন। তুমি চ'লে যাবে !

জ্যোৎস্না। আমায় যেতে হবে। চোদ্দ বছর তুমি তো আমার কোন খোঁজ করনি ?

রণেন। আমি খোঁজ করেছি—কিন্তু তোমাদের কোন সন্ধান পাই নি।

জ্যোৎস্না। এই চোদ্দ বছর আমি বাপ-মার কাছে ছিলাম। শেষের সাত বছর বাবা একাই ছিলেন। মায়ের মত ক'রে বাবা আমায় মানুষ করেছেন।

রণেন। সে বোঝা কঠিন নয় জ্যোৎস্না !

জ্যোৎস্না। বাবার কাছে আমি শুধু মেয়ে নই—তাঁর জ্যেষ্ঠ সন্তান, একমাত্র বন্ধু। তিনি কখনো কারো সঙ্গে মেশেন না। যা কিছু তাঁর পরামর্শ, আলোচনা—সবই আমার সঙ্গে। নিজে আমায় লেখাপড়া শিখিয়েছেন।

রণেন। তুমি কি বল্‌তে চাও—বল ?

জ্যোৎস্না। বল্‌ছি—তুমি মন দিয়ে শোন। যেদিন তুমি এখানে এস—তোমায় আমায় প্রথম দেখা হলো, বাবা আমায় বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে সব কথা বল্‌লেন।

রণেন। শুধু যা ঘটেছিল—তাই বললেন ?

জ্যোৎস্না। না, আরও বললেন—স্বামীর সঙ্গে আমার মিলনে বাধা কোথায় ?

রণেন। হ্যাঁ—আমিও শুনেছি। প্রথম কাল্‌দার মুখে; তারপর সন্ধান ক'রে আরও জেনেছি! আমি তো ঠাকুর্দ্দার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছি। তিনিও মৃত্যুকালে তাঁর অন্যায় বুঝেছিলেন। যে জমি নিয়ে তাঁদের বিবাদ আরম্ভ—সে জমি এবং তার সঙ্গে আমার এই গ্রামের সমস্ত সম্পত্তি আমি তোমায় দান ক'রেছি। তোমায় দানের অধিকার আমার আছে। তুমি ইচ্ছা ক'র্‌লে এ সম্পত্তি নিজে নিতে পার—তোমার বাবাকেও দিতে পার।

জ্যোৎস্না। আমার সব কথা এখনও তোমায় বলা হয় নি।

রণেন। তোমার বাবা কি কোন যুক্তিই শুন্‌বেন না?

জ্যোৎস্না। না; তাঁর মুখে ওই এক কথা—দত্ত-চৌধুরীদের সঙ্গে বোসেদের কোন সম্পর্ক নেই, থাক্‌তে পারে না! আমাদের বাড়ীতে তুমি গিয়েছিলে; কিন্তু আমার ইচ্ছা নয়, তুমি ও বাড়ীতে যাও। বাবা জানতে পারলে তোমায় অপমান করতে পারেন!

রণেন। তাই তুমি আমার সঙ্গে ভাল করে কথা কইলে না?

জ্যোৎস্না। তুমি কেন গিয়েছিলে সেখানে? যেখানে তোমার আদর নেই, অভ্যর্থনা নেই—সেখানে কেন যাও? যদি আমার জন্য গিয়ে থাক, আমি তোমার পায়ে ধরে ব'ল্‌ছি—আর যেওনা সেখানে কোনোদিন!

রণেন। তুমি যদি আমার কাছে থাক, আমি কেন যাব জ্যোৎস্না? তুমি তো জান, আমি শুধু তোমার জন্য গিয়েছি—তোমায় আমি চাই। তুমি সে দলিলখানা তোমার বাবাকে দেখিয়েছিলে?

জ্যোৎস্না। তিনি দেখেন্‌নি—ছিঁড়ে ফেলে দিলেন। তারপর আগুন দিয়ে সেই ছেঁড়া টুক্‌রোগুলো পুড়িয়ে ফেললেন!

রণেন। এত রাগ আমার উপর!

জ্যোৎস্না। আমি তখন তোমার সঙ্গে কথা কইনি। এখন শুধু এই

কথাটি ব'ল্‌তে এসেছি, আমায় তুমি ক্ষমা কর—আমায় তুমি ভুল বুঝো না !

রণেন। আমি যদি তোমায় আমার বাড়ীতে নিয়ে যাই—আমার সঙ্গে তুমি যাবে না জ্যোৎস্না ?

জ্যোৎস্না। আমি তোমায় এতদিন দেখিনি—তবু, এতদিন তোমার কথাই ভেবেছি। আমার মা সতী, ঠাকুরমা সতী, দিদিমা সতী—জ্ঞানে অজ্ঞানে তোমারই কথা আমি ভেবেছি। স্বামী আমার কাছে ব্যক্তি নয় —ভাব ! আজ তোমার বিশিষ্ট রূপ দেখেছি—মূর্ত্তি দেখেছি। সাংসারিক জীবনে যদি তোমায় আমায় আর কখনো দেখা না হয়, তবু আমি চিরদিন তোমারই !

রণেন। কিন্তু আমি তো তোমার মত ভাবরাজ্যের মানুষ নই জ্যোৎস্না ? আমি সংসারের সাধারণ লোক—আমি সংসার ক'র্‌তে চাই ! আমার এই বিশাল জমিদারী, তুমিই বলেছ—ছন্নছাড়া হয়ে প'ড়ে আছে। কার অভাবে আমার এই দশা ? এতদিন তুমি ছিলে না—আজ তোমায় এত কাছে পেয়েও, তোমায় ধ'র্‌তে পারবো না জ্যোৎস্না !

জ্যোৎস্না। আমায় তুমি ক্ষমা কর ! যদি কোন দিন বাবাকে শান্ত কর্‌তে পারি, আমি আপনি তোমার কাছে আস্‌বো—আমার একটি কথাও মিথ্যে না !

রণেন। আচ্ছা—তুমি যাও ! বুঝ্‌লাম, সংসারে আমি একা ! একটু আশা হয়েছিল তোমায় দেখে—ভেবেছিলাম, তুমি আমায় ছাড়তে পারবে না ; কিন্তু তুমি তো মানুষ ভালবাস না জ্যোৎস্না, তুমি ভালবাস ধর্ম্ম ! একদিন হয়তো বুঝবে—কিন্তু সেদিন মানুষ কোথায় থাক্‌বে—কে জানে ?—সোনাদা !

(সনাতনের প্রবেশ)

সোনা। কি দাদাবাবু!

রণেন। এঁকে দিয়ে এস—এঁদের বাড়ীতে।

সোনা। সে কি মা-লক্ষ্মী! তুমি চলে যাবে? আমি ভেবেছিলাম, দাদাবাবুর সঙ্গে তুমি কলকেতার বাড়ীতে যাচ্ছ।

রণেন। সোনাদা! তোমার দাদাবাবুর জন্যে তুমি একাই যা আঁকুপাঁকু ক'রে মর—সংসারে আর কেউ তার কথা ভাবে না!

সোনা। না, ভাবে নি! তুমি সব বুঝ কিনা?

রণেন। যাও—যাও, সোনাদা—আর দেরী করো না বেশী! সন্ধ্যে হয়ে গেল—ওঁকে বাড়ী রেখে এস।

সোনা। আমার দাদাবাবুর উপর রাগ করনি ত বৌমা?

জ্যোৎস্না। আমি কি রাগ করতে পারি সোনাদা! তুমি মাঝে মাঝে আমার কাছে যেও সোনাদা!

সোনা। যাব বৈকি মা-লক্ষ্মী!—মার ঘরে ছেলে যাবে নি?—

রণেন। জ্যোৎস্না! তুমি এমনি করে আমার জীবনের সব আলো নিভিয়ে দেবে!

জ্যোৎস্না। আমায় ক্ষমা কর—তুমি আবার বিয়ে ক'রে সুখী হয়ো! ভগবান যদি কখনো দিন দেন—আমি ফিরে আসবো। (মাটিতে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিল)।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বাগবাজারের গলীর মধ্যে বস্তীর বাড়ী। ভিতরে একটী সুন্দরী তরুণী—যেন কাহার প্রতীক্ষায়! অনতিদূরে একখানি বৃহৎ ত্রিতল-বাটী। ত্রিতল-বাটীর জানালা হইতে কালীনাথ দু'চার বার উঁকি মারিয়া বধুটীকে দেখিল—ঘোমটা দিয়া বধূ মুখ ঘুরাইল। তারপর কে দরজায় টোকা মারিল। তরুণী অতি সন্তর্পনে দরজা খুলিল—তরুণীর নাম "তরলা"।

তরলা। কেরে?—কুড়ুনী?

কুড়ুনী। হ্যাঁ বৌদি—আমি? দোর খোল—কথা আছে।

তরলা। (দরজা খুলিল) কি কথা?—

কুড়ুনী। বাবু আবার তোমায় চিঠি দিয়েছেন—এই নাও!

তরলা। তুই বলিস্ নি—আমি চিঠি ছিঁড়ে ফেলেছি?

কুড়ুনী। বলনু তো! তা শুন্‌লো কই? আমায় খাবার কিনে দিলে, চারটে পয়সা দিলে—এই দেখনা? এক, দুই, তিন, চার—তুমি যদি একখানি চিঠি নেক বৌদি! বাবু ব'লেছে—একটি সিকি দেবে; নিক্‌বে চিঠি?

তরলা। হ্যাঁ—লিখবো বৈকি? যা—দূর হ, বেরো মুখপুড়ি! এই বয়েস থেকে এই সব কাজ শিখছ?—পাজী মেয়ে কোথাকার!

কুড়ুনী। আমায় ডেকে পয়সা দিলে আমি বুঝি নেব না—বারে মজা?

তরলা। চুপ্ কর্ সর্ব্বনাশী—চেঁচাস্‌নে অমন ক'রে! হ্যাঁরে, তোকে কি জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে?

কুড়ুনী। জিজ্ঞাসা করলো—পত্তর পড়েছিলে কিনা?

তরলা। তুই কি বল্‌লি?

কুড়ুনী। আমি বললাম—হুঁ? পত্তর পড়ে একবার ফিক্ করে একটু হাস্‌লো, তারপর চোখমুখ লাল ক'রে আমার দিকে চেয়ে বল্লে 'খবরদার'! আর চিঠিখানা কুটি কুটি ক'রে ছিঁড়ে ফেল্‌লে।

তরলা। ফিক্ ক'রে হেসেছিল বল্লি কেন? আমি তো হাসিনি!

কুড়ুনী। না—হাসনি আবার? আমি যেন আর হাসি চিন্‌তে পারি নে! হাসলে ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে—আবার বলে হাসনি! এই রকম—এখন যেমন হাসছো।

তরলা। হ্যাঁরে! কালীবাবু ছাড়া আর সেখানে কেউ ছিল?

কুড়ুনী। হুঁ; না না—কেউ ছিল না! তবে কালীবাবু আমায় বলে দিয়েছিলেন—রাজাবাবু ছিল বলিস্। তোমার পায়ে পড়ি বৌদি! চিঠি লিখে রাখো, আমি সন্ধ্যের পর এসে নিয়ে যাব। তুমি যদি রোজ একখানা ক'রে চিঠি দাও, আমি রোজ একটা ক'রে সিকি পাই। একমাস পরে আমার কত সিকি হবে—আমি মাক্‌ড়ী আর হার গড়াব!

তরলা। তুই বেরো—শতেকখোয়ারি!

কুড়ুনী। তা তুমি আমায় যত পার—গালাগাল দিয়ো; কিন্তু সন্ধ্যের পর এসে চিঠি যেন পাই?—আমার মাথা খাও বৌদি, আমার মরা মুখ দেখ!

তরলা। তোমার ভারি আস্কারা হয়েছে!

কুড়ুনী। সন্ধ্যের পর যখন তোমার বর বাড়ী থাকে না—আর তুমি জানালার ধারে বসে হাওয়া খাও!

(সারদা প্রবেশ করিল)

সারদা। কে গা—বৌমা? বৌমানুষ সদর দরজায় দাঁড়িয়ে আবার কার সঙ্গে কথা এতক্ষণ ধরে!

তরলা। দেখে যাওনা নিজের চোখে—কার সঙ্গে কথা কইছি?

সারদা। ও; তাইতো বলছি বাছা! তুমি সোমত্ত-বৌ, রাস্তা দিয়ে দিনরাত লোকজন যায়—ভালমন্দ মানুষ তো আছে?

তরলা। আছে—তা জানি! আমি যদি দিনরাত তোমার ওই অন্ধকূপে না থাকতে পারি?—গায়ে একটু বাতাস লাগালে আর মহাভারত অশুদ্ধ হবে না!

সারদা। তা কাজগুলো সেরে গায়ে বাতাস লাগালে তো পারতে? বেলা তিন্‌টে বেজে গেল—কলে জল এসেছে; এক ডাঁই এঁটো বাসন রান্নাঘরের চারিধারে থৈ থৈ ক'রছে! এখন কি গায়ে বাতাস লাগাবার সময় বৌমা?

তরলা। আমি তো ব'লেছি, ঝি-চাকরের কাজ আমি পারবো না। আমার দ্বারা ওসব হবে না!

সারদা। ওসব হবে না তো—কি হবে শুনি?—চুল এলো করে, কেদারার উপর এলিয়ে পড়ে নভেল-নাটক পড়া?—এ বাড়ীতে ওসব বেহায়াপনা চল্‌বে না—তা তোমায় বলে দিচ্ছি বাপু! আমার কাছে স্পষ্ট কথা!

তরলা। উঃ—'কেদারায় এলিয়ে'! চারিদিকে চেয়ার-কেদারা সব ঝল্ ঝল্ ক'রছে কিনা?—

সারদা। ছেলে বাড়ী আসুক, তাকে বলি—তোমার সোহাগের বিবি-বৌ শুয়ে বই পড়বেন, এক ডজন চেয়ার-কেদারা এনে দাও মাথায়

মোট ক'রে! ওরে আবাগী! ছোঁড়াছুটোর মুখের দিকে একটু চেয়ে দেখিস্?—তারা যে খেটে খেটে মুখ দিয়ে রক্ত তুলছে?

তরলা। তা দরকার কি সংসার ক'রবার? আমি তো কতদিন বলেছি—হয় ঝি-চাকর রাখ, না-হয় আমায় বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও! স্ত্রীকে খেতে দেবার ক্ষমতা যার নেই—সে বিয়ে ক'রতে যায় কেন?

সারদা। খেতে পুরতে দেবার ক্ষেমতা ছিল, তুমি অলক্ষী আস্‌তে —তোমার দৃষ্টিতে সব উড়েপুড়ে গেল যে মা-লক্ষী!

তরলা। হ্যাঁ—উড়েপুড়ে গেল বৈকি! আ-হাহা! বিয়ের বৌ এসে দেখে গেছে হাতীশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া, লোক-লস্কর অতিথি-কুটুম, নাচগান, বাজীবাজনা, বাঁধা রোসনাই—তারপর্ যেই বৌ এসে পাল্কী থেকে নেমে চারিদিকে চেয়ে দেখলো—আর হুস্ করে সব উড়ে গেল! বুড়ো মাগীর মুখে একটু আটকালো না?

সারদা। না—আটকালো না! চুপ্ কর্ হারামজাদী! যত বড় মুখ না—ততবড় কথা! ছোট মুখে বড় কথা—গায়ে যেন বিষ ঢেলে দেয়!

তরলা। হারামজাদী ব'ললে যে বড়!—হারামজাদী কথার মানে জান?—

সারদা। না—জানিনে! বিদ্বান বৌয়ের কাছে শিখবো এবার!

তরলা। খবরদার ব'লছি, ও রকম ছোটলোকের গালাগাল আমায় দিতে পারবে না! এবার কিছু বল্লাম না—কিন্তু আর যদি কখনো শুনি?—

সারদা। কি করবি—তুই আমার?

তরলা। জান, আমার গায়ে জোর আছে?—আমি ইস্কুলে লাঠিখেলা, সড়কিখেলা, তলোয়ার-খেলা শিখেছি?

সারদা। শিখেছ তো আমার মাথা কিনেছ আর কি ?

তরলা। তোমায় আমি সাবধান ক'রে দিচ্ছি—আগে থেকে! ফের ওরকম চাষাড়ে গালাগাল দিয়েছ কি—আমি ও শাশুড়ী-টাশুড়ী ব'লে মানবো না! জানতো, আমার কাছে ধারালো ছুরি আছে?—তোমায় কেটে কুচি কুচি ক'রে ফেলবো! তোমার কোন ছেলে তোমায় রক্ষে ক'র্ত্তে পারবে না—সবার চেয়ে আমার গায়ে জোর বেশী!

(মন্মথ প্রবেশ করিল)

মন্মথ। কি—কি হ'য়েছে কি? শাশুড়ী-বৌয়ের ঝগড়া শুনতে যে রাস্তায় লোক জমা হ'য়েছে!

তরলা। হ'য়েছে নাকি? তাহ'লে তাদের ডেকে এনে একটু মিষ্টিমুখ করিয়ে দাও না?

সারদা। ওই শোন—বাবা শোন! আড়ালে দাঁড়িয়ে কিছু শুনেছিলে তো? এইবার মুখের উপোর চোপাটা একবার শোন?—উঃ, বাবা—বৌয়ের মুখে এই সব কথা! তুমি এর প্রতিবিধান কর বাবা?—নইলে এ বাড়ীতে আমি এক ফোঁটা জল—(ক্রন্দন)

মন্মথ। মা, তুমি চুপ কর। (তরলার প্রতি) কি ব'লেছিলে মাকে?

তরলা। যা বলেছি—শুনেছ তো! আবার আমায় জিজ্ঞাসা করা কেন?—

মন্মথ। মাকে তুমি কুচি কুচি ক'রে কাটবে ব'লেছিলে?

তরলা। ব'ললেই বুঝি অমনি কুচি কুচি ক'রে কাটা হলো!

মন্মথ। কেন ব'লেছিলে?

তরলা। তার আগে উনি কি ব'লেছিলেন, সেটা একবার জিজ্ঞাসা ক'রে দেখনা?

মন্মথ। উনি যাই বলুন—উনি আমার মা!

তরলা। তোমার মা—আমার তো মা না?

মন্মথ। তোমারও মা—তোমার শাশুড়ী।

তরলা। শাশুড়ীর মত থাকেন তো শাশুড়ী! নইলে আবার—কিসের শাশুড়ী? শাশুড়ী ব'সে ব'সে আমার বাপ-মা তু'লবেন, আর আমি সেই শাশুড়ীর পা-ধোয়া জল খাব?—আমি তা পারবোনা! (প্রস্থানোদ্যত)।

মন্মথ। যেওনা—শোন!

তরলা। কি?

মন্মথ। মায়ের পা ধরে ক্ষমা চাও—পা ধর!

[তরলা নীরবে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল]

মন্মথ। ধর—শীগ্‌গির পায়ে ধর! গোঁ হয়ে দাঁড়িয়ে থেক না—সময় আমার খুব বেশী নেই; এখুনি বেরুতে হবে। তারপর ক্ষমা চাওয়া হ'লে সাত হাত মেপে নাকখৎ দেবে!

তরলা। আমি পারবো না!

মন্মথ। পারবে না? তোমার ঘাড় যে সেই পারবে! শোন—মা বুড়ো হ'য়েছেন, কাজকর্ম্ম সব পেরে ওঠেন না—তাঁর সেবা ক'রবার লোক নেই। আমাদের দু'ভাইকে খেটে খেতে হয়,—দিনরাত কাছে থাকতে পারিনে; তাই তোমায় বিয়ে ক'রেছিলাম। ঠাকুরচাকর রাখতে খরচ পড়ে। বিয়ে ক'রলে বিনি পয়সায়, শুধু পেটভাতায়—রাঁধুনী-চাকরাণী দুইই পাওয়া যায়!

তরলা। ও—তাই বিয়ে ক'রেছ আমায়?

মন্মথ। নিশ্চয়ই! নইলে তোমার কি ধারণা—কাঁচের শো-কেসে

রেখে পাঁচজনকে সুন্দরী স্ত্রী দেখাবার জন্য তোমায় বিয়ে ক'রেছি? তুমি আমার মায়ের দাসী—দস্তুর মত দাসী! Slave tradeএর সময় হ'লে তোমাকে কিন্‌তে হ'তো নগদ পয়সা খরচ ক'রে;—নাও পায়ে ধর!

সারদা। থাক্ থাক্ বাছা—আর পায়ে ধ'রতে হবে না।

মন্মথ। তুমি কোন কথা ক'য়োনা মা! ও আগে পায়ে ধ'রবে—তারপর অন্য কথা!

তরলা। তুমি জোর ক'রে আমায় শাশুড়ীভক্ত বৌ ক'রে তুলবে নাকি?

মন্মথ। হ্যাঁ—নিশ্চয়ই! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তর্ক ক'রনা ওরকম!

তরলা। আমি পারবো না! অ্যাঁঃ—ভারি আমার স্বামী কিনা? বলে—ভাত দেবার কেউ নয়, নাক কাট্‌বার গোঁসাই! (গমনোদ্যত)

মন্মথ। তুমি যেতে পাবে না! (হাত ধরিয়া) আমি যা ব'লছি—তাই তোমায় ক'রতে হবে!

তরলা। কি—মারবে নাকি?

মন্মথ। নিশ্চয়ই! আমার হাতেই তোমার মৃত্যু!

তরলা। তোমার হাতে? তুমি জান, আমি জিজুৎষুর প্যাঁচ জানি? আমার সঙ্গে তুমি পারবে?—হাত ছেড়ে দাও। এখনো স্বামী গুরুলোক ব'লে কিছু ব'লছি নে!

মন্মথ। আমায় রাগিয়ো না তরলা!—এইবেলা আমি যা ব'ল্লাম, তাই কর; নইলে ভাল হবে না ব'লছি!

তরলা। ভাল হোক্ আর নাই হোক্, আমি যা পারবো না ব'লেছি—কার সাধ্যি, সে কাজ আমায় দিয়ে করায়?

মন্মথ। আচ্ছা—র'সো! (তরলা প্যাঁচ করিল, মন্মথ সাম্‌লাইল)।

সারদা। ওরে বাপরে—কি দস্যি বৌরে বাবা!

মন্মথ। আজ তোমারই একদিন—কি আমারই একদিন! এই যে?

(উঠানের কোণ হইতে একটী বাঁশ তুলিয়া লইল)

সারদা। ওরে মন্মথ—থাম্ থাম্ বাবা!

মন্মথ। তুমি সরে যাও মা—ওকে আমি আজ যমের বাড়ী পাঠাব!

তরলা। (ত্রিতল বাটীর দিকে চাহিয়া) ও মশাই—শুন্‌ছেন? আপনারা সাক্ষী, আমার স্বামী আজ আমায় যমের বাড়ী পাঠাবেন। আমি যদি যমের বাড়ী যাই, আপনারা ওঁর শ্রীঘরের ব্যবস্থা ক'রবেন।

মন্মথ। আবার পাড়ার লোক ডেকে জড়ো ক'চ্ছো সর্ব্বনাশী।

তরলা। না?—তুমি লাঠি দিয়ে ঠেঙ্গাবে আর আমি চুপটী ক'রে সয়ে থাক্‌বো? (শাশুড়ীর পিছনে লুকাইয়া) মারনা?—আগে মাতৃ-হ'ত্যা ক'রতে হবে—তারপর লাঠি আমার মাথায় প'ড়বে!

মন্মথ। মা—তুমি সরে যাও!

(কালীনাথ প্রবেশ করিল)

কালী। কি—কি?—ব্যাপার কি আপনাদের? ছিঃ ছিঃ! কি ক'রছেন মশাই? লাঠি রেখে দিন।

মন্মথ। আমি আপনাদের ডাকিনি!

কালী। আপনি ডাকেন নি—কিন্তু আপনার স্ত্রী ডেকেছেন। লাঠি রেখে দিন। এস ভায়া—ভিতরে এস!

(রণেন্দ্র প্রবেশ করিল)

রণেন। থাক্—থাক্, আমি এর মধ্যে আসবো না; তুমিই এঁদের বিবাদ মীমাংসা ক'রে দাও কালুদা!

মন্মথ। আমার ঘরের বিবাদ—মীমাংসা ক'রতে হয়, আমিই

ক'রবো ; আপনারা কেন উপরপড়া হ'য়ে এখানে এসেছেন ? চলে যান —এখান থেকে !

কালী। শুন্‌ছো—রণেন ?

রণেন। আপনাদের বাড়ীতে এরকম ঝগড়া রোজ দুবেলা হয়ে থাকে —আমি ঘরে ব'সে ব'সে দেখি। ভদ্রলোকের পাড়ায় এটা কি ভাল ?

তরলা। আপনারা এসেছেন—বেশ ক'রেছেন ! এ বাড়ীতে ওঁর যা অধিকার, আমারও তাই,—আমি ব'লছি, আপনারা থাকুন। আপনারা আমায় রক্ষা না ক'রেন তো একজন নারী হত্যা হবে !

কালী। এ কথা শোনার পর আমরা চুপ ক'রে থাকৃতে পারিনে ! আমাদের কর্ত্তব্য আছে তো ?

মন্মথ। আপনারা বড়লোক আছেন—আপনারাই আছেন ! পাশের বাড়ীতে বড়লোক আছে ব'লে কেউ আর বৌশাসন ক'রবে না ?

রণেন। এস কাল্‌দা—এদের সঙ্গে তর্ক করা মিছে !

(তরলা রণেন্দ্রকে আসিয়া প্রণাম করিল)

একি ! আপনি আমাকে প্রণাম ক'রবেন না—প্রণাম ক'রবেন না !

তরলা। আপনি আমায় চিন্‌তে পারলেন না ?

রণেন। কে ! তরলা—তুমি ?

তরলা। হ্যাঁ—আমি ?

রণেন। তুমি এখানে ?

তরলা। এই তো আমার শ্বশুরবাড়ী। এই তো সাম্‌নে আমার পূজনীয়া শাশুড়ী ! আর পাশে দাঁড়িয়ে—এই মহাবীর, ইনি হচ্ছেন আমার পতি—পরমগুরু !

রণেন। হুগলী জেলার কোন্ পাড়াগাঁয় তোমার বিয়ে হ'য়েছিল, শুনেছিলাম যে !

তরলা। হ্যাঁ—আমার শ্বশুরবাড়ী সেইখানেই। স্বামী কলকাতায় বাসা ক'রেছেন।

কালী। তোমাদের জানা-শোনা আছে নাকি ?

তরলা। ওঁদের বাড়ী আমি যেতাম যে! কাকীমা কেমন আছেন ? আপনারা এবাড়ীতে আছেন নাকি ?

রণেন। না—এবাড়ী আমি নতুন কিনেছি। আগের বাড়ী ছিল ভাড়াটে বাড়ী। মা বছর তিনেক মারা গেছেন!

তরলা। মারা গেছেন ?—আহা, আমায় বড় ভালবাস্‌তেন! (মন্মথর প্রতি) একটু ভদ্রতাও জান না ? ভদ্রলোকেরা দাঁড়িয়ে আছেন এতক্ষণ ধরে—একটু বস্‌তে-ব'লতেও জান না ?

মন্মথ। হ্যাঁ—তা আপনারা ব'সলে পারতেন ?

রণেন। থাক্—আর দরকার নেই!

মন্মথ। না না—সেকি হয় ? আমি মাদুর আনছি।

রণেন। আপনার এখানে জায়গাও তো খুব বেশী নেই! তা দেখুন মশায়—হ্যাঁ, আপনার নাম ?

মন্মথ। শ্রীমন্মথ নাথ ঘোষ।

রণেন। দেখুন মন্মথবাবু ?—স্বামীস্ত্রীতে কি শাশুড়ী-বৌতে ঝগড়া যতই না হয়, ততই ভাল!

মন্মথ। আজ্ঞে হ্যাঁ—তাতো বটেই!

রণেন। তা কি জন্ম ঝগড়া হয় ?

মন্মথ। কথাটা কি জানেন ?—আমার স্ত্রী, উনি আপনার সঙ্গে এখন যে রকম মিষ্টিমিষ্টি কথা কইছেন, সবার সঙ্গে ঠিক্ ওরকম কথা ক'ন না,—অর্থাৎ (সারদার প্রতি) মা! তুমি সরে যাও।

[সারদার প্রস্থান]

রণেন। 'অর্থাৎ' কি ?

মন্মথ। আপনারাই ওর মাথাটী খেয়ে দিয়েছেন! বড়লোকের সঙ্গে মিশে চালটা বেশ একটু হ'য়ে গেছে লম্বা!—এদিকে আমার অবস্থা মশাই, হাতে মাখ্‌তে মুখে কুলোয় না! তার উপর মায়ের যে মুখদোষ একেবারে নেই—তা বলিনে! আমিও একটু বীর-ভাবাপন্ন, উনিও একটু বীরাঙ্গনা!—এই পাঁচটা মিশলে জিনিসটা এইরকম দাঁড়ায়।

কালী। যাই হোক্ মশায়! দিনকাল খারাপ—আপনার মাকে একটু সাবধান ক'রে দেবেন; আর তো সেকাল নেই? এখন আর সেকালকার মত বৌশাসন করা চলে না!

তরলা। এই সোজা কথাটা ওঁরা আদৌ বোঝেন না! ওঁর মাও না—উনিও না। উনি এখন যেমন বেশ গুছিয়েগাছিয়ে কথাগুলি ব'লছেন—সদাসর্ব্বদা ওরকম কথা কন না; তারপর স্বভাবটী যেমন গোঁয়ার—কণ্ঠস্বরও তেমনি কর্কশ! আমি আবার ইংরিজি ইস্কুলে পড়েছিলাম কিনা?—'পতি পরম গুরু' বিশ্বাস করিনে!

রণেন। তুমি বড় দুষ্টু তরলা।

তরলা। এখন তো ওকথা ব'লবেনই।

রণেন। যাক্ যাক্; মন্মথবাবু! আপনি তরলার সঙ্গে একটু ভাল ব্যবহার করবেন—ও আমার ছোট বোন! মা ওকে বড়ই ভালবাস্‌তেন।

মন্মথ। তাহ'লে আপনি তো আমার বড়কুটুম্ব হ'লেন দেখছি! তাহ'লে একটু জলখাবার ব্যবস্থা?

রণেন। থাক্ থাক্—আপনি ব্যস্ত হবেন না! জলখাবার আর একদিন হবে।

কালী। গরীবের ঘর ব'লছেন—যদি দরকার হয় বিশপঞ্চাশ টাকা,

বাবুতো পাশেই রইলেন, একবার একটা কাকপক্ষীর মুখে খবরটা দিলেই —বুঝলেন কিনা ?—

রণেন। আপনি কিছু মনে ক'রবেন না মন্মথবাবু! তরলা, তোমার বিয়েতে যৌতুক কিছু দেওয়া হয়নি—মা বেঁচে থাক্‌লে নিশ্চয় দিতেন! এইখানা ফিরিয়ে দিলে আমি বড্ডই রাগ ক'রবো (তরলার হাতে একশ' টাকার নোট দিলেন)—এস কালুদা।

মন্মথ। একি! চলে যাচ্ছেন যে ?

রণেন। আজ বড় দরকার আছে। আর একদিন আসবো—নমস্কার!

[কালীনাথ ও রণেন্দ্রের প্রস্থান।

মন্মথ। দেখি, কি দিল ?—একশ' টাকার নোট!

তরলা। হবে ?—

মন্মথ। ও তোমার কে হয় ?—

তরলা। উনি মেয়েদের স্পোর্টিং ক্লাবের সেক্রেটারী ছিলেন। আমি সেই ক্লাবে খেলা শিখতাম।

মন্মথ। ঘনিষ্ঠতা হ'লো কি ক'রে ?

তরলা। এমন তো মানুষে মানুষে হয়—আমাদেরও হ'য়েছিল।

মন্মথ। তুমি ওদের বাড়ীতে যেতে ?

তরলা। যেতাম—নইলে আর ওঁর মায়ের সঙ্গে আলাপ হবে কি করে ?

মন্মথ। ওরা খুব বড়লোক ?

তরলা। রাজা বললেই হয়।

(সারদার প্রবেশ)

সারদা। তা আগে ব'লতে হয় বৌমা ? বাড়ীর পাশে তোমার এমন আত্মজন থাকে—আর আমি আবাগী তোমাকে দিয়ে ঝি-চাকরের কাজ

রাই ? বাসন তোমার মাজতে হবে না বাপু !—আমি এখনই লোক জোগাড় কচ্ছি !

তরলা। না—বাসন আমিই মাজবো। (মন্মথর প্রতি) তুমি যাও, এ টাকা ফিরিয়ে দিয়ে এস। এ টাকা তুমি আমায় নিতে দিয়োনা !

সারদা। এসব তোমার কি পাগলামি বৌমা ? দাদা হয়, আদর ক'রে দিলে—আর তুমি ফিরিয়ে দেবে ?

তরলা। তোমরা শুধু নিতেই শিখেছ ! কিছু নিলে যে কিছু দিতে য়, তা তো জানোনা !

সারদা। তুমি মিছে রাগ কচ্ছ বৌমা ! আমি জানি, আসাযাওয়া দওয়ানেওয়ায়—মানুষের কুটুম্বিতে। মন্মথ ! তুই কালই বাবু দুটোকে এখানে খাবার নেমন্তন্ন ক'রে আয়। আজকের দিনে বোন ব'লে কে াবর করে—বল দেখি ? নিজের বোনকেই লোকে বড় দেখে—আর এতো াতান বোন।

তরলা। কি ক'রবে—রাখবে টাকা ? বল, এখনও ফিরিয়ে দেবার উপায় আছে। শুধু টাকা ফিরিয়ে দিলে হবে না, তোমায় এপাড়া থেকে উঠে যেতে হবে ;—রাজী আছ ?

সারদা। না—এ মেয়েটার মাথা খারাপ !

[সারদার প্রস্থান।

মন্মথ। টাকা আমি ফিরিয়ে দিতে পারি তরলা ! আমি গরীব—লাভী নই ! কিন্তু আমি মানুষ চিনি। যে তোমায় টাকা দিয়েছে, অতি াদা মনে দিয়েছে। তোমার মনে কু থাকতে পারে, ওর মনে নেই। ওকে আমি অপমান ক'রতে চাইনে। যাক্ ; আজ বাসন মাজবার কে হবে ?

তরলা। আমি মাজ্‌ছি। তুমি যাও—কাপড়-চোপড় ছাড়গে !

[মন্মথর প্রস্থান।

তরলা ত্রিতল-বাটীর দিকে চাহিয়া দেখিল—কালীনাথ হাসিতেছে ;
*কি মনে করিয়া সে একগলা ঘোমটা টানিয়া দিল ; সেই
সময় তারক বাড়ী ঢুকিল।*

তারক। কে গা! কাদের বৌ ?

তরলা। ঘোষেদের নতুন বৌ গো !

তারক। এ আবার কি রঙ্গ বৌদি ? এই এতদিন আছ, কখনো তো মুখপদ্মে ঘোমটা দেখিনি ! আজ যে হঠাৎ একেবারে কলা-বৌ !

তরলা। অনেক ভেবে চিন্তে দেখলাম্ ঠাকুর-পো, তোমার গোবর-গণেশ দাদাটির জন্য একটি কলাবৌয়ের দরকার।

তারক। তা তুমি যাই বল বৌদি, দাদা কিন্তু আমার সদাশিব !

তরলা। হুঁ—তাই মাঝে মাঝে তাণ্ডব নাচেন ! একটু আগে হ'য়ে গেল যে—তুমি তো দেখ্‌লে না ?

তারক। ঝগড়া ক'রেছিলে বুঝি মায়ের সঙ্গে ? মাকে কিছু না ব'ললে দাদা কখনো কথা বলেন না !

তরলা। সংসারে একা তোমাদেরই মা আছে ! আর তো কারো মা নেই ?

তারক। বৌদি ! কেন বল দেখি, মার সঙ্গে তুমি ঝগড়া কর ? মায়ের কথার জবাব না দিলেই তো পার ? উনি বকে বকে আপনিই থেমে যান।

তরলা। সেইটে কেমন পারিনে ঠাকুর-পো।

তারক। তুমি দুটোদিন সবুর কর বৌদি ! আমি কোঠাবাড়ী ভাড়া নেব, ঝি রাখবো, তোমায় লাইব্রেরীর মেম্বার করে দেব—তুমি শুধু দুটী করে খাবে আর ঘুমোবে, আর দিনরাত ডিটেক্‌টিভ নভেল পড়বে !

তরলা। আর খাবার জোগাড়—সেটী কোত্থেকে হবে ? রান্না—?

তারক। সে একটা প্ল্যান আমার মাথায় আছে।

তরলা। কি প্ল্যান? হোটেল থেকে ভাত আনাবে?

তারক। উঁহুঁ! আমি বিয়ে করবো—আমার বৌ ভাত রেঁধে খাওয়াবে তোমায়। কেমন?—এইবার মনের মত কথাটা হয়েছে তো? ও—তয়ের ভাত পেয়ে বৌদির মুখে হাসি দেখে কে!

তরলা। সত্যি ঠাকুর-পো, তুমি বিয়ে কর! তুমি বিয়ে ক'রলে তোমার বৌকে বক্‌বোঝোকবো—তাহলে আর শাশুড়ীর সঙ্গে ঝগড়া হবে না।

তারক। সে বেচারীর অবস্থাটা একবার ভেবে দেখ?—সে একবার মায়ের বকুনি খাবে আর একবার তোমার!

তরলা। তুমি তো ভালবাস্‌বে?—তারই জোরে সে সব সইতে পারবে গো—সব সইতে পারবে! এখন এস—ভাত খাবে এস! সেই কোন্ সকালে বেরিয়ে গেছ! ভাত খেতে খেতে বৌয়ের গল্প ক'রো, শুনবো'খন।

তারক। বৌয়ের গল্প আমি কচ্ছি, না তুমি কচ্ছ?—বেশ তো!

(মন্মথ ঘর হইতে বাহির হইল)

তরলা। ওগো—শুনছো?

মন্মথ। কি?

তরলা। ঠাকুর-পো রাগ ক'রেছে।

তারক। আঃ বৌদি!

তরলা। বলছে, সাতদিনের ভিতর যদি ওর বিয়ে না দাও তো, ও রাগ করে ভাত খাবে না—আজ থেকেই খাবে না!

মন্মথ। কি যে ইয়ারকি কর, আর হি হি করে হাস—আমার ভাল লাগে না!

তরলা। (গলায় বস্ত্র দিয়া) কি করলে আপনার ভাল লাগে, তাই বলুন! আপনার কেনা দাসী তাই করবে!

মন্মথ। সেই এঁটো বাসনের গাদা এখনো সেইভাবে পড়ে আছে! তুমি তো মাজবে না? বুড়ো মাকে দিয়ে আর কোন্ লজ্জায় বাসন মাজাই! যাই—দেখি, নগদ পয়সা কবলে লোক পাই কিনা? না হয়—

তারক। দরকার নেই দাদা! আমায় বল্‌তে হয় আগে? আমি এখুনি মেজে ফেল্‌ছি। বাসন মাজতে আবার ভারি ভাবনা কিনা? বৌদি ওসব কাজ কখনো করেনি, ও পারবে কেন?

তরলা। ঠাকুর-পো! আমার মাথা খাও, আমার মরামুখ দেখ—তুমি যদি এঁটো বাসনে হাত দেবে! আমি তোমায় ভাত দিয়ে এখুনি মেজে ফেলছি।

[তারকের প্রস্থান।

মন্মথ। (প্রস্থানোদ্যত তরলার প্রতি) শোন!

তরলা। কি?

মন্মথ। তোমার মতলবটা কি, আমায় বুঝিয়ে বল্‌তে পার?

তরলা। না, আমি নিজেই আমার মতলব বুঝতে পারিনে—তোমায় বোঝাবো কি করে!

মন্মথ। আর পাঁচজন গেরস্তোর বউয়ের মত সংসারধর্ম্ম কর্‌বে—না রোজ রোজ নতুন নতুন কেলেঙ্কারি করবে?

তরলা। নাগো না—আমি সত্যি বল্‌ছি, এখন থেকে আমি খুব ভাল হব। রোজ সকালে উঠে ফুল-বিল্বপত্র তুলে আগে শাশুড়ীর পূজো করবো; তারপর স্বামীর পা-পূজো করে তবে চা খাব। তুমি তিনটে দিন আমায় পরীক্ষা ক'রে দেখ?

মন্মথ। না তরলা, তোমার এ ছেলেমানুষী কি কখনো যাবে না ?

তরলা। তা যেতে পারে—যখন বুড়ো হব, চুল পাকবে, দাঁত পড়্‌বে, কান শুন্‌তে ধান শুন্‌বো—সেই সময় আমি খুব গম্ভীর হব! দেখ, তুমি কিন্তু আমায় দেরী করিয়ে দিচ্ছ!

মন্মথ। আমি দেরী করিয়ে দিচ্ছি—?

তরলা। দিচ্ছ না—? স্বামী রাতদিন প্রেমালাপ কল্লে স্ত্রী কি করে ঘরের কাজ করে বল ? তুমিই তো আমায় আদর দিয়ে দিয়ে একটা আস্ত বাঁদর তৈরী করেছ! (তারকের উদ্দেশে) ঠাকুর-পো! আমি একেবারে ভাত বেড়ে নিয়ে যাচ্ছি। (মন্মথর প্রতি) তুমি ঘরে এসে একটু বস না ? ঠাকুর-পোকে ভাত দিয়ে তোমায় চা তৈরী করে দিচ্ছি। ঠাকুরপো আজ ভাল চা এনেছে!

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

রণেন্দ্রের কলিকাতার বাড়ী—সুবিস্তীর্ণ হলঘর। রণেন্দ্র, ভবেশ, গিরিন
সোমেন, হরিলাল, মাণিক প্রভৃতি বন্ধুগণ ; পুরা মজ্‌লিশি
গান চলিতেছে।

গান

তুমি যদি আমায় সখি ভাল বাসিতে!
দূরে না থাকিয়া যদি কাছে আসিতে,
　কত সুখের হ'তো ধরা,
　জীবন যৌবন-ভরা,
সকল দুঃখ-ব্যথাহরা তোমার মুখের হাসিতে!

[গীতান্তে রণেন্দ্র সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিল এবং তৎক্ষণাৎ
সেখান হইতে নামিয়া আসিল]

রণেন। আরে—আরে ; নাঃ—এ বেটার মতলব খারাপ !

ভবেশ। কি হে রণেন—কার মতলব খারাপ ?

রণেন। এসে ব'লছি !

ভবেশ। সঙ্গে যাব ?

রণেন। না না—আমি যাব আর আস্‌বো !

[রণেনের প্রস্থান।

গিরিন। ধিন্ ধিন্ ধিন্ ধিন্, নাতিন্ নাতিন্, কেটেতাক্ কেটেতাক্, নাথুন্না নাথুন্না, দাগাথুন্না দাগাথুন্না।

মাণিক। আরে গিরিন ! তুমি কি ক্ষেপে গেলে নাকি হে ? ও কি আরম্ভ ক'রেছো ?

গিরিন। বোলটা মিলিয়ে নিচ্ছি। আচ্ছা বেজা, তালটা কিরে ?—গৌরসারেঙ্, না ?

ব্রজেন্দ্র। তুই বাপু, আর বিদ্যে জাহির করিস্‌নি ! "তাবচ্চ শোভতে মূর্খো যাবৎ কিঞ্চিন্নভাষতে" ! গোড়সারেঙ্ কথাটা কার কাছে শুনেছিস্ ?

গিরিন। আরে গেলো যা !—এটা আবার মহা ওস্তাদ হয়ে উঠলো যে ? তোকে রেফার্ কচ্ছি—তাই তোর পরম ভাগ্যি মনে করিস্ !

ব্রজেন। বল্ না—গোড়সারেঙ্ তোকে কে শেখালো ?

গিরিন। শেখাবে আবার কে ?—হারমোনিয়ম-শিক্ষায় লেখা আছে গোড়সারেঙ্।

ব্রজেন। আরে, সেটা তাল নয়রে মূখ্য—সেটা সুর !

গিরিন। তাল এবং সুর তফাৎ কি? What is the difference between তাল and সুর?

ভবেশ। কোন তফাৎ নেই ভাই—তোমরা একটু থাম! রাস্তায় যেন কিসের গোলমাল হচ্ছে!

গিরিন। না না—আমি একটা academical discussion ক'রতে চাই! সত্যি কি তফাৎ সুর এ্যাণ্ড তাল?—গানের জন্য দুটোই চাই! আমি এ সম্বন্ধে একটা আর্টিক্যেল্ লিখবো?—

ব্রজেন। দোহাই বন্ধু, ঐটে বাদ দেও! জগতে সঙ্গীত ছাড়া আরও অনেক প্রবন্ধ লিখ্‌বার বিষয় রয়েছে, যেটা সম্বন্ধে তুমি কিছু জান না, সেইটাই তোমায় লিখতে হবে!

গিরিন। আমি বরাবর তাই করি—that's my speciality! তুমি জান, বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখে আমি পি-এইচ ডি পেয়েছি—অথচ একখানি বাংলা বই পড়িনি!

ব্রজেন। এটা কি করে সম্ভব হলো গিরিন?

গিরিন। আমি সুবল মিত্রের ডিক্‌সনারি থেকে বাংলা সাহিত্যের সিনপ্‌সিস্ প'ড়েছি—that's enough for a thesis প্রবন্ধ যে লিখতে জানে, বিষয়ের জন্য তার আটকায়? One should know the art—তুমি দেখো, সঙ্গীত সম্বন্ধে আমি লিখবোই। ওই গৌড়সারেঙ্—এমন ইণ্টারেষ্টিং ব্যাপার করে তুলবো যে, ইউনিভারসিটি আর একটা পি-এইচ ডি না দিয়ে পারবে না! গৌড় এণ্ড সারেঙ্—গৌড় that is Bengal, সারেঙ্—যে ষ্টীমার চালায়; সুতরাং গৌড়সারেঙ্ আর ভাটীয়াল যে একই অরিজিনের সঙ্গীত—এ আমি প্রমাণ করবোই!

ব্রজেন। হ্যাঁ—মৌলিক গবেষণা বটে!

(রণেন, তারক ও গুপে গুণ্ডা প্রভৃতির প্রবেশ)

রণেন। (গুপের প্রতি) কেন তুই ছেলেটাকে শুধু শুধু মারলি ?

গুপে। আমরা বাবু সাপের জাত ! আগে কিছু বলিনি, ঐ শালাই তো আগে আমার হাত ধরলো !

রণেন। (তারকের প্রতি) তুমি ঐ বাড়ীতে থাক না ?

তারক ! আজ্ঞে হ্যাঁ।

রণেন। তুমি ওর হাত ধরেছিলে ?

তারক। তার আগে ও বেটা—(কথা বলিতে পারিল না)।

গুপে। বল্ শালা—বল্ ! নিজের বাড়ীর কুচ্ছো—নিজে বল ! আমি বাবু পথ দিয়ে যাচ্ছি—ভালমানুষটীর মত। ওদের বাড়ীর একটা বৌ শিস্ দিয়ে আমায় ডাক্‌লে বাবু !

তারক। ফের মিথ্যে কথা ?—(হাত ধরিয়া টান মারিল)

গুপে। দেখছো বাবু—শালার রকম দেখছো ? শালার হাত ধরলে চিঁচিঁ করে, ছেড়ে দিলে প্যাঁকসাট্ মারে !

রণেন। ফের যদি তুমি এই গলি দিয়ে যাও, আমি তখুনি পুলিশ ডেকে তোমায় ধরিয়ে দেব।

গুপে। তোমারই বাড়ীর সরকার বাবু ! সেই যে-বাবু মাঝে মাঝে আসে—আর মাঝে মাঝে কোথায় চলে যায় !

রণেন। তা কি হয়েছে ?

গুপে। সেই বাবুই তো ব'ল্লে—দেখ্ না, যদি মেয়েমানুষটাকে হাত ক'রতে পারিস্ ? নইলে আমার কি দরকার বাবু ? দশটা মেয়েমানুষ আমার পাছু নেয় রোজ !

ভবেশ। উঃ—ব্যাটা আমার স্বয়ং কামদেব আর কি ? আসর গরম ক'চ্ছে দেখনা !

গিরিন। ঘা-কতক দিয়ে পালা শেষ ক'রে ফেলনা ভাই!

রণেন। এ গলিতে তুমি আসতে পাবে না!

গুপে। কেন বাবু? কোম্পানীর রাস্তা—এতো আর তোমার দেশের জমীদারী লয়?

রণেন। দেশের জমীদারী কি না, যে দিন ধর্‌বো—দেব দেখিয়ে!

গুপে। তা পঞ্চাশ জন লোক নিয়ে একটা লোকের পাছু লাগলে সে আর কি ক'রতে পারে বাবু!

রণেন। পঞ্চাশ নয় রে—একা আমি! (গুপে গুণ্ডার হাত ধরিল)।

গুপে। তুমি আমায় বেকায়দায় ধরেছ বাবু!

রণেন। তোমার হাতখানা পিষে গুঁড়ো ক'রে ফেল্‌তে পারি—বুঝেছ?

গুপে। তোমার হাত বড় কড়া বাবু—কব্জিতে জোর আছে বাবু!

রণেন। তোমায় জব্দ করতে দশ সেকেণ্ড লাগবে না—কানমলা খাও! আর কখনো ছেলেমানুষের গায়ে হাত তুলবে না—ভদ্রঘরের মেয়েদের দিকে নজর দেবে না।

গুপে। স্যার্, নিজের কান আর নিজে মলতে বলবেন না। ঐ কথা বলার জন্যে আমি একবার এক শালা মাষ্টারকে মার দিয়েছিলাম! স্যার, কানটা আর মলবো না—ঐটা মাপ করে দিন হুজুর!

রণেন। আচ্ছা, যাও—যাও এখান থেকে; যা বল্লাম, মনে থাকে যেন! (তারকের প্রতি) তোমার নাম কি?

[গুপে গুণ্ডার প্রস্থান।

তারক। শ্রীতারকনাথ ঘোষ।

রণেন। তুমি মন্মথবাবুর ভাই?

তারক। আজ্ঞে হ্যাঁ।

রণেন। তুমি বোধ হয় শুনেছ, তোমার বৌদিকে আমি চিনি—সে আমার ছোট বোনের মত।

তারক। আজ্ঞে হ্যাঁ—শুনেছি।

রণেন। গুপে কি করেছিল আজ?

তারক। বৌদি জানলার কাছে দাঁড়িয়েছিলেন। ও রাস্তায় দাঁড়িয়ে বৌদির সঙ্গে কথা কচ্ছিল।

রণেন। কে আগে কথা কয়? তরলা—না গুপে?

তারক। তা আমি ঠিক জানিনে। আমার মনে হয়, গুপেই আগে কথা কয়।

রণেন। তরলা কথার জবাব দিতে গেল কেন? জান্‌লা বন্ধ করে চলে গেলেই তো পারতো?

তারক। কেউ কোন কথা বল্‌লে উনি উত্তর না দিয়ে থাকতে পারেন না—ওই তো ওঁর দোষ!

রণেন। একটা কথা জিজ্ঞেস করবো—কিছু মনে ক'রো না?

তারক। না—আপনি জিজ্ঞেস করুন্।

ভবেশ। ওহে রণেন, তোমরা তো বেশ লোক হে! এতক্ষণ যা চলছিল, সেটা সার্ব্বজনীন! তোমরা দুজনে কানে কানে কথা বল্‌তে লাগলে আমরা কি করি বলতো ভাই—আমরা চুপটি করে ব'সে থাকবো?

রণেন। আমি যাচ্ছি—এই দু'মিনিট! তোমরা ততক্ষণ চা-টা খাও না?

গিরিন। সঙ্গীত সম্বন্ধে academical discussion—সেটা হ'তে হ'তে বন্ধ হলো। সেইটে বরং চলুক না?

রণেন। যা'হয়, কর। (তারকের প্রতি) হ্যাঁ—আমার কথা হ'চ্ছে এই, তোমার দাদাতে আর তোমার বৌদিতে কি তেমন মিল নেই ?

তারক। আমারও তাই মনে হয়।

রণেন। দোষ কার ?

তারক। দোষ বোধ হয় কা'রোই না ; কিন্তু মেলে না—প্রায়ই তর্ক হয়, ঝগড়া হয়, রাগারাগি চলে।

রণেন। আচ্ছা, তুমি এখন বাড়ী যাও। গুপে গুণ্ডা আর কিছু করতে সাহস ক'রবে না ; তবে তোমার বৌদিকে বলে দিও—সকলের সব কথার উত্তর দেওয়ার প্রলোভনটা তাকে ছাড়তে হবে! ব'লো—আমি বলেছি।

তারক। আপনার কথা যদি শোনেন ! এখন তাহলে আসি।

[রণেনকে নমস্কার করিয়া প্রস্থান করিল।

ভবেশ। এতক্ষণে কথা শেষ হলো—তবু ভাল। মধু, একখানা সখীসংবাদ ধর ভাই !

মধু। রাত হয়ে গেল—আজ আর থাক ভাই !

ভবেশ। আরে—উঠবেই তো। কেউ আর তোমায় ধরে রাখছে না ! একটা রসের গান শুন্‌তে ইচ্ছে হ'লো—এমনিই তো যখন-তখন গেয়ে থাকিস্ !

গিরিন। হ্যাঁ, গানটা গেয়ে ফেল—'মধুরেণ সমাপয়েৎ' করে দাও ! আমার academical discussionএর একটু সাহায্য হবে।

গান

কার কথা কহিল সে কানে কানে,
চুরি করে কে চেয়েছে শ্যামের পানে !
কুঞ্জে চন্দ্রাবলী বসিয়া একা,
(ভাবে) কেমনে গোপনে পাবে শ্যামের দেখা !
ছল ছল ছু'নয়ন কি অভিমানে,
তাহার প্রাণের কথা বল কে জানে !

ভবেশ। বাঃ বাঃ ; বেশ—খাসা গেয়েছ !

গিরিন। এইবার তাহলে ওঠা যাক্ ! আয় বেজা—আয় মধু !

[ভবেশ ও রণেন ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

ভবেশ। কিহে রণেন্দ্র ! ব্যাপার কি ?—অত গম্ভীর কেন ভাই !

রণেন। আমি ভাবছি—!

ভবেশ। কি ভাবছ ?

রণেন। কত কি !—বন্ধনহীন জীবনের অসংখ্য দুশ্চিন্তা ! এ তোমরা বুঝবে না—বেশ আছ !

ভবেশ। বেশ ভাই ! আমরা তো জান্‌তেম—'অন্নচিন্তা চমৎকারা' ; বলতেই হবে, সেটি কেমন—তুমি জান না ! তবু দেখি, তোমার গাম্ভীর্য্য আর যায় না !

রণেন। তোমায় তো সব বলেছি !

ভবেশ। দেখ—তুমি একটা বিয়ে কর ; বলতো, পাত্রী দেখি—

রণেন। থাক-থাক ভাই ! আর ওকথা। একটা জায়গায় বেড়াতে যাবি ?

ভবেশ। কোথায় ?—তোমাদের দেশে ?

রণেন। হ্যাঁ, ধর তাই !

ভবেশ। আচ্ছা, নিয়ে চল—মিলন করিয়ে দিয়ে আসি!

রণেন। সে পথ বন্ধ—একেবারেই বন্ধ!

ভবেশ। একবার দূতী হ'য়ে যাই তো? তারপর যা হয়! কিন্তু এদিকের ব্যাপারটি তো বুঝলাম না কিছু?—ও ছোক্‌রাটির সঙ্গে অত কি কথা!

রণেন। কেন—তাতে কি হয়েছে! ছোক্‌রাটি কি?

ভবেশ। না—আর কিছু না; তবে ওদের বাড়ীতে বেশ একটি তরুণী!

রণেন। দেখেছ?—নজর পড়েছে সেদিকে?

ভবেশ। তোমার উপরের ঘর থেকে দেখেছি—গলিতেও দেখেছি। আমাদের আর ভয় কি? আমরা অতি নিরীহ জীব! তবে তুমি একটু সাবধানে থেক।

রণেন। কেন বল দেখি?

ভবেশ। নজর তোমার উপর। আমি বহুবার দেখেছি, হাঁ করে তোমার ঘরের দিকে চেয়ে!

রণেন। ওসব কথা রাখ ভাই! আমার অবস্থাটা শোন—আমায় হ্যামলেটে পেয়েছে! Man delights me not, nor women neither·

ভবেশ। পেছিয়ে গেলে ভাই! এটা নাইন্‌টিন্থ্‌ সেনচুরি মুড; বর্ত্তমান যুগ হ্যাম্‌লেটের যুগ নয়, বরং ডন্‌জুয়ানের যুগ বলা যেতে পারে—যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা হুইস্কিং পিবেৎ! আজকের মানুষ আইডিয়াল্‌-মরীচিকার পেছনে দৌড়ুতে চায় না, তারা মানুষের মত বাঁচতে—জীবনের সুখ-সৌন্দর্য্য ভোগ ক'রতে চায়!

রণেন। কিন্তু এমন দুর্ভাগাও তো পৃথিবীতে আছে, অদৃষ্ট যাকে সব চোখের সাম্‌নে ধরে তখুনি ছিনিয়ে নিয়েছে!

ভবেশ। তার পরিবর্ত্তে কিছুই দেয় নি?—আমি বিশ্বাস করি নে; জীবনের আইন বড় সূক্ষ্ম রণেন! অদৃষ্ট মানুষকে একদিকে যেমন বঞ্চিত করে থাকে, অন্যদিকে ঠিক তেমনি সেই বঞ্চনার ক্ষতিপূরণ করে থাকে—

রণেন। কিন্তু কই?—আমার ক্ষতি তো আজও পূরণ হ'ল না ভাই!

ভবেশ। তোমার কতখানি ক্ষতি হ'য়েছে—আমি তো ভাই, এখনো ভাল বুঝতে পারিনি! আগে ক্ষতিই ধার্য্য হোক্?—তবে তো ক্ষতি পূরণের দাবী মঞ্জুর হবে?

রণেন। তাইতো বল্‌ছি; আগে চল—নিজের চোখে দেখবে?—তারপর বিচার ক'রবে। তোমায় সত্যি বলছি ভবেশ, জীবনে আমি সুখী হ'তে পার্ত্তেম! আমি নিজের অধিকার হারিয়েছি, অথচ আমার নিজের কোন দোষ নেই!

ভবেশ। দেখি—তোমার ভাগ্য আর আমার হাতযশ! দূতীর কাজ তো কখনো করিনি?—দেখা যাক্; আচ্ছা, তা'হলে আসি ভাই!

রণেন। কবে যেতে পারবে?—

ভবেশ। তোমাদের দেশ তো নিকটেই; শনিবার গিয়ে সোমবার আসা যাবে তো?—

রণেন। হ্যাঁরে?—দু'একটা দিন থাকবি নে?

ভবেশ। তাহলে আর একটা হপ্তা অপেক্ষা কর—লাষ্ট সাটার-ডে আছে; সোমবারটা যদি দরকার হয়, ফ্রেঞ্চ লিভ্ নেব—কি বল?

রণেন। আমার আর একটি দিনও কলকাতায় ভাল লাগছে না!—

ভবেশ! তবে এই শনিবারই চল—যাঁহা বাহান্ন, তাঁহা তিপ্পান্ন! তুমি ভাই একটু হাস—তোমার শুক্‌নো মুখ আমার ভাল লাগে না!

রণেন। হাসি?—রবীন্দ্রনাথের "কচ ও দেবযানী"র লাইনগুলো মনে পড়ে?

…হায় সখা, এত স্বর্গপুরী নয়!
পুষ্পে কীটসম হেথা তৃষ্ণা জেগে রয়
মর্ম্মমাঝে, বাঞ্ছা ফিরে বাঞ্ছিতেরে ঘিরে,
লাঞ্ছিত ভ্রমর যথা বারম্বার ফিরে
…মুদিত পদ্মের কাছে।…
হেথায় সুলভ নহে হাসি!

ভবেশ। বাস্তবিক! মানুষের জীবন এমন জটিল!

রণেন। যে, একজনের জীবনের সমস্যা সম্বন্ধে আর একজন চিন্তা করে কিছুই ক'রতে পারে না! আচ্ছা, তোমায় ধরে রাখবো না—তুমি এস ভাই!

ভবেশ। আচ্ছা!

[প্রস্থান।

[রণেন্দ্র একখানি বই লইয়া একমনে পড়িতে লাগিল ;
একটু পরে ধীরে ধীরে নীলু ভৃত্য প্রবেশ করিল]

রণেন। কিরে নীলু?

নীলু। বাবু, খাবার হ'য়ে গেছেন ; এই বেলা গরমগরম দুটী খেয়ে নেবেন কি?

রণেন। কেন—তোমাদের ঘুম আসছে নাকি?

নীলু। আজ্ঞে, না বাবু! ঘুম কেন আস্‌বেন? তবে রাত্তির অধিক হ'য়ে গেছেন কিনা?—

রণেন। আচ্ছা এক কাজ কর, তোমরা সবাই খেয়ে নাও ; তারপর

বেশ আরাম ক'রে এক ছিলুম তামাক খাও। যদি গাঁজা খাও তো, পায়খানার ওধারে গিয়ে খেও।

নীলু। কি যে বলেন বাবু?

রণেন। কেন—তুমি গাঁজা খাওনা?

নীলু। আজ্ঞে না—ওনার কথা হ'চ্ছে না; আপনি সেবা না ক'রলে কি আমরা খাতি পারি বাবু?—

রণেন। তাহ'লে পুরোদমে বেশ মৌজ করে একছিলুম গাঁজা খেয়ে তারপর আমায় ডেকো।

নীলু। যে আজ্ঞে বাবু!

রণেন। খবরদার—যেন এদিকে গন্ধ না আসে!

নীলু। অমন কথা ব'লবেন না বাবু—আমি বড় নজ্জা পাই! আপনি মনিব—অন্নদাতা! পিতের মত! ঐ একটু দুশ্চরিত্তির আছে বাবু! নইলে একেবারে ধোয়া গঙ্গাজল। ওনার গন্ধ যেদিন আপনার নাকে এসবে, সেদিন ওনাকে গঙ্গার জলে বিসর্জ্জন করে দেব!

রণেন। আচ্ছা—আচ্ছা, আধঘণ্টা পরে এস।

[নীলুর প্রস্থান।

(তরলার প্রবেশ)

রণেন। একি তরলা—তুমি? তুমি এতরাত্রে আমার এখানে!

তরলা। তোমার সঙ্গে দেখা ক'রতে!

রণেন। কেন?—

তরলা। দরকার আছে—বলছি।

রণেন। তুমি এইভাবে এলে—তোমায় কেউ দেখতে পায়নি?

তরলা। দারোয়ানকে ব'লেছি রাজাবাবুর দেশ থেকে আস্ছি—আমি তাঁর আত্মীয়।

রণেন। সে তোমার কথা বিশ্বাস ক'রলো ?

তরলা। দুই হাত তুলে সেলাম ক'রলে !

রণেন। যাক্—কেন এলে জানতে পারি কি ?

তরলা। আমি তোমার এখানে থাক্‌বো।

রণেন। আমার এখানে থাক্‌বে ?

তরলা। কেন ?—তুমি আমায় দুটী খেতে দিতে পারবে না ? না হয়, তোমার বাড়ীতে ঝি থাকে তো ?—আমি ঝিয়ের মত থাক্‌বো, ঘরের কাজকর্ম্ম করবো !

রণেন। তোমার স্বামী !

তরলা। তিনি আমায় ত্যাগ ক'রেছেন !

রণেন। ত্যাগ ক'রেছেন ! কি অপরাধে ?

তরলা। আমি রাস্তায় একটি লোকের সঙ্গে কথা কয়েছিলাম !

রণেন। শুনেছি সেকথা। আমি তাকে শাসন ক'রে দিছি, সে আর তোমাদের গলিতে যাবে না।

তরলা। সে যাক্, না যাক্—সেকথা নয় ; আমার স্বামী শেষকথা ব'লে দিয়েছেন।

রণেন। কি তাঁর শেষকথা ?

তরলা। আমার সম্বন্ধে তাঁর কোন মোহ নেই ; তিনি আমায় নিষ্কৃতি দিয়েছেন।

রণেন। তুমিও কি নিষ্কৃতি চাও নাকি ?

তরলা। মন্দ কি ?—মোহ আমারও কিছু নেই !

রণেন। আমার এখানে কেন এলে ?

তরলা। সকলের আগে তোমার কথা মনে পল ; তাই তোমার কাছেই এলাম !

রণেন। আমি যদি তোমায় স্থান না দিই ?

তরলা। যেখানে দু'চোখ যায়, সেইখানেই যাব !

রণেন। একটি রাত্তির তুমি যদি আমার বাড়ীতে থাক, কাল আর তোমার স্বামীর ঘরে ফিরে যাওয়ার কোন উপায় থাকবে না—এ কথা ভেবে দেখেছ ?

তরলা। আমি কিছু ভাবিনি ! শুধু এই জানি, যেখান থেকে চলে এসেছি—সেখানে আর ফিরবো না !

(তারকের প্রবেশ)

তারক। রণেন বাবু ! এই যে বৌদি—যাক্, তবু ভাল !

রণেন। এস তারক ! তোমার এই পাগল বৌদিকে বাড়ী নিয়ে যাও !

তারক। বৌদি !

তরলা। আমি যাব না !

তারক। আমরা তোমার কি করেছি যে, এমন ক'রে আমাদের মুখ পোড়াবে ?—কাল সকালে আমরা পাড়ায় বেরুতে পারবো ?—

তরলা। খুব পারবে—তোমাদের আটকাবে না কিছু !

তারক। কেন ?—আমাদের তুমি মানুষ ব'লেই গ্রাহ্য করনা নাকি ?

তরলা। একা তোমাকেই যা-কিছু শ্রদ্ধা করি ঠাকুর-পো ? তোমারই জন্যে এতদিন ওবাড়ীতে আছি ! তুমি ছেলেমানুষ—মনে কষ্ট পাবে ; কি আর হবে ! ভেব—আমি মরে গেছি ! এ বাংলা দেশ—তোমার দাদার বিয়ে আবার হবে , নতুন বৌদি পাবে—ভাবনা কি ভাই ? তখন আমার কথা আর মনে প'ড়বে না !

রণেন। এ সব পারিবারিক ব্যাপারে আমার কোন কথা বলা উচিত নয় ! তবু আমার বাড়ীতে যখন এসেছ, আমার কথা বলা দরকার।

তরলা ! তারক যখন নিতে এসেছে, তুমি ওর সঙ্গে বাড়ী যাও। তারপর, সময়ে সব মিটে যাবে।

তরলা। তাহ'লে আপনি আমায় আপনার বাড়ীতে থাকতে দেবেন না বলুন ?

রণেন। বাড়ীতে আমার মা নেই, বোন নেই—তুমি পরস্ত্রী। আমি স্বীকার করি তরলা, তোমার জীবনে সুখ নেই ! তবু ইচ্ছা করলেই তুমি তোমার অদৃষ্ট বদলাতে পার না ! যেখানেই যাও না—অদৃষ্ট সঙ্গে যাবে ; স্বামীর হাত ছাড়ালেই অদৃষ্টের হাত ছাড়ানো যায় না !

তারক। আমি তোমার পায় ধরে বল্‌ছি বৌদি, তুমি ফিরে চল—কেউ তোমায় কিছু ব'লবে না। আমি রোজগার করে তোমাকে খাওয়াব—দাদার অন্ন তোমার খেতে হবে না !

তরলা। ঠাকুর-পো, তুমি ছেলেমানুষ ! আমি তোমার আপনার—না তোমার মা, তোমার দাদাই তোমার আপনার ?

তারক। তুমি কোন কথা ব'লনা—এস আমার সঙ্গে !

তরলা। (রণেনকে লক্ষ্য করিয়া) তুমি আমায় আশ্রয় দিতে সাহস কর না ?

রণেন। তোমায় আশ্রয় দেওয়া সহজ নয় তরলা ! আমি সমাজবন্ধন ভাঙ্গতে চাই নে ; তাতে আমারও কল্যাণ নেই—তোমারও কল্যাণ নেই ! যাও তরলা, বাড়ী যাও !

তরলা। ঠাকুর-পো এস, আমি চল্লাম। কোথায় তা জানিনে ! (রণেনের প্রতি) তুমি অদৃষ্টকে ভয় কর। আমি ভয় করিনে !

রণেন। তুমি ভাবছ, ঘরে বন্ধন—বাইরে মুক্তি ! তাই মুখে ব'লছো, অদৃষ্টকে ভয় কর না। আমার অভিজ্ঞতা তোমার চাইতে ঢের বেশী ! আমি ব'লছি, ঘরেও বন্ধন—বাইরেও বন্ধন ; মুক্তি কোথাও নেই তরলা !

তরলা। আমিতো মুক্তি চাইনে,—আমি জানি, হয়তো কুটোর মত স্রোতে ভেসে যাব—জীবনে কোনও কূলকিনারা পাব না ! তবু, এখন যেমন আছি—তার চেয়ে সেইই ঢের ভাল ! চল ঠাকুর-পো !

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রাজ্যেশ্বর বাবুর বাড়ীর সংলগ্ন বাগান—জ্যোৎস্না, সুধাংশু ও বিমল।

গান

পথহারা পথিক সে—এসেছিল পথভুলে ;
আর কি আসিবে পুনঃ মোর জীবনের কূলে ?
হয়তো বিঁধেছে কাঁটা পায়,
বুক ভেঙ্গে গেছে বেদনায় !
পূজা উপচার দেছে নীরবে চরণমূলে।
তখন চাহিনি ফিরে—নেইনি মাথায় তুলে !

বিমল। বাঃ, তুমি তো চমৎকার গাও !

সুধাংশু। আমার চেয়ে দিদি ভাল গায় বিমলদা !

বিমল। বটে ?

সুধাংশু। আচ্ছা বিমলদা ! সুধাংশু মানে যা, বিমলচন্দ্র মানেও তাই ?—না ?

বিমল। হ্যাঁ ; তাইতো ?—তাহলে তুমি আর আমি এক !

সুধাংশু। দিদি নিজে কিছু না ; সুধাংশুরও জ্যোৎস্না, আবার বিমলচন্দ্রেরও জ্যোৎস্না—না ?

জ্যোৎস্না। তুমি ভারি বক্তা হ'য়েছ—দেখছি যে !

সুধাংশু। আচ্ছা বিমলদা, জ্যোৎস্নার কোন মানে হয় না—না ? জ্যোৎস্না, জ্যোৎস্না, জ্যোৎস্না—না না—আছে আছে, জ্যোৎস্নার মানে আছে।

বিমল। কি বল দেখি?

সুধাংশু। আমি জানি—কৌমুদী কৌমুদী; দিদির মানে "ব্যাকরণ-কৌমুদী"! কিন্তু "ব্যাকরণ কৌমুদী'তে তো গান নেই—"বীণার ঝঙ্কারে" গান আছে!

জ্যোৎস্না। উঃ! ছেলেটা এত বক্‌তেও পারে!

সুধাংশু। বাবা ব'লেছেন, আমি বড় হ'লে উকিল হব। আমাদের জমি-জমা কারা কেড়ে নিয়েছে—তাদের কাছ থেকে আমি উকিল হ'য়ে সব জমি কেড়ে নেব। তাই এখন থেকে আমি বক্তৃতা ক'রতে শিখছি। বিমলদা, আপনিও তো উকিল?

বিমল। হ্যাঁ, তবে তোমার মত বড় উকিল নয়—ছোটখাট উকিল।

সুধাংশু। আমি তো এখনো উকিল হইনি—উকিল হব। কি রকম ক'রে উকিল হব শুন্‌বেন?

বিমল। বল।

সুধাংশু। এই শুনুন—(কানে কানে বলিল) আমায় একটা চিম্‌টী কাটুন; 'উঃ', এইবার 'কিল'—উকিল।

[দৌড়াইয়া প্রস্থান।

বিমল। তোমাদের দুই ভাইবোনের প্রকৃতি ঠিক উল্‌টো—তুমি যেমন গম্ভীর, ও তেমনি হাল্কা!

জ্যোৎস্না। তা ঠিক্‌। আমার মনের চারিধারে মেঘ জম্‌তে থাকে—সুধা মাঝে মাঝে ঝোড়ো হাওয়ার মত এসে সে সব সরিয়ে দেয়; নইলে, আমি বোধ হয়—আমি বোধ হয় এতদিন পাগল হ'য়ে যেতাম!

বিমল। জীবনকে সহজ ভাবে নিতে হয়, তবেই জীবন থেকে কিছু পাওয়া যায়! নইলে—যদি বেশী কিছু আশা কর, প্রায়ই ঠক্‌তে হয়। Like gambling—অন্ধ নিয়তি কলকাঠি নাড়ছে! যার ভাগ্যে যা এল!

জ্যোৎস্না। আপনার কি জীবন সম্বন্ধে এই রকম ধারণা ?

বিমল। আমার কিছু ধারণা নেই। মানুষ কিছুদিন বেঁচে থাকে—তারপর মারা যায়। যে ক'দিন বেঁচে থাকে, কেউ সুখে থাকে—কেউ থাকে না !

জ্যোৎস্না। আপনি কেমন আছেন ? সুখে আছেন—না সুখে নেই ?

বিমল। ঠিক বুঝতে পারি নে ! তবে হ্যাঁ—না, মন্দই বা কি ?—এক রকম ভালই আছি।

জ্যোৎস্না। আপনি লেখাপড়া জানেন, চমৎকার স্বাস্থ্য আপনার, টাকা-কড়িও আছে, অবস্থা ভাল—আপনি বিয়ে ক'রে সংসারী হন না কেন ?

বিমল। ঠিক্ তোমাকেও আমি ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর্‌তে পারি, জ্যোৎস্না !

জ্যোৎস্না। কি প্রশ্ন ?

বিমল। তুমি স্ত্রীলোক, তোমার বাবা আছেন, অবস্থাও খারাপ না, বিয়ের বয়স উত্তীর্ণ হয়েছে বোধ হয়—তুমি আজও বিয়ে কর্‌লে না কেন ?

জ্যোৎস্না। আমার বিয়ে হয়নি—আপনাকে কে বল্‌লে ?

বিমল। কবে আবার তুমি আমাদের ফাঁকি দিয়ে বিয়ে করলে ! তোমার বিয়ে হ'লে আমি একটা নিমন্ত্রণের পত্র পেতাম না ?

জ্যোৎস্না। সত্যি বল্‌ছি, আমার বিয়ে হয়েছে বিমলদা !

বিমল। হয়ে থাকে হয়েছে—মিষ্টান্নম্ ইতরে জনাঃ, আমরা ইতর মানুষ—আমাদের একদিন খাইয়ে দিও !

জ্যোৎস্না। আপনার ধারণা আমার বিয়ে হয়নি ?

বিমল। আমার একার নয়; আমার মনে হচ্ছে, যেন তোমার

বাবারও সেই রকম ধারণা! তবে যদি মনে মনে স্বয়ম্বরা হয়ে থাক, সে অবশ্য আলাদা কথা!

জ্যোৎস্না। বাবা কি আপনার কাছে আমার বিয়ের কথা পেড়েছিলেন?

বিমল। অবশ্য, তাঁর চিঠি প'ড়ে তাঁর সঙ্গে কথা কয়ে আমারও তাই মনে হয়েছে। কিন্তু তুমি ঠিক্ বল্‌ছো জ্যোৎস্না, তোমার বিয়ে হয়েছে?

জ্যোৎস্না। আমার বিয়ে হয়েছে, আমার স্বামী আছেন; আর ঠিক্ এই সময়টিতে তিনি এই গাঁয়েই আছেন!

বিমল। কতদিন বিয়ে হয়েছে?

জ্যোৎস্না। বহুকাল—এক যুগেরও বেশী!

বিমল। অথচ তোমার বাবা মীরাট থেকে তার করে আমায় এখানে নিয়ে এলেন!

জ্যোৎস্না। কি?—আমার সঙ্গে বিয়ে দেবার জন্য?

বিমল। অন্ততঃ তাঁর সঙ্গে কথা কয়ে আমার তো তাই মনে হয়েছে। আর আমি এত বোকা—তাঁর কথায় আগাগোড়াই ভুল বুঝে আস্‌ছি! No, I am not such a fool—বেশ লোক তো তোমার বাবা!

জ্যোৎস্না। কেন?—কোন পাকা কথাবার্ত্তা—

বিমল। নিশ্চয়—বিয়ের দিনস্থির পর্য্যন্ত হয়ে গেছে!

জ্যোৎস্না। বলেন কি!—কবে?

বিমল। কাল কলকাতায় যাবার কথা। হুঁ, তাই বটে—I see!

জ্যোৎস্না। কি?

বিমল। খুব গোপনে বিয়ে দেবার পক্ষপাতী তিনি। তাই বলছিলেন বটে, আত্মীয়স্বজন কাউকে জানাবেন না। বিয়ের পর দিনই আমার সঙ্গে তোমার মীরাট যাওয়ার কথা।

জ্যোৎস্না। এতদূর! অথচ আমি এর কিছুই জানি নে?

বিমল। এদিকে তোমার বিয়ে হয়ে গেছে এক যুগেরও বেশী! স্বামী জীবিত—এই গাঁয়েই উপস্থিত!—তুমি যে আমায় মহা ধাঁধায় ফেললে জ্যোৎস্না!

জ্যোৎস্না। আপনি কি ভেবেছেন—বলুন তো?

বিমল। আমি কিছু ভাবি-টাবিনি জ্যোৎস্না! ভাবনাচিন্তা আমার ভাল আসে না। তবু, আমার যেন মনে হচ্ছে—তোমার বাবা কি রকম একটা গণ্ডগোল পাকিয়ে ব'সে আছেন। ঐ যে তোমার বাবা আসছেন এই দিকে—আমি একবার সন্দেহটা ভঞ্জন ক'রে নিই।

জ্যোৎস্না। আমার সাম্‌নে আর জিজ্ঞাসা ক'রবেন না—আমি একটু সরে দাঁড়াই; নইলে বড় লজ্জায় পড়বেন!

বিমল। তা একটু লজ্জায় পড়্‌নই না!

জ্যোৎস্না। না না—আমি যাই!

[প্রস্থান।

(রাজ্যেশ্বর প্রবেশ করিলেন)

রাজ্যেশ্বর। এই যে বিমল, খোলা হাওয়ায় একটু বেড়াচ্ছ বুঝি? তা বেশ—তা বেশ!

বিমল। হুঁ; আপনার কাছে একটা প্রশ্ন আছে, আমি একটা ধাঁধায় পড়েছি!

রাজ্যেশ্বর। কি বলতো বাবা—বলতো?

বিমল। আপনি যে বিয়ের কথা বলেছিলেন, সেটা কার সঙ্গে কার—বলুন তো?

রাজ্যেশ্বর। 'কার সঙ্গে কার'—তার মানে?

বিমল। মানে হ'চ্ছে এই, বিয়ের কনেই বা কে—আর পাত্রই বা কে?

রাজ্যেশ্বর। ও কিছু না—শেষ পর্য্যন্ত ঠিক হয়ে যাবে। All's well, that ends well.

বিমল। তা তো বুঝলাম, কিন্তু কার সঙ্গে কার বিয়ে?

রাজ্যেশ্বর। ওটা আমার একটা suggestion; তুমি জ্যোৎস্নাকে বেশ পছন্দ কর—আর জ্যোৎস্নাও তোমাকে বেশ শ্রদ্ধা করে। আমি ভেবেছিলাম, তোমরা যদি—বুঝ্‌লে কিনা?

বিমল। আজ্ঞে হ্যাঁ—তা বুঝেছি; তবে জ্যোৎস্নার যে আগে একবার বিয়ে হ'য়ে গেছে, একথা তো আগে আমায় বলেন নি?

রাজ্যেশ্বর। সে কিছু-না কিছু-না; সে বিয়েই না—একটা ছেলেখেলা!

বিমল। কিন্তু জ্যোৎস্না সে ছেলেখেলা আজও ভোলে নি!

রাজ্যেশ্বর। আমার ইচ্ছে, সে যেন ভোলে; আর যত শীগ্‌গির ভোলে—তার পক্ষে ততই ভাল।

বিমল। কিন্তু আপনি জ্যোৎস্নার দিক দিয়ে কথাটা একবার ভেবে দেখেছেন কি?

রাজ্যেশ্বর। সে ছেলেমানুষ; আমি তাকে যা ব'লবো, সে কাজ সে করবে।

বিমল। আপনি ভাবছেন যে, সে আজও সেই ছোট মেয়েটীই আছে! সে যুবতী, শিক্ষিতা, তার নিজের স্বাধীন মত আছে—একথা ভুলে যাবেন না!

রাজ্যেশ্বর। আমি সমস্তই জানি বিমল! আমি শুনেছি, সে নিজে শিবনারায়ণের নাতিকে ব'লে এসেছে—তুমি আমার কেউ নও। আমার

মেয়ে তো সে ? ওবংশের সঙ্গে কোন সম্পর্ক তার থাকতে পারে না ! সেই ইস্তক, সে ছোঁড়াও তো এ গাঁয়ে আর আসে না !

বিমল। আমার বিশ্বাস, জ্যোৎস্নার মনের কথাটী আপনি ঠিক বুঝতে পারেন নি। তার স্বামী এই গাঁয়েই আছেন, সে খবরও জ্যোৎস্না রাখে।

রাজ্যেশ্বর। কবে এসেছে আবার ?

বিমল। তা জানি না, তবে তিনি এসেছেন !

রাজ্যেশ্বর। আমরা কাল কলকাতায় যাব। তোমার সঙ্গে বিয়ে হ'লে জ্যোৎস্না আর কোন আপত্তিই ক'রবে না। একটা সংস্কার অবশ্য ওর মনে আছে, কিন্তু তুমিই ওকে সুখী ক'রতে পার বিমল !

বিমল। কিন্তু আমি ভাবছি, এ বিয়ে তো আইনতঃ সিদ্ধ হবে না ? তার উপর জ্যোৎস্না যদি আপত্তি তোলে, আমি কি ক'রতে পারি—বলুন ?

রাজ্যেশ্বর। আমি ভেবেছিলাম—তুমি জ্যোৎস্নাকে ভালবাস, জ্যোৎস্নাও তোমাকে ভালবাসে !

বিমল। জ্যোস্নাকে আমি ভালবাসি। জ্যোৎস্না আমায় ভালবাসে কি না জানিনে ! তা'ছাড়া, এখনকার প্রশ্ন তাও নয়—একদিন যে জ্যোৎস্নার বিয়ে হয়েছিল, এ ঘটনাকে আপনি অস্বীকার কচ্ছেন কেমন করে ?—হিন্দু আইনে তো ডাইভোর্স্ নেই !

রাজ্যেশ্বর। ডাইভোর্সের আবশ্যক নেই—আমি বিয়ে স্বীকার কচ্ছিনা। রণেন যদি নালিশ করে, তবেই তো সে প্রশ্ন উঠবে ? আমার বিশ্বাস, ও নালিশ ক'রবে না।

বিমল। কিন্তু সমাজ তো আমাদের বিয়ে স্বীকার ক'রবে না ?

রাজ্যেশ্বর। তুমি সমাজের ভয় কর ?—

বিমল। আমার কথা নয়; কিন্তু জ্যোৎস্নার সম্মান আহত হবে! সে কি তা সহ্য করতে পারবে?

রাজ্যেশ্বর। আমি তাকে এতদিন সেই শিক্ষাই দিয়েছি?

বিমল। আচ্ছা, আমি এসম্বন্ধে স্পষ্টভাবে জ্যোৎস্নার সঙ্গে আলোচনা ক'রতে চাই!

রাজ্যেশ্বর। না না—আগে আমরা কলকাতায় যাই। আপত্তি যদি করে, তখন না-হয় বিয়ে নাই হবে! এক'দিন তুমি ওর সঙ্গে স্ত্রী-স্বাধীনতা সম্বন্ধে আলোচনা কর। ওকে তুমি বোঝাও, রণেনের সঙ্গে ওর বিয়ে—কিছুই না, It was only a child's play! মীরাটে আমি তোমার বাবার কাছে সব কথা বলি—তিনি খুব রাজী ছিলেন। তারপর হঠাৎ মারা গেলেন—Now you are master of yourself, you can do what you like.

বিমল। আচ্ছা, আমি পাঁচরকম আলোচনা করে আগে ওর মনটা বুঝে দেখি?

[প্রস্থানোদ্যত।

রাজ্যেশ্বর। বিমল, তোমার হাত ধরছি বাবা—তুমি আমায় রক্ষে কর! তুমি পার—জ্যোৎস্না সত্যি তোমায় শ্রদ্ধা করে। তুমি ছাড়া আর কারো সঙ্গে আমি ওর বিয়ে দিতে পারি নে! কোন্ কিছুর লোভে যে তুমি অন্যায় করতে পার না, জ্যোৎস্না তা জানে!

বিমল। আপনাকে বেশী কিছু ব'লতে হবে না, আমার নিজের আগ্রহও কম নয়! জ্যোৎস্নার মত মনস্বিনী মেয়েকে স্ত্রীরূপে পাওয়া কম সৌভাগ্য নয়! [প্রস্থান।

(কালীনাথের প্রবেশ)

কালী। কাকাবাবু—কাকাবাবু!

রাজ্যেশ্বর। কে—কালীনাথ? এস বাবা—এস! কদিন যে আসনি বড়?

কালী। না—আস্‌তে পারিনি। রণা এসেছে। একবেটা মাতাল বন্ধুকে নিয়ে পরশু রাত্তির বেলা এসে হাজির! দুদিন বাবুদের মদের যোগাড় দিচ্ছি—আর বলেন কেন? যার ধন তার ধন নয়, নেপোয় মারে দই! এখন আমি-ব্যাটা হ'লাম চাকর, আর উনি হ'লেন মনিব? হুকুম চালাচ্ছে কি?—

রাজ্যেশ্বর। বলকি কালীনাথ! রাতদিন মদ খাচ্ছে?

কালী। শুধু মদ! সঙ্গে বুঝি তার উপকরণ নেই?

রাজ্যেশ্বর। গাঁয়ের বুকের উপর ব'সে এই সব কাণ্ড ক'চ্ছে?

কালী। তিনি যে বড়লোক! তাঁর ধারণা—এ রাজ্যই তাঁর। তেমনি জুটেছে ওই সোণামালী—ওইই হ'চ্ছে এখন ওর ইয়ার!—আমার হ'য়েছে নরকে বাস! থাক্‌গে; এ'কদিন জ্যোৎস্নাকে একটু সাবধানে রাখবেন; কিছু বলা যায় না, যদি কোন ফাঁকে—

রাজ্যেশ্বর। আচ্ছা, তা এখন আবার কেন এল এখানে?

কালী। আমার তো মনে হয়, কি একটা কাণ্ড ক'রে পুলিশের ভয়ে ফেরার হ'য়েছে!

রাজ্যেশ্বর। কি কাণ্ড তোমার মনে হয়?

কালী। নিশ্চয়ই স্ত্রীলোক-ঘটিত ব্যাপার! হয় গুম্‌-খুন—না হয় নিয়ে ভেগেছে; দিনরাত ছোট্ট একটা ঘরে ব'সে ফিস্থর-ফাস্থর—ফিস্থর-ফাস্থর ক'চ্ছেই!

রাজ্যেশ্বর। আমি তো মেয়ে নিয়ে কালই কলকাতায় যাচ্ছি!

কালী। সেই ভাল; তাড়াতাড়ি ক'রে বিয়েটা হ'লে হয়? তখন আর আপনার দায়িত্ব কিছু থাক্‌বে না!

রাজ্যেশ্বর। কিন্তু তুমি যা পরামর্শ দিয়েছিলে—তা হ'ল না বাবা! বিমল জান্‌তে পেরেছে, জ্যোৎস্নার একবার বিয়ে হ'য়েছে।

কালী। কে ব'লেছে?

রাজ্যেশ্বর। বোধ হয় জ্যোৎস্না নিজেই।

কালী। আপনি আর দেরী ক'রবেন না কাকাবাবু! রণার সঙ্গে জ্যোৎস্নার দেখা হবার আগেই, আপনি বরকনে কলকাতায় নিয়ে যান। জ্যোৎস্নার উপর রণার খুব ঝোঁক আছে; যদি এসে হাতেপায়ে ধরে—স্ত্রীলোকের মন, বড্ড নরম কিনা? মন-গলাবার কৌশলটা খুব ভাল জানে।

রাজ্যেশ্বর। বিমল বলছিল, আইনতঃ—

কালী। প্রথম বিয়ে অস্বীকার ক'রলে আর বে-আইনি! আমি আপনাকে ভাল পণ্ডিতের ব্যবস্থা আনিয়ে দেব—আপনি মন স্থির করে ফেলুন!

রাজ্যেশ্বর। আচ্ছা ধর—রণেন যদি নালিশ করে?

কালী। নালিশ অমনি ক'রলেই হ'লো? ভয় নেই ওর?—জন্ম নিয়ে টান প'ড়বেনা আদালতে? ওদিক দিয়ে ও যাবে না; তারপর আমি আছি। ওর এখনো আশা আছে, জ্যোৎস্নার মন নরম করাবে! আপনি দেখবেন—যেন দুজনে দেখাসাক্ষাৎ না হয়!

রাজ্যেশ্বর। আচ্ছা কালীনাথ, তুমি একবার আমার ঘরে এস; তোমার সঙ্গে আমার একটা বিশেষ পরামর্শ আছে—একটু নির্জ্জনে যাওয়া আবশ্যক!

কালী। আমি তো বেশীক্ষণ ব'সতে পারবো না? রণাকে তো আমিই আটুকে রেখেছি। এখানে—এই ফাঁকে আবার জ্যোৎস্নার সঙ্গে দেখা ক'রতে না আসে?

রাজ্যেশ্বর। তা'হলে—কাল সকালে একবার এস।

[দুইজনের দুইদিকে প্রস্থান।

(বিমল ও জ্যোৎস্নার প্রবেশ)

বিমল। একথা তো তুমি আমায় আগে কোনদিন বলনি ?

জ্যোৎস্না। আমিই ঠিক জান্‌তেম না! বাবার নিষেধ ছিল, তাই কেউ কিছু বলে নি! শুধু মরবার আগে মা একটু আভাস দিয়েছিলেন; তবে আমার মন সব জান্‌তো!

বিমল। এখন তুমি কি ক'রবে জ্যোৎস্না ?

জ্যোৎস্না। আকাশ পাতাল শুধু ভাব্‌ছি, কিন্তু সমস্যার সমাধান তো কিছুই খুঁজে পাচ্ছি না!

বিমল। তোমার স্বামীর সঙ্গে কতদিন দেখা হয়নি ?

জ্যোৎস্না। বিয়ের পর চোদ্দ বছর দেখা হয়নি; তারপর একমাস আগে দুবার দেখা হ'য়েছে!

(সুধাংশুর প্রবেশ)

সুধাংশু। দিদি, কে এসেছে দেখ! বিমলদা, আপনি বুঝি চেনেন না ওঁকে ?

জ্যোৎস্না। কে রে সুধা ? কাকেও তো দেখছি নে!

সুধা। (অন্তরালে প্রচ্ছন্ন রণেনকে লক্ষ্য করিয়া) বারে—আপনি তো বেশ লোক! আসুন;—এই যে দিদি এখানে! বাবা এখন নেই।

(সসঙ্কোচে ধীরে ধীরে রণেনের প্রবেশ)

সুধা। আপনাকে কেউ কিছু ব'লবে না। এঁকে ভয় ক'রতে হবে না—ওতো আমাদের বিমলদা। বিমলদাকে চেনেন না বুঝি ? বিমলদার সঙ্গে দিদির বিয়ে হবে!

জ্যোৎস্না। আঃ সুধা, তুমি অত্যন্ত অসভ্য!

বিমল। আপনারই নাম বুঝি রণেনবাবু? আসুন,—নমস্কার!

রণেন। না—আমি যাচ্ছি; আমার ভুল হ'য়েছিল!

বিমল। কিছু ভুল হয়নি মশায়! এসতো সুধা, আমরা একটু বেড়িয়ে আসি?

সুধা। আচ্ছা বিমলদা, দিদি যে আমায় অসভ্য ব'ললে—তার মানে? আমি কি মিছে কথা ব'লেছি? আপনার সঙ্গে দিদির বিয়ের সম্বন্ধ হ'চ্ছে না?

বিমল। আঃ—

সুধা। বাবা আমায় ব'লেছেন যে! রণেনবাবু, আপনি থাকবেন তো এখানে? আপনাকে নিমন্ত্রণ ক'রবো।

বিমল। তুমি এস সুধা!

[সুধাকে লইয়া বিমলের প্রস্থান।

রণেন। কাল্‌দার কাছে শুনলাম বটে, তোমার বাবা তোমার আবার বিয়ে দিচ্ছেন। বিশ্বাস করিনি! তাই নিজে তোমায় জিজ্ঞাসা ক'রতে এসেছিলাম।

জ্যোৎস্না। তুমি আবার কেন এখানে এলে? আমি তো তোমায় বারণ ক'রেছি, এ বাড়ীতে তুমি এস না! বাবা তোমার আসা পছন্দ করেন না! তোমায় দেখ্‌তে পেলে হয়তো অপমানও ক'রতে পারেন! তুমি এসেছ, অথচ আমি তোমায় ব'স্‌তে ব'লতে পারছি না!

রণেন। ব'সবার তো আর দরকার নেই জ্যোৎস্না! আমি যে কথা জিজ্ঞাসা ক'রতে এসেছিলাম, তার উত্তর পেয়েছি। আচ্ছা, আমি চল্লাম!

জ্যোৎস্না। কি উত্তর পেয়েছ?

রণেন। আর কি উত্তরের দরকার? তোমার বরের সঙ্গে প্রত্যক্ষ আলাপ পর্য্যন্ত হয়ে গেল।

জ্যোৎস্না। নিজের স্ত্রীকে এইভাবে তুমি অপমান ক'রতে চাও !

রণেন। আমি স্ত্রীকে অপমান কচ্ছি—না স্ত্রী আমায় অপমান কচ্ছে? —অপরাধ কার জ্যোৎস্না !

জ্যোৎস্না। বাবার যা ইচ্ছে, তাই বল্‌তে পারেন ; আমিও যে তাই ক'রবো—এই কি তোমার ধারণা ?

রণেন। প্রত্যক্ষ দেখছি, তোমার বাবার কথায় তুমি স্বামীত্যাগ করেছ। কি ক'রে বুঝবো, তোমার বাবার দ্বিতীয় আজ্ঞা তুমি লঙ্ঘন ক'রবে ?

জ্যোৎস্না। আমি বাবার আদেশে তোমার ঘর না ক'রতে পারি ; কিন্তু তাতে কি স্বামীত্যাগ করা হয় ? তুমি জান, বাবা বৃদ্ধ—তাঁকে ছেড়ে যাওয়া আমার পক্ষে কত কঠিন ।

রণেন। শোন জ্যোৎস্না ! যদি তুমি স্বামী চাও, এই দণ্ডে আমার সঙ্গে চলে এস ; নইলে কাল হয়তো আমায় পাবে না। তোমার বাবা তোমায় আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবেন ! আজ আমি তোমায় ছাড়বো না জ্যোৎস্না ! যদি আমায় ভালবাস—চল আমার সঙ্গে ; এতে কোন অন্যায় নেই !

জ্যোৎস্না। বাবার প্রাণে বড় আঘাত লাগ্‌বে !

রণেন। আজ যদি তুমি আমার সঙ্গে না এস, আমি তোমায় ব'লছি জ্যোৎস্না ! তোমার বাবা বিমলের সঙ্গে তোমার বিয়ে দেবেন। আমি কাল্‌দার কাছে শুনেছি—বিয়ের সব ঠিক্‌ঠাক্।

জ্যোৎস্না। বাবা আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমার বিয়ে দিতে পারেন না !

রণেন। পণ্ডিত এসে তোমায় বোঝাবেন, তোমার আগের বিয়ে কিছুই না—এতদিন তুমি কুমারী আছ ! তারপর তোমার বুড়ো বাবার

অনুরোধ; তার উপর বিমল তোমায় ভালবাসে—বিমল বড়মানুষ! আমার ঠাকুর্দ্দা তোমার ঠাকুর্দ্দাকে জেলে দিয়েছিলেন, তোমার হাত ধরে তোমার বুড়ো বাপ চোখের জল ফেলবেন—সে চোখের জলে আমি কোথায় ভেসে যাব।

জ্যোৎস্না। আমি জানি, হিন্দুর মেয়ের একবারই বিয়ে হয়। সে বিয়ে আমার হয়েছে।

রণেন। আমি শুনেছি, তোমার বাবা এমনও বলেছেন, যদি দরকার হয়, বিমল আর তুমি প্রথমে মুসলমান হবে; তারপর, তোমাদের বিয়ে হয়ে গেলে তোমরা সবাই শুদ্ধি নিয়ে আর্য্যসমাজভুক্ত হবে!

জ্যোৎস্না। আমি কোন আইন জানিনে, কোন সমাজ জানিনে—আমি জানি, তুমিই আমার স্বামী! তবে বাবা আমায় বড় ভালবাসেন, মায়ের মৃত্যুর পর মায়ের মত যত্ন করেই আমাদের দুই ভাইবোনকে মানুষ ক'রেছেন—যদি পারি, যতদিন পারি তাঁর মনে কষ্ট দেব না!

রণেন। আর, আমার মনে কষ্ট দিতে তোমার কোন আপত্তি নেই জ্যোৎস্না?

জ্যোৎস্না। আমার বিশ্বাস, তুমি আমার প্রাণের কথা বুঝবে। স্বামীস্ত্রী একপ্রাণ—এ শুধু শাস্ত্রের কথা নয়; আজ একথা আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি। তুমি আমায় বিশ্বাস কর, তুমি আমায় রক্ষা কর—আমি বড় সঙ্কটে পড়েছি!

রণেন। তাইতো আমি তোমায় ব'লছি জ্যোৎস্না, আমার সঙ্গে এস! এখানে থাকলে আমি তোমায় হারাব, তুমি আমায় হারাবে। এখানে সবাই ষড়যন্ত্র ক'রছে, কি ক'রে আমাদের স্বামীস্ত্রীর ভিতর চরম বিচ্ছেদ হয়!

(রাজ্যেশ্বরের প্রবেশ)

রাজ্যেশ্বর। জ্যোৎস্না!

জ্যোৎস্না। বাবা আপনার পায়ে পড়ি, আমার মিনতি—আপনি একটি কথাও ব'লবেন না।

রাজ্যেশ্বর। না—আমি শুধু জন্‌তে চাই, শিবনারায়ণের নাতি আমার ভিটেয় কেন?

রণেন। শিবনারায়ণের নাতি আপনার ভিটেয় কখনই আস্‌তো না, যদি না আপনি তার স্ত্রীকে আটকে রাখ্‌তেন। আমি আমার স্ত্রীকে নিতে এসেছি।

রাজ্যেশ্বর। তোমার স্ত্রী! কে তোমার স্ত্রী? আমি তোমার স্ত্রীকে চিনি নে!

রণেন। তাহ'লে চিনিয়ে দিতে হ'চ্ছে। আমার স্ত্রী শ্রীমতী জ্যোৎস্নাময়ী দাসী—এই আমার সামনে, আপনার মেয়ে!

রাজ্যেশ্বর। আমার মেয়ে কুমারী—আজও তার বিয়ে হয়নি। তুমি এখান থেকে যেতে পার!

রণেন। জ্যোৎস্না, তুমি বল—তোমারও কি এই মত? তোমার মুখের কথা শুনলে তবে আমি এখান থেকে চলে যাব, নইলে যাব না তুমি বল, তুমি কুমারী!

জ্যোৎস্না। বাবা, জানেন তো—শ্বশুরজামায়ে ঝগড়া হয়, তার ফলে সতী দক্ষযজ্ঞে দেহত্যাগ করেন।

(সনাতনের প্রবেশ)

সোনা। বাবু—বাবু—খোকাবাবু!—

রণেন। কি গো সোনাদা?

সোনা। সর্ব্বনাশ হ'য়েছে বাবু! তোমার বন্ধু ভবেশ বাবুকে

পুলিশে গেপ্তার ক'রেছে। একদল কনষ্টেবল সারা বাগান ঘিরে ফেলেছে ;—তোমার খোঁজ ক'রছে—তোমার নামে নাকি ওয়ারেণ্ট আছে !

রণেন। আমার নামে পুলিশের ওয়ারেণ্ট, ভবেশকে গ্রেপ্তার ক'রেছে—এসব কি ব'লছো সোনাদা ? কেউ বুঝি তোমায় ঠাট্টা করেছে ?

সোনা। ঠাট্টা আবার কে ক'রবে বাবু ? আমি নিজের চোখে দেখে এলাম। বুড়ো হ'য়ে ম'রতে চলেছি, আমি আর পুলিশ চিনিনে খোকাবাবু ?

রণেন। আচ্ছা, আমি যাচ্ছি—তুমি যাও সোনাদা ! পুলিশের বাবুকে গিয়ে বল, বাবু আসছেন। (জ্যোৎস্নার প্রতি) জ্যোৎস্না !

সোনা। না বাবু—তোমার পায় পড়ি খোকাবাবু, তুমি সেখানে আর যেওনা। তুমি এগাঁয়ে আর থেকো না—তুমি সরাসর অন্য কোন জায়গায় চলে যাও !

রণেন। আঃ সোনাদা, ছেলেমানুষী ক'রোনা—যা ব'ললাম তাই কর। আমি দু'মিনিটে যাচ্ছি। (জ্যোৎস্নার প্রতি) জ্যোৎস্না বল—তোমার বাবার কথা সত্যি, না মিথ্যে।

সোনা। আমি কি ক'রে সেখানে যাব খোকাবাবু ! আসবার সময় দিউড়ির দোরের কাছে কালীবাবুর সঙ্গে দেখা হ'লো—কালীবাবু চুপি চুপি আমায় ব'লে দিলে যে, তুই আর এদিকে আসিস্‌নি—তুই বাবুর পেয়ারের চাকর, বাবুকে না পেলে বাবুর বদলে তোকে ধরে নিয়ে যাবে !

রণেন। তা নিয়ে যায় যাবে—তুমি যাও এখান থেকে !

সোনা। 'নিয়ে যায় যাবে,—বাঃ রে ! আমায় পুলিশে নিয়ে যাবে—

আর তুমি কিছু বল্‌বে না? আমি কাচ্চাবাচ্চা লিয়ে থাকি, আমার ইস্ত্রী আছে, বুড়া বয়েসে আমায় পুলিশে ধরে লিয়ে যাবে—আর তুমি কিছু বল্‌বে না?—বেশতো!

রণেন। তুমি চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাক—যেতে হবে না কোথাও। (জ্যোৎস্নার প্রতি) জ্যোৎস্না! আমি তোমায় ব'লছি শেষবার, যদি তুমি আমায় স্বামী ব'লে স্বীকার কর—এই মুহূর্ত্তে কারও মুখ না চেয়ে আমার সঙ্গে চলে এস। যদি না এস, আমি বুঝবো—এ সংসারে আমি একা, আমি তোমার কেউ না—তুমি আমার কেউ না!

রাজ্যেশ্বর। জ্যোৎস্না! তুই কিছু বলিস্‌নে; ওর কথার জবাব দেওয়ার কোন দরকার করে না!

(ব্যস্তসমস্তভাবে কালীনাথের প্রবেশ)

কালী। এই যে ভায়া—তুমি এখনো এখানে দাঁড়িয়ে! শীগ্‌গীর যাও—পালাও! আমি গাড়ী ডেকে এনেছি। ষ্টেশনের দিকে যেওনা —সেখানে পুলিশ আছে। সোনা-ব্যাটাকেও সঙ্গে নিয়ে যাও, নইলে ওটাকেও ধরবে!

সোনা। কি হবে বাবু—কি হবে?

কালী। বেশী কিছু না—বছর পাঁচেক ক'রে জেল!

রণেন। কিসের charge? Charge sheet দেখেছ?

কালী। হুঁ—বৌচুরী।

রণেন। বৌচুরী! তুমি কি ব'লছ কাল্‌দা?

কালী। কাল্‌দা তো ব'লছে না—ব'লছে পুলিশ। তোমার ক'লকাতার বাড়ীর পাশে খোলার বস্তীতে কে এক মন্মথ ঘোষ থাকে। তুমি যেদিন এখানে এস, সেই রাত থেকে তার বউ শ্রীমতী তরলাবালা

দাসীকে পাওয়া যাচ্ছে না। মন্মথর ভাই তারক ঘোষের ধারণা—তুমি এই কাজ ক'রেছ!

রাজ্যেশ্বর। বাঃ বাঃ—চমৎকার! শিবনারায়ণের উপযুক্ত বংশধরই বটে! একটি স্ত্রীলোকে এইভাবে ঘরছাড়া ক'রে—এসেছ আমার মেয়েকে মজাতে? যাও এখান থেকে—তুমি আমার মেয়ের কেউ নও!

জ্যোৎস্না। বাবা—বাবা, তোমার পায় পড়ি বাবা!

কালী। আপনি আর এর উপর মাথাগরম ক'রবেন না কাকাবাবু! কেসটা ভয়ানক complicated—ছেলেটাকে বাঁচাতে হবে তো?

রণেন। তার জন্য তোমার মাথা ঘামাবার আবশ্যক করে না কালুদা! বাঁচি মরি—আমিই বুঝবো। এস সোনাদা! (জ্যোৎস্নার প্রতি) জ্যোৎস্না, আমি চল্লাম! তোমার সঙ্গে আর দেখা হবে না! আমার ঠাকুদ্দা অন্যায় করেছিলেন, আমি যথাসাধ্য তার প্রায়শ্চিত্ত ক'রেছি—তবু তোমাদের মন পাইনি! মনে রেখ, তুমিই আমায় ত্যাগ ক'রলে—আমি তোমায় ত্যাগ করিনি। একদিন এভুল তুমি বুঝবে। বুঝবে—তোমার জীবনে তোমার পরম শত্রু তোমার বাবা; কিন্তু সেদিন আমায় আর পাবে না!

[সনাতন ও রণেনের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

চাঁপাপুকুর। জমিদারবাবুর কাছারী বাড়ী।

কালীনাথের ঘর। কালীনাথ ও তারক পরস্পর কথা কহিতেছে।

তারক। তাহ'লে এখানে তাকে আনেনি?

কালী। দূর পাগল! এখানে কখনো আনতে পারে? এ যে তার পৈত্রিক জমীদারী। এখানে আন্‌লে লোক-জানাজানি হবে না?

তারক। তাহ'লে কোথায় নিয়ে গেল? আচ্ছা, রণেনবাবু তো ক'লকাতা থেকে বরাবর এখানেই এসেছিলেন?

কালী। তারপর বরাবর এখান থেকে সেখানে গিয়ে উঠেছে—অত্যন্ত সহজ ব্যাপার!

তারক। কোথায় গেল! আমি তো ক'লকাতা সহর পাঁতি পাঁতি ক'রে খুঁজে দেখেছি।

কালী। ক'লকাতায় খুঁজলে কি হবে? ক'লকাতায় কি থাক্‌তে পারে?

তারক। এখনো যদি বৌদির দেখা পাই, আমি কেঁদে তাঁর দু'পায় ধরে বলি—তুমি ফিরে এস, আমার দাদাকে বাঁচাও!

কালী। তোর দাদার অসুখ নাকি?

তারক। অসুখ আর কিছুই না—তিনি চুপটী ক'রে শুয়ে থাকেন, কারও সঙ্গে কথা কন না, রোজ জ্বর হয়!

কালী। আহা, দেখ দেখ—খুঁজে দেখ! আজকালকার ছেলেগুলো বৌ বৌ ক'রেই সারা হ'লো। আর, বৌগুলোও হ'য়েছে তেমনি—একটু যদি দয়াধর্ম্ম থাকে! এই দেখ না, রণার বৌটা?

তারক। আচ্ছা কালীবাবু, আপনার কি বিশ্বাস—রণেনবাবু এই কাজ ক'রেছেন? আমার কিন্তু—

কালী। দেখ তারক, কথাটা হ'চ্ছে কি জান? আমার বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথাই নয়! পুলিশ যখন সন্দেহ ক'রেছে, তখন আমার তো মনে হয়—ভিতরে কিছু গলদ আছে!

তারক। বাইরে ঐ রকম ভদ্রলোক—আশ্চর্য্য!

কালী। মানুষ চেনা কি সহজ তারক?

তারক। যদি একবার মুখোমুখি রণেনবাবুর দেখা পাই! আচ্ছা, রণেনবাবু এখন কোথায় আপনার ধারণা কালীবাবু?

কালী। তারক, তুমি এরকম বুদ্ধিমান ছোক্‌রা হ'য়ে আমায় এই প্রশ্নটা ক'রলে? তোমাদের সে যতই অন্যায় ক'রে থাক, আমার সঙ্গে যে তার নাড়ীর টান র'য়েছে—আমি জান্‌লেও তো তোমায় ব'লতে পারবো না!

তারক। আমার বিশ্বাস, রণেনবাবু নির্দ্দোষী। একবার যদি তাঁর দেখা পাই, পুলিশ তাঁকে কেন সন্দেহ ক'রলো—সেটা জানা যাবে।

কালী। পুলিশ ঠিকই সন্দেহ ক'রেছে! তোমাদের উপর সত্যি বড় অত্যাচার হ'য়েছে। আচ্ছা, তুমি একবার কাশীতে সন্ধান করে দেখনা? নিজের বাড়ীতে নেই—বাড়ী ভাড়া করে আছে নিশ্চয়ই!

তারক। কাশী তো আর ছোটখাট জায়গা নয়, কোথায় তাদের পাব?

কালী। আমার এক বন্ধু চিঠি লিখেছে। আমি ব'লতাম না; কিন্তু না—এর একটা মীমাংসা হ'য়ে যাক্। তুমি গিয়ে দেখা কর একবার। বন্ধু সন্দেহ করে, ১৭নং গোধুলিয়া রোডের সামনে রণেনকে একটা বাড়ী

থেকে বেরিয়ে আসতে দেখেছে। ঠিক কোন্ বাড়ীটা—সে ঠিক ধর্'তে পারে নি।

তারক। আমি রণেনবাবুর সঙ্গে দেখা ক'রবো; তবে দাদার বড় অসুখ—তিনি একটু ভাল হ'লেই আমি যাব।

কালী। দেখো বাবা, মিঠে কথায় কাজ সেরো; ঝোঁকের মাথায় যেন খুনজখম ক'রে ব'সোনা। তুই ছেলেমানুষ—ইচ্ছা হ'য়েছে একবার ঘুরে আয়। তোর হাতে টাকাকড়ি নেই বোধ হয়? এক কাজ কর্ বাবা, এই পঁচিশটা টাকা রেখে দে,—বিদেশবিভূঁই জায়গা? (টাকা দিল)।

তারক। (টাকা লইয়া) আপনার এ টাকা আমি যেমন ক'রে পারি শোধ দেব। আপনার এ উপকার আমি কখনো ভুলবো না!

কালী। তা'হলে আর দেরী করিস্ নে। দেখিস্ বাবা, রাগের মাথায় ছেলেটাকে যেন প্রাণে মারিস্নে! একটা অন্যায় ক'রে ফেলেছে —দশ বছর জেল খাটুক, কিন্তু প্রাণে বেঁচে থাক্! আমার সাক্ষাৎ মামাতো ভাই—আয় আয়।

[উভয়ের প্রস্থান।

দৃশ্যান্তর

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজীউর ঠাকুরবাড়ী-সংলগ্ন বাগান। রাস উপলক্ষে ঝুমুর গান হইতেছে। সনাতন ও কালীনাথ সেখানে উপস্থিত আছে।

গান

মনের মানুষ কেমন ধারা, তোদের বলি শোন্
ওরে অবোধ মন্!
বেদ-পুরাণে কোরাণে তার—
পায় না দেখা কোন জন।
সহজ হ'তে অতি সহজ—
আরো সহজ সে,
আপনি এসে হয়গো উদয়
হৃদয়-আকাশে!
চন্দ্, সুরুয্, যেমন ভাসে,
আপন ভাবে আপনি হাসে,
সে আকাশে শ্রাবণমাসে
হয় না বারি বরিষণ!
জেতের বিচার নেইকো তাহার,
বামুন কায়েত শুঁড়ি কাহার
একই সাথে করেন আহার
গুরুর কৃপায় সবাই তাহার
গোপনে পায় দরশন॥

রাজ্যেশ্বর, বিমল, জ্যোৎস্না প্রভৃতিকে দূর হইতে আসিতে দেখিয়া কালীনাথ তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিতে করিতে বলিল—

কালী। আসুন আসুন—আপনি কার উপর অভিমান ক'রবেন বলুন তো কাকাবাবু?—আপনার পৈত্রিক সম্পত্তি, পৈত্রিক ঠাকুর! এই সম্পত্তি নিয়েই তো গোলমাল!

রাজ্যেশ্বর। হুঁ; এই রাধাগোবিন্দ আমার প্রপিতামহের প্রতিষ্ঠা। প্রথম যেদিন বেদখল হ'ল কালী—বাবা সাতদিন জলস্পর্শ করেন নি!

বিমল। আপনি বসুন—গান শুনুন; ওসব পুরোন কথা আর তুলবেন না।

সনাতন। এস মা-লক্ষ্মী! আমার দাদাবাবু এখানে নেই, তবু তুমি আছ—আমি মনে একটু শান্তি পাই মা! দাদাবাবুর নামে যে যা রটাচ্ছে, ওর সব মিথ্যে মা—আমি বিশ্বাস করিনে।

জ্যোৎস্না। তুমি চুপ কর সোনাদা! এখন ওসব কথা কইবার দরকার নেই।

কালী। ওহে ওস্তাদ—এইবার গান ধর!

(দুইটী মেয়ে গান ধরিল)

গান

(আমি) তোমার তরে কাঁদি
ওগো পাগলা বরের কনে—
তুমি কিসের তরে মনের কথা
লুকিয়ে আছ মনে মনে;
আমি জানি গো জানি
ও মা শিবানী!

পাড়ায় হয় কানাকানি,
বরকে তোমার পর ভেবে কেউ—
কয়নি কথা তার সনে।
আমি দেখিনি এমন!
তোমার ঝরে দুনয়ন—
বরের তরে বাপের ঘরে
সরে নাকো মন!
পর যে ছিল আপন হল—
(তুমি) পর করিলে আপন জনে॥

(গান চলিতেছে—ইতিমধ্যে গুপে গুণ্ডার প্রবেশ)

গুপে। এই কালীবাবু! বাবা, এইখানে লুকিয়ে র'য়েছো?... তবু ভাল তোমার দর্শন মিললো!

[গুপেকে লইয়া কালীনাথের প্রস্থান।

বিমল ও জ্যোৎস্না গুপেগুণ্ডাকে লক্ষ্য করিল এবং কালীনাথ তাহাকে লইয়া কি করে, সনাতনকে সেই সন্ধান লইতে উপদেশ দিল।

দৃশ্যান্তর

পুনরায় বাগানবাড়ী—বাহিরের ঘর। গুপে ও কালীনাথ।

কালী। তুই বেটা, এখান পর্য্যন্ত ধাওয়া করলি?

গুপে। ক'লকাতায় তোমার দর্শন যদি না মেলে তো, এখানে না এসে কি করি আর? এখন আর তিনশো টাকা বার কর লক্ষ্মী-ছেলেটীর মত।

কালী। এখানে রাসের মেলা ব'সেছে; যাই কি ক'রে—বল্? তারপর,—খবর কি?

গুপে। 'তারপর' আর কি? কাশীর আটঘাট সব ঠিক ক'রে ফেলেছি! বাছাধনের সেদিকে আর চালাকিটী চল্‌বে না! এইবার ঠিক হয়েছে। শালা আমায় অপমান ক'রলো—দশজনের সামনে!

কালী। তরলা ছুঁড়িটে ঠিক রণার হাতে গিয়ে প'ড়েছে তো?

গুপে। প'ড়বে না আবার? এদিকে তুমি বাবা এখানে ব'সে ব'সে কলকাঠি নাড়ছ! কালীবাবু, তুমি কি কম খেলোয়াড়? ঠিক জায়গায় বামাল হাজির ক'রে দিইছি। এইবার বাবা আমায় বক্‌শিস্ দাও—ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাই!

কালী। সে তায়্‌কা ছোঁড়াটা এখন কোথায়?

গুপে। সে বেটা হ'ন্তে কুকুরের মত বৌদি বৌদি ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি কাশী থেকে এলে আমায় এসে ধরেছে, বলে—পুলিশে দেব!

কালী। তুই কি বললি?

গুপে। আমি ব'ল্লাম—শালা! ফের যদি ওকথা বলবি তো, জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দেব! শালা—জাননা আমায়? ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদ দেখনি শালা? আমার কাছে চালাকি!

কালী। তুই যে শুধু শুধু চ'টেই খুন হলি! তায়্‌কার উপর রাগ—তা আমার সামনে মুখ খিঁচুচ্চিস্ কেন? এইবার তায়্‌কাকে ঠিকানাটা দিয়ে দিবি—বাস্!

গুপে। হ্যাঁ, আমি ঠিকানা দি—আর শালা এসে আমায় বলুক, "তুই কোথায় ঠিকানা পেলি?—তাহলে তুই জানতিস্"? অমন কাঁচা কাজ গুপে করে না! দিতে হয়, তুমি দাও—আমি ওর মধ্যে নেই বাবা!

কালী। তুই ব্যাটা, তোর ঐ গ্রামতারি চালটা ছাড়্ দিকিনি? বুদ্ধির বেরোসপতি! এতই যদি বুদ্ধি তো, তিন-তিনবার জেল খেটেছিলি কেনরে হতভাগা?

গুপে। সেটা বুদ্ধির দোষে নয় কালীবাবু—সেটা বরাতের দোষে। তুমি ত এখানকার রাজা আছ কালীবাবু! এইবার আমায় বিদায় ক'রে দাও বাবা!

কালী। ব্যাটা যেন ঘোড়ায় জিন দিয়ে এল? দেখতে পাচ্ছিস, এখানে ঠাকুরবাড়ীর রাস চলছে। রাসের পরই তো কলকাতায় যাব। সেখানে গিয়ে যা হয়—

গুপে। ওসব আমি বুঝিনে কালীবাবু! তুমি দেবে তো দাও; আর না দাও তো, ঐ রণেনবাবুর স্ত্রীকে আমি সব কথা ব'লে দেব!

কালী। সে ভয় আমায় দেখাস্‌নে গুপে—আটঘাট বেঁধে তবে কালীনাথ কাজ করে। রণেনবাবুর স্ত্রী—আমার ভারি পতিব্রতা স্ত্রী কিনা? স্বামীর ভাবনায় তাঁর ঘুম নেই সারারাত!

গুপে। আহা, রাগ কর কেন কালীবাবু? আচ্ছা এ বেলা না হয়, তোমার এখান থেকে—রাতের গাড়ীতে কলকাতায় যাব। চল না—তোমাদের এখানকার ঝুমুর গান শুনে আসি; যাবার সময় কিন্তু তিনশো টাকা আমার চাই!

কালী। না—তুই বেটা আর এ চেহারা নিয়ে দশজনের সাম্‌নে হাজির হোসনে! টাকা—টাকা অমনি গাছের ফল কিনা।

গুপে। গাছের ফল কিনা—এক্ষুণি দেখিয়ে দিতে পারি বাবা!

কালী। ঢের হ'য়েছে—থাম্, আর দেখাতে হবে না। তুই বেটা ঠাট্টাও বুঝিস্‌নে? তোর টাকা দেব না?—তুই কতবড় কাজ ক'রেছিস!

আর একটা কাজ ক'রতে পারিস বাবা? নে—এই দশ টাকা নে—ক'লকাতায় গিয়ে আমোদ-আহ্লাদ করিস্।

গুপে। কি কাজ বাবা?—ধাঁ ক'রে একেবারে দশটা টাকা বায়না দিয়ে ব'সলে! এইবার দেখছি, তুমিই এখানকার রাজাবাবু হবে কালীবাবু!

কালী। শোন্—তুই ছাড়া এ কাজ আর কেউ পারবে না (পিস্তল দেখাইল)—এই দেখ্।

গুপে। কি বাবা—আবার পিস্তল কেন বাবা! গুলি ক'রে মারবে নাকি?

কালী। চেঁচাসনি বেটাচ্ছেলে—সোনা বেটা আবার কোন্ ফাঁকে শুন্‌বে!

গুপে। এ তুমি কোথায় পেলে কালীবাবু? এর মালিক কে?

কালী। শোন্ না—বলি; এর মালিক আপাততঃ কেউ নেই। এইটে নিয়ে তুই ক'লকাতায় যা।

গুপে। তারপর পুলিশ আমায় ধরুক্?

কালী। আমার কথাটাই আগে শোন্? এটা কোন গতিকে যদি তায়্‌কার হাতে দিতে পারিস্—তাহ'লেই ষাঁড়ের শত্রু বাঘে মারে! আর না পারিস—গঙ্গার জলে ফেলে দিবি!

গুপে। ও বাবা—ভেবে চিন্তে খুব চাল বের ক'রেছ বটে! তুমি আমার গুরুদেব কালীবাবু—নমস্কার! কিন্তু এটি পেলে কোথায়?

কালী। তোর অত খবরে দরকার কিরে বাপু! তোকে যা বল্লাম, তাই কর দেখি? যদি কাজ হাঁসিল হয়—মবলক্ টাকা বক্‌শিস্ পাবি।

গুপে। আচ্ছা, আচ্ছা—দাও; শালা আমায় অপমান ক'ল্ল দশজনের

সাম্‌নে! সেই দিনই জানি, ওশালার মরণ বাড় বেড়েছে! এটা তার্‌কাকে দেব—কিন্তু বাবা কাশীর ঠিকানা আমি ব'লবো না; শালা আমায় ধ'রবে!

কালী। আচ্ছা আচ্ছা—সে ব্যবস্থা আমি ক'রবো। দেখিস্ বাবা, সাবধানে রাখিস্—

(সনাতনের প্রবেশ)

সোনা। কালীবাবু—এই চিঠিখানা একবার দেখতো?—

কালী। কে রে?—বেটাচ্ছেলে সোনা বুঝি?

সোনা। বাপ তুলনি বলছি কালীবাবু—ভাল হবে না! তুমি বড়লোক আছ—আছই; বাপ-মা সবার সমান!

কালী। তবে রে বেটা—মুখের উপর জবাব? ব্যাটার মুখ জুতিয়ে ছিঁড়ে দেবো না ব্যাটা! গুপে, দে তো ব্যাটাকে ঘাড় ধরে বার ক'রে দে তো; ব্যাটা! আমার উপর গোয়েন্দাগিরি ক'র্ত্তে এসেছ—ব্যাটা? গুপে দে—বার ক'রে দে ব্যাটাকে!

গুপে। গুপে তোমার চাকর-দরোয়ান কিনা? তুমি ব'সে ব'সে হুকুম চালাবে—আর গুপে সেই হুকুম তামিল ক'রবে! সে বান্দা আমায় পাওনি কালীবাবু?—আমার কাছে নগদা কারবার, ফেল্‌ কড়ি মাখ তেল। আগের টাকা শোধ কর আগে—তারপর—পরের কথা; তবু তো একটা ফাউ কাজ নিয়েছি!

সোনা। তোমার গুপে তো এলো নি—এইবার তুমি এস কালীবাবু? আমিও গয়লার পো! জুতো বার কর দেখি—মামাতো ভাইয়ের ভাত খেয়ে গায়ে কত জোর ক'রেছ? কত জোড়া জুতা ঘরে রেখেছ?

কালী। তবে রে বেটাচ্ছেলে—যতবড় মুখ নয়, ততবড় কথা? এ আর মেণীমুখো রণেন দত্তকে পাওনি?

[কালীনাথ আসিয়া সনাতনের ঘাড় ধরিল ; প্রথমে জ্যোৎস্না পরে রাজ্যেশ্বর প্রবেশ করিলেন]

জ্যোৎস্না। এ কি! বাবা—বাবা, অপনি একবার এইদিকে আসুন! আপনার সাম্‌নে কথাটা হওয়া দরকার।

সনাতন। এস—এস মা-লক্ষ্মী! একবার দেখ—নিজের চোখে দেখে যাও—এইবার আমি যদি তোমার ঘাড়টা ধরি, তোমার মানটা কোথায় থাকে কালীবাবু?

রাজ্যেশ্বর। একি কালীনাথ—ছিঃ! সনাতন চুপকর;—জ্যোৎস্না! কি ব'লতে চাও—বল?

জ্যোৎস্না। আমি প্রায়ই শুনতে পাই, সোনাদার সঙ্গে উনি অত্যন্ত দুর্ব্বাব্যহার করেন! আজ নিজের চোখে দেখ্‌লাম। (কালীনাথের প্রতি) অনেক প্রজা আপনার আচরণে ক্ষুণ্ণ, মুখে কেউ কিছু ব'লতে সাহস করেনা!

কালী। আমি কি করি না করি, তার হিসেবনিকেশ কি আমায় তোমার কাছে দিতে হবে জ্যোৎস্না?

জ্যোৎস্না। হ্যাঁ—দিতে হবে। সেইজন্যই আমি এলাম। আজ থেকে সাতদিনের ভিতর আপনি সমস্ত হিসেবনিকেশ তৈরী ক'রে রাখবেন। আমার উকিল কৈফিয়ৎ নেবেন!

কালী। তুমি—তুমি জ্যোৎস্না! এই সব কথা তুমি আমায় ব'লতে সাহস কর?

জ্যোৎস্না। হ্যাঁ—সাহস করি। কেননা, এ সম্পত্তির মালিক আমি।

কালী। মালিক তুমি! কি স্বত্বে তুমি মালিক হ'য়েছ, সেটা শুনতে পাই?—

জ্যোৎস্না। কেন পাবেন না? আমার স্বামী আমায় দান ক'রেছেন, আপনি নিশ্চই জানেন!

রাজ্যেশ্বর। জ্যোৎস্না! তোমার স্বামী দান করেছেন? তিনি দান করবার কে? তাঁর কি অধিকার?

জ্যোৎস্না। বাবা! আপনি এতে কথা কইবেন না। আপনার আদেশ আমি মাথায় ক'রে নিয়েছি—স্বামীর সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই! কিন্তু তিনি যে আমার স্বামী, একথা আমি অস্বীকার ক'র্ত্তে পারবো না!

রাজেশ্বর। অস্বীকার করতে পরবে না?

জ্যোৎস্না। না বাবা!

রাজেশ্বর। তাহ'লে তার সঙ্গে তোমার চ'লে যাওয়াই উচিত ছিল! সেদিন সে যখন নিতে এসেছিল, তুমি যাওনি কেন?

জোৎস্না। এ সম্পত্তি আমার স্বামী আমায় দান ক'রেছেন। তাঁর দান না নিয়ে আমি তাঁকে অসম্মান ক'রতে পারিনে!

রাজ্যেস্বর। দান ক'রেছেন—দান ক'রেছেন! তিনি দান করবার কে? আমার পৈতৃক দেবত্তর সম্পত্তি আমার মেয়েকে দান ক'রে তিনি বাহাদুরী দেখাচ্ছেন! জ্যোৎস্না, এ দান নেওয়া তোমার উচিত হয়নি।

কালী। আপনি আর মাথা গরম ক'রে জ্যোৎস্নার উপর রাগ কয়্বেন না কাকাবাবু! ও ছেলেমানুষ, ওকে যা বুঝিয়েছে—ও তাই বুঝেছে।

জ্যোৎস্না। বাবা, অপনি আমার কথা ভাল ক'রে শুনুন। অমি এ দান নিতাম না—নিতে বাধ্য হ'য়েছি—কালীবাবু, আমি ছেলে-মানুষ নাই! সম্পত্তি যিনি তত্ত্বাবধান ক'রছেন, আমার বিশ্বাস—তিনি অত্যাচারী, অসৎ, মিথ্যাবাদী; সুতরাং এ সম্পত্তি আমি তাঁর হাতে আর রাখতে পারিনে!

গুপে। বাঃ বাঃ বাঃ, আপনি বড় ভাল কথা ব'লেছেন মাঠাক্‌রুণ,—ঠিক কথা! কালীবাবু বড় মিথ্যুক—বড় পাজী! আপনি ওর মুখের মত জুতো দিয়েছেন মা!

কালী। তুই থাম্ বেটা, সময় বুঝে রাঙের উপর রসান চড়াচ্ছে!—দেখছেন কাকাবাবু, আপনার মেয়ের আচরণ দেখছেন? আমি কোথায়—

গুপে। মাইরি কালীবাবু, মাঠাক্‌রুণ কিন্তু বড় সত্যি কথা ব'লেছেন! তুমি বাবা—একটি আস্ত হারামজাদা!

কালী। আরে গেল যা—বেটা নাই পেয়ে যে ভারি বাড়িয়ে তুললো দেখছি?

গুপে। তা তুমি রাগ কর আর যাই কর কালীবাবু—আমি তোমায় কেয়ার করিনে! আমার হাতে তুমি আছ বই, আমি তোমার হাতে নেই বাবা!

রাজ্যেশ্বর। এ লোকটি কে কালীনাথ? একে যেন কলকাতার রাস্তায় দেখেছি!

গুপে। হ্যাঁ—হ্যাঁ, ঠিক—ঠিক! আমি তো বাগবাজারের গুপেগুণ্ডো আছি—আমায় কে না চেনে? আমি মশায় ভাড়াটে গুণ্ডা! উনি আমায় ভাড়া ক'রে এনে সব পয়সা দিলেন না! এখন এখানে ব'সে জমিদারী চাল দেখাচ্ছেন বাবু!—

রাজ্যেশ্বর। কালীনাথ, আমি তোমায় জানতেম ভাল লোক! এই সব মানুষ তোমার সঙ্গী?

গুপে। আমায় সঙ্গী না ক'রে উনি কি ক'রবেন বাবু? ওঁর যে অনেক নোংরা কাজ ক'রতে হয়। সে সব কাজ তো আমি ছাড়া আর কেউ পারবে না!

জ্যোৎস্না। আজ চল্লাম ; কিন্তু আপনাকে যা ব'লেছি, তা যেন হয় ! আমার আরও বিশ্বাস, আমার স্বামীর নামে যে দুর্নাম রটেছে—তার মূলেও আপনি !

গুপে। হাঁ্যা—হ্যাঁ, ঠিক কথা মাইজী—আপনি ঠিক ধরেছেন। ও সব নষ্টের মূল—ওই উনি ! উনি এখান থেকে ব'সে ব'সে কলকাটি ঘোরাচ্ছেন !

কালী। গুপে—হতভাগা পাজী ব্যাটা ! বেরো এখান থেকে—বেরো ব'লছি !

গুপে। তুমি ভয় পাচ্ছ কেন কালীবাবু ! যা ব'লেছি—ব্যাস, ওই পর্য্যন্ত ! আর একটী কথাও না। এর উপর কথা ব'ললে যে ধরা প'ড়ে যাব বাবা !—আর কি বলি ? আমি তেমন নই !

জ্যোৎস্না। যদি মোকর্দ্দমা বাধে, তোমায় যদি সাক্ষী মানি—তুমি সত্যি কথা ব'লবে তো ?

গুপে। না মাজী—সেটী আর হবার উপায় নেই ! সত্যি কথার সঙ্গে আমার ভাসুর-ভাদ্দরবৌ-সম্বন্ধ ! ও আমি ব'লতে পারবো না !

[প্রস্থান।

কালী। কেন ? তুমি কি স্বামীকে বাঁচাবার জন্ত আমার নামে নালিশ কর্ব্বে নাকি জ্যোৎস্না !

জ্যোৎস্না। দরকার হয় যদি—নিশ্চয়ই ক'রবো !

কালী। যাক্—স্ত্রী যে এতখানি পতিব্রতা, খবরটা জানতে পার্‌লে—রণেন বেচারী প্রাণে একটু শান্তি পেত ! ফেরারী আসামী—ঠিকানাও তো জানা নেই ! নইলে একখানা টেলিগ্রাম ক'রে খবরটা জানিয়ে দিতাম !

জ্যোৎস্না। বাবা ! এই মানুষকে আপনি বিশ্বাস করেন—বন্ধু ব'লে

মনে করেন? নিজের চোখে এর স্বরূপ-মূর্ত্তিটা একবার বেশ ভাল ক'রে দেখুন।

কালী। স্বরূপ-মূর্ত্তি দেখবে, তোমার বাবা নয়—তুমি নিজে! তোমার স্বরূপ-মূর্ত্তিটীও আদালতে প্রকাশ পাবে। যে উকিল-বন্ধুটীর পরামর্শে তুমি এই সব কচ্ছ, তিনি সম্পর্কে তোমার কে হন, সেটীও সবাই বেশ ভাল করে বুঝবে! স্বামীর সম্পত্তির লোভে পতিব্রতা সাজলেই—সতী-স্ত্রী হওয়া যায় না।

রাজ্যেশ্বর। কালীনাথ—কালীনাথ! জ্যোৎস্নাকে তুমি না ছোট বোন বল? ছিঃ—ছিঃ! একথা তোমার মুখ দিয়ে বেরুলো—তুমি এই কথা বল্লে? তোমার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে তবে আমি বিমলকে এখানে আনিয়েছি! তুমি জান, তোমার কথা কত মিথ্যে! চল জ্যোৎস্না—আমি এখানে থাক্‌বো না!

জ্যোৎস্না। ওঁর যা শিক্ষাসহবৎ, তাতে এ ছাড়া অন্য কথা ওঁর মুখ দিয়ে বেরুতে পারে না বাবা! যে পরের অন্নদাস, সে অসহায় নারীকে এমনি ক'রেই অপমান ক'রে থাকে বটে! যাক্; আমার সময় নেই—আমি শেষকথা ব'লে যাচ্ছি! এ সম্পত্তি আমার—আজ থেকে এক সপ্তাহের ভেতর আমি দখল নেব, আপনি হিসেব নিকেশ তৈরী ক'রে আমার উকিলের কাছে পাঠিয়ে দেবেন—আর এই এক সপ্তাহের ভেতর আপনি বাগান ছেড়ে অন্য কোথাও যাবেন।

[জ্যোৎস্না ও রাজ্যেশ্বর চলিয়া গেলেন।

চতুর্থ অঙ্ক

দৃশ্য

কাশী—রণেন্দ্রের ক'ক্ষ। রণেন পাইচারি করিতেছে। তরলা এক পাশে বসিয়া খুব গম্ভীরভাবে কি একটা সেলাই করিতেছে।

রণেন। তুমি অত্যন্ত অন্যায় ক'রেছ তরলা!

তরলা। আমি বলছি, আমি অন্যায় করিনি।

রণেন। অন্যায় করনি?

তরলা। না; কিসে অন্যায় হ'লো—শুনি?

রণেন। তুমি কি ব'লে ঘর ছাড়লে শুনি?

তরলা। আমার তো ছোট কুঁড়ে ঘর! তোমার অত বড় প্রকাণ্ড অট্টালিকা, দাসদাসী, জমিদারী—সব ছেড়ে এখানে এসে রয়েছ কেন শুনি?

রণেন। তুমি জান, আমি বাড়ী থেকে পালাতে বাধ্য হ'য়েছি।

তরলা। তোমারও জানা উচিত ছিল, আমিও ইচ্ছে ক'রে আসিনি—ঘর ছাড়তে বাধ্য হয়েছি!

রণেন। সেই কথাই তো তোমায় জিজ্ঞাসা ক'রছি—স্বামীর সঙ্গে, শাশুড়ীর সঙ্গে তো কত বৌয়ের ঝগড়া হয়—তুমি ঘরের বাইরে কেন এলে? আমি তোমায় কত বারণ ক'রেছি, কত বুঝিয়েছি—তুমি কারো কথা কানে তুললে না!

তরলা। আমি স্বামীর জন্যেও ঘর ছাড়িনি, শাশুড়ীর জন্যেও ঘর ছাড়িনি,—ওদের সঙ্গে বনিয়ে আমি চল্‌তে পারতাম!

রণেন। তবে?—

তরলা। নিজে বঁড়শী দিয়ে মাছ ধরে, মাছ ডাঙায় তুলে, তারপর মাছকে গালাগাল দেওয়া —মাছ! আমি বঁড়শীতে চার ক'রেছি করেছি— ও আমার সখ! তুমি কেন চার খেলে?—তোমার যে দেখছি তাই হ'লো!

রণেন। এ তুমি কি বলছ তরলা? আমি তোমার কথার একটি বর্ণও বুঝতে পারছি না!

তরলা। তা এখন তো পারবেই না! (কিছুক্ষণ পরে) আমার উপর তুমি কতখানি অন্যায় ক'রেছ—তুমি জান?

রণেন। না!

তরলা। শোন—আমি বুঝিয়ে ব'লছি। আমার অন্য জায়গায় বিয়ে হ'তে দেওয়া তোমায় অন্যায় হ'য়েছিল। তুমি জান্‌তে—আমি তোমায় ভালবাসি! তুমি জান্‌তে—তোমায় ছাড়া আর কাউকে ভালবাস্‌তে পারবো না! আমি লাজলজ্জার মাথা খেয়ে একথা তোমায় কতবার ব'লেছি—তুমি গ্রাহ্যই ক'রনি।

রণেন। আমার যে বিয়ে ক'রবার উপায় ছিল না তরলা! আমার তখন বিয়ে হ'য়েছে—স্ত্রী জীবিত!

তরলা। জানি—জানি, ভারি তো বিয়ে—আর ভারি তো স্ত্রী! জীবনে যার সঙ্গে এক দিনও দেখা হ'লো না,—সে তোমার স্ত্রী? তুমি নিজে ইচ্ছে ক'রে, শুধু রঙ্গ দেখবার জন্যে অন্যের সঙ্গে আমার বিয়ে হ'তে দিলে। আমার মনে নেই?—তুমি আমায় ব'লেছিলে, তিন দিনে আমায় ভুলে যাবে!

রণেন। কথাটা কি নিতান্তই মিথ্যে তরলা?

তরলা। হ্যাঁ—নিতান্তই মিথ্যে। তিন দিন—তিন বছরেও যদি একটি দিনের জন্যে তোমায় ভুলতে পারতাম, আমি স্বামীর ঘর ছাড়তাম

না! তবু, আর পাঁচজন কুলস্ত্রীর মত স্বামীর ঘরই ক'রছিলাম। তুমি কেন রোজ সকাল বেলা আবার আমার চোখের সাম্‌নে এসে দাঁড়াতে?

রণেন। আমি জানতাম না তরলা, তুমি ওই বস্তীর বাড়ীতে থাক্‌তে!

তরলা। না—তুমি তো কিছুই জানতে না?—আমারই সব দোষ! প্রথম চিঠি কে লিখেছিল?

রণেন। চিঠি!

তরলা। হ্যাঁ গো হ্যাঁ, চিঠি—দেখাতে পারি। প্রথমখানা রাগ ক'রে ছিঁড়ে ফেলেছিলাম। তার পরের সবগুণোই আছে।

রণেন। আমি তোমায় চিঠি লিখেছি!

তরলা। নিজে লেখনি—সেইটিই তোমার বাহাদুরী! বেনামীতে লিখেছিলে—নিজে ধরাছোঁয়া দাওনি!

রণেন। এ সব কি ব'লছ তরলা? আমি তোমায় বেনামীতে চিঠি লিখেছি?

তরলা। তুমি তো জান না, আমি কত চেষ্টা করেছিলাম! যেদিন তুমি আমার হাতে একশো টাকা তুলে দিলে, সেই দিনই আমি আমার স্বামীকে ব'লেছিলাম—টাকা ফিরিয়ে দাও, অন্য পাড়ায় উঠে চল। সে যায়নি—তার ফল সে পেয়েছে। এখন তোমরা সবাই ব'লছো—আমার দোষ! আমি কখনো স্বীকার কর্‌বো না! (ক্ষণিক চিন্তার পর) দোষ যারই হোক্, মরবো আমিই—সে আমি জানি!

রণেন। তোমায় টাকা দেওয়ার ভিতরে আমার কোন অসৎ উদ্দেশ্য ছিল না তরলা! তুমি মাকে মা ব'লে ডাক্‌তে, তোমার কোন কষ্ট না হয়—

তরলা। জানি জানি, তোমরা সবাই দয়ালু! বস্তীতে আরও অনেক গরীব লোক ছিল—কৈ তাদের দয়া ক'রতে পারতে? (ক্ষণিক চিন্তার পর)

তা যাক্, বেশ ক'রেছ টাকা দিয়েছ—বেশ ক'রেছ চিঠি লিখেছ। গালাগালি দাও—হাসিমুখে সইবো। এতদিন পরে আমি তোমায় পেয়েছি, আমি তোমায় ছাড়বোনা ; তুমি আমার—! (রহস্যজনক মৃদু হাসি)

রণেন। কিন্তু আমি তোমায় চিঠি লিখেছি, তোমার এ ধারণা ভুল !

তরলা। চিঠি দেখবে ?—আচ্ছা দেখাচ্ছি ! (চিঠি বাহির করিয়া) এই দেখ—চিঠি দেখ !

রণেন। একি !—এযে কালদার হাতের লেখা !

তরলা। তা জানি—শুধু হাতের আঁখর নয়, তাঁরই জবানী ; তবে, তোমার জন্যে লেখা। লোকটি তোমার পরম সুহৃৎ ! তাঁর একান্ত ইচ্ছে ছিল, আমি ঘর থেকে বেরিয়ে তোমার সঙ্গে কোথাও চলে যাই ! আমি জানি, সে তোমার শত্রু ; কিন্তু আমার পরম বন্ধু ! আমার মনটি সে বুঝেছিল !

রণেন। এখন আমি জলের মত সব বুঝতে পাচ্ছি তরলা ! কিন্তু আমার এ কলঙ্ক—! (ক্ষোভ ও অবসাদ)

তরলা। কি আবশ্যক সচ্চরিত্র হবার সুনামে ? আমারও 'সতী' নামের মোহ ছিল। মনকে অনেক বুঝিয়েছি !

রণেন। কিন্তু আমার তো শুধু নামের মোহ নয় তরলা ! আমি আমার স্ত্রীকে ভালবাসি।

তরলা। তুমি তাকে ভালবাস্‌তে পাবেনা। যে বাপের কথায় স্বামী ছাড়তে পারে, তাকে আমি মেয়েমানুষ বলিনে—মেয়েমানুষের প্রাণ তার নেই। তাকে নিয়ে তুমি জীবনে সুখী হ'তে পারবে না। সবদিক যে রক্ষা করতে যায়, তার কোনদিক রক্ষা হয় না !

রণেন। তুমি ঠিক ব'লেছ তরলা ! আমি ভাল থাকৃতে অনেক চেষ্টা ক'রেছি, জীবনে কখনো কারো অনিষ্ট করিনি—তার ফলে পেলাম

কলঙ্ক! হয়তো আমি সবদিক রক্ষা ক'রবো ভেবেছিলাম, তাই বোধ হয় কোন দিকই র'ক্ষা হ'লো না।

তরলা। (কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যসহকারে) তোমার বড্ড দুঃখ হ'চ্ছে—না?

রণেন। তোমার কাছে মিছে কথা কইব না তরলা—দুঃখ হ'য়েছিল! গোবিন্দলালের মত আমারও মনে হ'য়েছিল—"রাজার মত ঐশ্বর্য্য, রাজার অধিক সম্পদ, অকলঙ্ক চরিত্র। অকলঙ্ক চরিত্রের একটা মোহ আছে, একথা কে অস্বীকার করবে?"

তরলা। (রহস্যময় মৃদু হাসি) কিন্তু যে কলঙ্ক ভালবাসে? (সহসা অস্বাভাবিক জোরের সহিত) না—তুমি চুপ ক'রে গম্ভীর হ'য়ে থাকতে পাবে না। আমার সঙ্গে তোমার হাসতে হবে, তোমায় ব'লতে হবে—এই ভাল এই ভাল! এই বেশ হ'য়েছে! (সহানুভূতির সহিত) তোমার নামে নালিশ হ'য়েছে, তাই তুমি ভাবছ? আমি নিজে ম্যাজিষ্ট্রেটকে গিয়ে ব'লে আসবো, আমি স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া ক'রে ঘর ছেড়েছি—কেউ আমায় ঘরের বার করেনি। তোমার নাম কেউ জানতেও পারবে না! তুমি এস—নাইবে এস। কার জন্যে এত ভাবনা? যে একদিনও তোমায় ভালবাসেনি, তার জন্যে এত ভাবনা কেন—শুনি? ভেবে ভেবে কি চেহারা হ'য়েছে, একবার আরসিতে মুখখানা দেখ দেখি?

রণেন। আঃ—কি কচ্ছ তরলা? তুমি কি পাগল হ'লে নাকি?

তরলা। (মৃদু কলহাস্য) সত্যি আমি পাগল! এতদিন আমায় দেখছ—তবুও বোঝনি, আমি পাগল? আজ আমি তোমায় পেয়েছি, তোমায় সহজে ছেড়ে দেব না; তবে তোমার স্ত্রী যদি আমার কাছে এসে তোমায় ভিক্ষে ক'রে নেয়, তবেই তোমায় ছেড়ে দিতে পারি। তাকে ব'লবো—তিনদিন আমার কাছে থাক; কি ক'রে ভালবাসতে

হয়, কি ক'রে ভালবাসার মানুষকে সেবা ক'রতে হয়—আমার কাছে শিখে যাও! (অত্যন্ত ছেলেমানুষের মত) আমার গান গাইতে ইচ্ছা হ'চ্ছে। তোমার পায় পড়ি, একখানা গান গাই—কি বল? সত্যি, আমি বেশ ভাল গাইতে পারি। বিশ্বাস হ'লো না?

রণেন। কে তোমার কথা অবিশ্বাস ক'রছে? তোমার গান তো শুনেছি, যখন তুমি ইস্কুলে প'ড়তে—

তরলা। সে গান আর আজকের গান—অনেক তফাৎ! এ গানের সমস্তটাই আমি, আর সে গানের সমস্তটাই গান! তাহ'লে গাই?

গান

পরশ রতন প্রাণে আছে,
কলঙ্কেতে আর কি ডরি?
ঝাঁপ দিয়েছি তুফান মাঝে—
যা হয় হবে, বাঁচি মরি!
কলঙ্কে তার কি থাকে ভয়,
যার তরে সে কলঙ্কিনী—পাশে যদি রয়!
(তার) লজ্জা সরম ধরম করম—কিছুই কিছু-নয়!
কোন শাসন মানে না মন—বাঁধনহারা মত্তকরী॥

রণেন। চমৎকার! তুমি বেশ আছ তরলা। আমার মাঝে মাঝে তোমার উপর হিংসা হয়।

তরলা। হিংসা হয়!—কেন হিংসা হয়? বা—বেশ তো! তুমি মনে কচ্ছ, আমি খুব হাল্কা—আর তুমি খুব গম্ভীর মানুষ?

রণেন। আচ্ছা, আমি তখন যদি কাশী না এসে ক'লকাতায় চলে যেতাম, তুমি কি ক'রে আমার দেখা পেতে তরলা?

তরলা। সেটি হবার উপায় ছিল না—তোমায় কাশী আসতেই হোত! আমি তোমায় কাশী এনেছি; তবে কালীনাথবাবু আমার পরম বন্ধু! তিনি সহায় ছিলেন ব'লে, তুমি সহজেই চলে এসেছ। তোমার কাছে আমার এই মিনতি, সাতদিন আমি তোমার সেবা ক'রবো—তুমি এখানে থাক।

রণেন। তরলা শোন—তোমার কাছে মুখে বড়াই ক'রে কোন লাভ নেই; এ সংসারে শুধু একটী নারীই তার যথাসর্ব্বস্ব দিয়ে আমায় ভালবেসেছে—তাকে ছেড়ে যাবার শক্তি আমার নেই!

তরলা। দোষ সব চেয়ে বেশী আমার স্বামীর। সে আমায় চায়নি; যদি চাইতো, আমি আস্তেম না। আমি তাকে ব'লেছিলাম—তুমি আমায় অন্য কোথাও নিয়ে যাও। কেন সে নিয়ে গেল না?

রণেন। তাই বুঝি তার উপর রাগ ক'রে—

তরলা। রাগ হ'য় না!—তুমিই বল? সে জানতো, আমি তোমায় ভালবাসি! ইচ্ছে ক'রলে আমায় রক্ষা ক'রতে পারতো—কেন ক'রলে না? তুমি ব'লতে চাও—সে স্বামীর কর্ত্তব্য ক'রেছে?

রণেন। কিন্তু তোমার স্বামী বেশ ভাল লোক তরলা।

তরলা। কে অস্বীকার ক'রছে?—খুব ভাললোক! আর, ভাললোক ব'লেই তো তাঁর স্ত্রী ঘরে থাকলো না। তিনি এত ভাললোক যে, তাঁর ধারণাই হ'ল না—আমি ঘর ছেড়ে চলে যেতে পারি! বুড়ো মিন্‌সে—মা মা ক'রেই অস্থির! বেশ হ'য়েছে—উচিত শাস্তি হ'য়েছে! একবার যদি দেখা হ'তো, দুটো কথা শুনিয়ে দিতাম।

তারক। (নেপথ্যে) বৌদি—আমি তারক; ক'লকাতা থেকে আস্‌ছি, বিশেষ দরকার—একটীবার তোমার সঙ্গে দেখা ক'রবো। যদি এ বাড়ীতে থাক, উত্তর দাও—

তরলা। একি—এযে ঠাকুর-পোর গলা! সে এসেছে এতদূর ক'লকাতা থেকে?

রণেন। কে—তারক?

তরলা। হ্যাঁ, তারই গলা!

রণেন। দেখা ক'রবে না কি?

তরলা। বেচারী এতদূর কষ্ট ক'রে এসেছে;—আমায় বড় ভালবাসে! ওকে ডাক।

রণেন। আমি ডাক্‌তে পারবো না—আমি এখানে থাক্‌তেও পারবো না। তুমি ডাক—আমি ছাতে যাই।

তরলা। না, সে হবে না—তোমায় থাক্‌তে হবে। ও নিজের চোখে দেখে যাক—ওর দাদাকে গিয়ে বলুক।

রণেন। কি ছেলেমানুষী ক'রছো তরলা! আমি কি ক'রে ওর কাছে মুখ দেখাবো? ও আমায় দেবতা ব'লে জানতো!

তরলা। আমাকেও দেবী ব'লে জানতো। আমি যদি মুখ দেখাতে পারি, তুমি কেন পারবে না? কলঙ্ক বেশী কার? স্ত্রীলোকের—না পুরুষের? ভালবাসাটী চাও, অথচ কলঙ্কের আঁচ গায় লাগবে না—তা হয় না! চুপ ক'রে ব'সো এই চেয়ারে।

তারক। (নেপথ্যে) উপরে কে আছেন মশাই! এক গ্লাস খাবার জল—আপনাদের প্রভুভক্ত দারোয়ান তাও দিতে চায় না! জলটা পাঠিয়ে দেবেন অনুগ্রহ ক'রে—আমি আর উপরে যেতে চাই নে!

তরলা। (উচ্চৈঃস্বরে) ঠাকুর-পো! আমি এই বাড়ীতেই আছি—তুমি উপরে এস।

(তারক প্রবেশ করিল)

তরলা। এস ভাই—এস; ব'সো। একি! চোখ লাল, চুল উস্‌কোখুস্‌কো—গাড়ী থেকে নেমেই আসছ বুঝি?

তারক। হুঁ!

তরলা। ও—তোমার জলতেষ্টা পেয়েছে ব'লছিলে; ব'সো জল আনছি।

তারক। জল আনতে হবে না—আমার জলতেষ্টা পায় নি; আমি মিথ্যে কথা ব'লেছি!

তরলা। কেন মিথ্যে কথা ব'ললে?

তারক। নইলে তোমার দর্শন পাওয়া যেত না!

তরলা। তুমি কি আমার খোঁজে কাশীতে এসেছ?

তারক। না—হরগৌরী দেখতে এসেছি!

তরলা। কেন শুধু শুধু আমার খোঁজে এলে?—আমি তোমাদের কেউ নই!

তারক। তুমি সহজে সম্পর্ক ঝেড়ে ফেলতে পার—কারো উপর তোমার দরদ নেই! মানুষ বাঁচুক মরুক, সংসার হাজুক মজুক—তোমার নিজের সুখ হ'লেই হ'লো! পৃথিবীতে সবাই যদি তোমার মত হ'তো, তাহ'লে আমার আসবার কোন দরকারই থাকতো না!

তরলা। থাক্—আর বাহাদুরী করতে হবে না! তুমি ছেলেমানুষ—সব কথার মানে বোঝ না; আর তোমায় বুঝিয়েই বা লাভ কি?

তারক। আমাকে তোমার বোঝাতে হবে না! একটা সংসার তুমি দুপায়ে ভেঙে চলে এলে—কোন্ মুখে কথা বল? লজ্জা করে না? (রণেনকে লক্ষ্য করিয়া) রণেনবাবু—আপনার মুখে যে আর রা-শব্দটী নেই! আপনি মুখ তুলুন;—আমার সঙ্গে আলাপ করুন?

রণেন। আজ আর আমি তোমায় কোন কথা ব'লব না তারক! কারণ, বলা মিছে।

তারক। আপনি এখনও সাধুতার ভাণ করেন নাকি?—চমৎকার! গুপে গুণ্ডাকে আপনি পুলিশে দিতে চেয়েছিলেন?

রণেন। তুমি তো আমার নামে ওয়ারেণ্ট বার ক'রেছ?

তারক। পুলিশ যখন আপনাকে সন্দেহ করে—আমি অস্বীকার ক'রেছিলাম; ইন্স্পেক্টরকে ব'লেছিলাম—আপনারা হৃদয়হীন! তিনি অল্প একটু হেসে ব'লেছিলেন—ছোকরা, তোমার এখনো মানুষ চিন্‌তে অনেক দেরী!—কেন আপনি আমাদের এ সর্ব্বনাশ ক'রলেন?

তরলা। আঃ ঠাকুর-পো—তুমি একেবারে নেহাৎ শিশু! একথা কেউ কাউকে জিজ্ঞাসা করে? আর জিজ্ঞাসা ক'রলেই সে বুঝি ঠিক উত্তর দেয়? তোমাদের সর্ব্বনাশ কেউ করেনি—আমি চলে আসায় তোমাদের কোন ক্ষতি হয়নি!

তারক। না—ক্ষতি হয়নি! তুমি জান কিনা?

তরলা। আমি জানি—তোমার মা সুখে আছেন, তোমার দাদা সুখে আছেন; শুধু তুমিই কেবল এদেশ সেদেশ হৈ হৈ ক'চ্ছো! লক্ষ্মীটী আমার—আর মন খারাপ ক'র না; তোমার আবার নতুন বৌদি আসবে! একটু ডাগর মেয়ে দেখে তোমার দাদার বিয়ে দিয়ো—আমার কথা আর মনে প'ড়বে না!

তারক। তোমার হাসি দেখে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছে! তুমি এ ঘর থেকে চলে যাও—আমি তোমার মুখ দেখবো না! তোমার জন্য আমি এখানে আসিনি—আমি রণেনবাবুর সঙ্গে বোঝাপড়া করতে এসেছি।

তরলা। রণেনবাবুর কোন দোষ নেই—সমস্ত দোষ আমার! যা

বোঝাপড়া ক'রতে হয়, আমার সঙ্গেই ক'রতে হবে। কিন্তু তোমার সঙ্গেই বা কি বোঝাপড়া ক'রবো ঠাকুর-পো ? তোমার দাদাকে ডেকে নিয়ে এস — তাঁকে একটা কথা মনে করিয়ে দেব।

তারক। বৌদি বৌদি! তোমার পায়ে পড়ি, দাদার নাম তুমি ক'রো না—তাঁর কথা বলা তোমার সাজে না! যদি একটি দিনের তরেও দাদাকে তুমি চিনতে পারতে—তোমার এদশা হ'তো না!

তরলা। অত আক্ষেপের দরকার নেই ঠাকুর-পো! তোমার দাদাকেও চিনি—দাদার ভাইকেও চিনি! বড্ড যে বীরত্ব দেখিয়ে ব'লেছিলেন, তুমি যাও যেখানে খুসী—আমি চাইনে তোমায়! ভেবেছিলেন—কোথায় আর যাবে? দুবেলা দুমুঠো ভাত আর কাপড় দিয়ে দাসী কিনে রেখেছি! আস্‌তেতো পেরেছি?—কেউতো আট্‌কাতে পারে নি! দেখেতো যাচ্ছো, তাঁকে খবর দিয়ো—বেশ আছি, সুখে আছি; কারও জন্য আমার কোন কষ্ট নেই!

তারক। কুলের বৌ কুলের বার হ'য়ে এসেছ, তাই বাহাদুরী ক'চ্ছো? এখানে ব'সে আমার যে দাদাকে তুমি গাল দিচ্ছ, একদিনের তরেও বুঝেছিলে—তিনি তোমায় কত ভালবাসেন? তুমি চলে আসার পর সেই যে বিছানা নিয়েছিলেন—আর ওঠেন নি!

তরলা। ঠাকুর-পো ঠাকুর-পো! কি ব'লছো তুমি?

তারক। হ্যাঁ, সেই শোয়াই তাঁর কাল! কেউ রাখতে পারলো না—কত চেষ্টা করলাম! মুখে শুধু এককথা, বড়বৌ—বড়বৌ!

তরলা। ঠাকুর-পো! তুমি সত্যি ব'লছো?—তোমার দাদা নেই!

তারক। না—নেই! এসব কথা আবার কেউ মিথ্যে ক'রে ব'লে থাকে নাকি?

রণেন। —মন্মথবাবু মারা গেছেন?

তারক। হ্যাঁ, মারা গেছেন; তোমরা দুজনে তাঁকে মেরে ফেলেছ—তুমি আর তুমি! আমি ব'লছি, তিনি রোগে মারা যান নি—তোমরা দায়ী! তুমি স্বামীঘাতিনী—গলায় কলসী বেঁধে গঙ্গায় ডুবে মরগে! —মানুষের কাছে ও মুখ আর দেখিও না!

(সকলে কিছুক্ষণ নীরব)

রণেন। তারক—শোন! তোমাদের বংশে কলঙ্ক রটেছে, তোমার দাদা মারা গেছেন—তোমাদের এ ক্ষতি পূরণ হবার নয়! এর জন্য মূলতঃ আমি দায়ী—আমি স্বীকার কচ্ছি! এর জন্য আমায় কি ক'রতে হবে, তুমি আমায় বল ?

তারক। আপনার লজ্জা করে না ? গরীবের সর্ব্বনাশ ক'রে আপনি ক্ষতিপূরণ করবার আস্পর্দ্ধা করেন! ভাবছেন, গরীব মানুষ—দুপাঁচশো টাকা পেলেই সব ভুলে যাবে! কিন্তু আপনার মত বড়মানুষকে আমি মানুষ ব'লেই গ্রাহ্য করি নে!

রণেন। আমি টাকা দিয়ে তোমার ক্ষতিপূরণ ক'রতে চাইনে ভাই! তুমি আমায় ভুল বুঝো না—আমি আমার কৃতকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত কর'বো।

তারক। প্রায়শ্চিত্ত ক'রবে ? এখনো তোমার সাধুতার মুখোস্ খস্‌লো না ? হ্যাঁ—তোমায় প্রায়শ্চিত্ত ক'রতে হবে। আইনের হাতে তোমায় দেব না—তোমায় শাসন ক'রবো আমি!

তারক তাড়াতাড়ি জামার ভিতর হইতে পিস্তল বাহির করিয়া গুলী করিল; তরলা তারকের হাত ধরিতে—অনভ্যস্ত তারক লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল—গুলী দেওয়ালের গায়ে লাগিল। সকলে কিছুক্ষণের জন্য স্তম্ভিত।

তরলা। (তারকের গা ধরিয়া ঝাঁকুনি দিয়া)—ঠাকুর-পো ঠাকুর-পো!

রণেন। ভয় নেই তরলা! গুলী কারো গায়ে লাগেনি।—ছিঃ তারক, তুমি এত উত্তেজিত হ'লে! একবার ভেবে দেখ্‌লে না!

তারক। আপনি, আপনি—! (তারক আর কোন কথা কহিতে পারিল না)।

তরলা। (রণেন্দ্রের নিকট গিয়া) তুমি আর কখনো আমার খোঁজ করোনা। ঠাকুর-পো এস! আমি তোমার সঙ্গে যাব।

[তরলা তারককে লইয়া চলিয়া গেল।

(একজন সার্জ্জেণ্ট ও পুলিশের প্রবেশ)

সার্জ্জেণ্ট। ইস্‌ মোকামসে পিস্তোলকা আওয়াজ আয়া?

পুলিশ। জী খোদাবন্দ্‌! (পিস্তল কুড়াইয়া পাইয়া) পিস্তোল মিল গিয়া হুজুর!

সার্জ্জেণ্ট। (রণেনের প্রতি) তুম্‌ গুলী চালায়া?

(রণেন নীরব রহিল)

সার্জ্জেণ্ট। তোমারা পিস্তোল? কিস্‌কো পর গুলী চালায়া?

রণেন। যাকে গুলী ক'রেছিলাম—সে পালিয়েছে!

সার্জ্জেণ্ট। পিস্তোল কাঁহাসে মিলা?

(রণেন নীরব রহিল)

সার্জ্জেণ্ট। জমাদার—হাতকোড়ি লাগাও!

(পুলিশ রণেন্দ্রের হাতে হাতকড়ি লাগাইল)

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

চাপাপুকুর—রাজ্যেশ্বরের বাড়ীসংলগ্ন বাগান। বিমল চেয়ারে বসিয়া, জ্যোৎস্না জড়ের মত নীরব—সোনা মালী তাহাদের পায়ের কাছে পড়িয়া আছে।

সোনা। তোমায় আর বেশী কথা কি বলবো মা-লক্ষ্মী। তোমার বাবার মনে যাই থাক, তুমি এবংশের বউ। যেমন কোরে হোক, আমার দাদাবাবুকে র'ক্ষে কর মা! আমি জানি, ঐ কালসাপের কাজ! সময় বুঝে এখন ফণা তুলে দাঁড়িয়েছে!

বিমল। আমি যা বুঝ্ছি, তাতে ঐ পিস্তলটাই সব চেয়ে মারাত্মক —আর পিস্তলের মালিকই আসল culprit!

সোনা। আমি দিলাসা ক'রে ব'ল্তে পারি বাবু—পিস্তল ঐ কালীবাবুর। ওই-ই আমার বাবুকে প্রাণে মারবার জন্যে ভাড়াটে গুণ্ডা পাঠিয়েছিল।

বিমল। তুমি কি ক'রে জানলে পিস্তল কালীবাবুর?

সোনা। যে দিন বাগানে ও আমায় অপমান ক'রলো, সেইদিন দোরের পাশ থেকে আমি কিছু কিছু দেখেছি। কলকাতার সেই গুপে গুণ্ডার কথা মনে পড়ে বাবু?—সেই ছোট ছোট ক'রে চুলছাঁটা—টেনে টেনে কথা বলে?

বিমল। হ্যাঁ, মনে পড়ে। মেলার সময় একবার কালীবাবুর কাছে এসেছিল।

সোনা। হ্যাঁ—সেই দিনই তো ?

বিমল। সে স্ত্রীলোকটি কোথায় গেল—সেও এক সমস্যা ! তার তো পাত্তাই নেই !

সোনা। স্ত্রীলোক ছিলই না বাবু ! আর যদি থেকে থাকে, কালীবাবু নিজে বার ক'রে আমার বাবুর ঘাড়ে চাপিয়েছে। ও কি কম শয়তান ?—ও সব মিথ্যে বাবু—সাজানো মোকদ্দমা ! আমার বাবু পরের বৌ বার ক'রবে ?—তার সেই চরিত্তির ? মা-লক্ষ্মী ! ও সব কথা নিয়ে তুমি মন খারাপ ক'র না। আমি এই—এতটুকু বেলা থেকে হাতের চেটোয় ক'রে মানুষ ক'রেছি ! আমি জানিনে ? জজসাহেবের কাছে গিয়ে আমি সত্যি কথা বলবো। তুমি যদি সাহেবের কাছে গিয়ে কেঁদে পড় মা, তা'হলে নিশ্চয়ই দাদাবাবুকে সাহেব ছেড়ে দেবে !

বিমল। হ্যাঁ, সাহেব তোমার বাবুর সম্বন্ধী কিনা ?

সোনা। না বাবু ! আপনি জাননা—ওরা আমাদের মত হিংসাকারী লয়। ওরা সত্যি মিথ্যা সব বুঝে।

বিমলা। কালীবাবু সত্যিই যদি এই সমস্ত ক'রে থাকে, আমি কিন্তু ওর বুদ্ধির তারিফ্ করি !

সোনা। আপনি জুয়াচোরের বুদ্ধির তারিফ্ কর বাবু ? আমি বলি, ও বুদ্ধি বুদ্ধিই না—ঐ যতদিন ধরা না পড়ে ! তবে আমি তোমায় ব'লছি বাবু, ওর সর্ব্বনাশ হবেই—ও কেউ আটকাতে পারবে না। আমার দেবতার মত বাবু ! তারই ভাত খেয়ে যে নেমক্হারাম এমন ক'রে তাকে ছন্নছাড়া ক'রলে—তার সর্ব্বনাশ হবেই। আমার আর কিছু বলবার নেই মা ! আমি তো আইনের প্যাঁচ বুঝিনে—আমি দিনরাত ভগবানেরে ডাকছি। তিনি যদি উপায় করেন, তবেই রক্ষে ! আমি তিন দিন হাজতে গিয়ে খোকাবাবুর পায়ে ধরে কেঁদেছি—তুমি কেন

এমন কচ্ছ ? আমায় বোকা বুঝিয়ে দেয় বাবু ! বলে—"সেনোদা ! তুমি আমোদ কর ; কার সাধ্য আমায় জেল দেয় ? তিন দিন বাদে খোলসা পাব।"—দেখ দেখি কথা !

বিমল। কাগজে যা প'ড়লাম, তাতে তোমাদের উকিলই কেস্‌টাকে আরও খারাপ ক'রে তুলেছে। সে একবার বলে, আমার মক্কেলের মাথা খারাপ—revolutionary দলে ওঁর যোগ আছে ; কখনো বলে, suicide ক'রবেন ব'লে, এদানী ওঁর কাছে সদাসর্ব্বদা পিস্তল থাকতো। নিজের উকিলের এই সব কথা—rotten, nonsence !

সোনা। ওই দেখুন বাবু ! আমি তো কিছু বুঝিনে—কালীবাবু উকিল দিয়েছে। কালীবাবুর শেখান কথা সেই উকিল ব'লছে। ওরে বাপ্‌রে ! আমার তো টাকাকড়ি কিছু নেই—সব কালীবাবুর হাতে। সে যা ক'রবে—তাই হবে। ওরে বাপ্‌রে !—হে ভগবান ! কি ক'ল্লে ভগবান—বাবু আমার থাকতে বঞ্চিত ! তুমি বাবু দয়া ক'রে—(বিমলের পায়ে ধরিল)।

বিমল। সোনাদা, সোনাদা ! ওঠ, ওঠ !

জ্যোৎস্না। আমার গায়ের সব গয়না দিচ্ছি বিমলদা ! আপনি মোকর্দ্দমার তদ্বির করুন ; ভাল উকিল দিয়ে আপনি নিজে তাঁকে সব কথা বুঝিয়ে বলুন !

[সকলে সাশ্চর্য্যে দেখিল—একটি বিধবা তরুণী ঘরে প্রবেশ করিতেছে ; মুখতুলিতেই দেখা গেল—সে সদ্যোবিধবা তরলা।]

তরলা। আপনার নাম জ্যোৎস্নাময়ী দাসী ?

জ্যোৎস্না। হ্যাঁ—আপনি কে ?

তরলা। বলছি—এঁদের এখান থেকে যেতে বলুন ! আপনার সঙ্গে আমি নির্জ্জনে কথা ব'লতে চাই।

জ্যোৎস্না। বিমলদা! আপনি একটু বাবার কাছে গিয়ে বসুন। সোনাদা—

সোনা। হ্যাঁ—যাচ্ছি মা! কাল মকদ্দমার দিন, আমি আজ আবার ক'লকাতায় যাব; বিমলবাবু যদি আমার সঙ্গে যেতেন! আমি তো আর ব'লতে পারি নে মা-লক্ষ্মী! কিসের জোরে ব'লবো?

জ্যোৎস্না। তুমি যাও সোনাদা—আমি সব ব্যবস্থা ক'রবো।

[বিমল ও সনাতনের প্রস্থান।

তরলা। তোমার সব কথা আমি জানি—তোমার স্বামীর কথাও জানি!

জ্যোৎস্না। তুমি তুমি সেই—!

তরলা। আমার নাম তরলা। নাম নিশ্চয়ই শুনেছ?

জ্যোৎস্না। হুঁ—শুনেছি; তুমি কি ক'রতে এসেছ এখানে?

তরলা। তোমায় একটি কথা ব'লতে।

জ্যোৎস্না। আমার ধারণা, আমার স্বামী যে বিপদে প'ড়েছেন—সে শুধু তোমারই জন্য!

তরলা। তোমার ধারণা সত্যি—সব অনিষ্টের মূল আমি!

জ্যোৎস্না। পিস্তল তোমার কাছে ছিল? তুমিই ওঁকে গুলী মারতে গিয়েছিলে?

তরলা। এ কথা তোমার মনে হওয়া কিছু বিচিত্র নয়! আমার সম্বন্ধে তোমার কোন ভাল ধারণা থাক্‌তে পারেনা; তবু তোমায় ব'লছি, তুমি বিশ্বাস কর—আমি খুব খারাপ না!

জ্যোৎস্না। তুমি কি ব'লতে চাও—বল!

তরলা। তোমার স্বামীর কাছে তোমার কথা শুনে আমারও তোমার

উপর রাগ হ'য়েছিল! ভেবেছিলাম, তুমি বুঝি ইচ্ছে করেই স্বামীত্যাগ ক'রেছ।

জ্যোৎস্না। এখন কি মনে হয়?

তরলা। বলছি—তুমি আমার সঙ্গে বাঁকা কথা ব'লে ঠাট্টা করোনা! আমি তোমার শত্রু নই—বন্ধু!

জ্যোৎস্না। তুমি কি চাও?—কি দরকার তোমার!

তরলা। আমি তোমার কাছে এসেছি, তোমার সঙ্গে একটু কথা কইব ব'লে। তুমি আমায় ঘৃণা ক'রোনা। আমার নামে কলঙ্ক র'টেছে বটে—তোমার নামও নিষ্কলঙ্ক নয়! কত লোক কত বলে—সব কথা হয় তো তোমার কানেই যায় না! স্ত্রীলোক যদি সহজভাবে স্বামীর ঘর না করে—তার কলঙ্কের আর শেষ নেই!

জ্যোৎস্না। তুমি এরকম থান কাপড় পরেছ কেন? আমি তোমায় এভাবে দেখবো—মনে করিনি!

তরলা। স্ত্রীলোকের স্বামী ছাড়া কোন গতি নেই! যতদিন স্বামীর কাছে ছিলাম, এই সহজ কথাটা বুঝতে পারিনি! বুঝতে পারলুম—যে মুহূর্ত্তে গাড়ী হাওড়া ষ্টেসন ছাড়ল। আমি তোমার স্বামীকে ভাল বাসতাম —বিয়ের পরও তাঁকে ভুলতে পারি নি! তিনি যদি একটু দুর্ব্বলতা দেখাতেন, আমি কোথায় ভেসে যেতাম—জানিনে! কিন্তু তিনি আমায় রক্ষা ক'রেছেন। লোকের চোখে না-হোক্, নিজের কাছে আমি ভাল আছি! তিনি তোমায় ছাড়া কাউকে কখনো ভালবাসেন নি। তুমি এমন স্বামী পেয়েও তাঁর সেবা ক'রতে পারলে না—তুমিও আমারই মত হতভাগী! হাজতে ব'সে তোমার কথাই ভাবছেন তিনি!

জ্যোৎস্না। আমি কি ক'রবো—ব'লতে পার? আমি অকূল সমুদ্রে ভাসছি! কি ক'রে তাঁকে বাঁচান যায় জান?

তরলা। তুমি বুঝতে পারছ না? তাঁর ষোল আনা অভিমান তোমার উপর! তিনি নিজে ইচ্ছে ক'রে মকদ্দমায় জড়িয়েছেন।

জ্যোৎস্না। আমার কি দোষ—? আমি বাবার মনে কষ্ট দিতে পারি নে! আচ্ছা, কি ঘটনা ঘটেছিল—তুমি জান?

তরলা। জানি জানি—সব জানি; আমার চোখের সাম্‌নেই ঘটে। আমি যে সেখানে ছিলাম!

জ্যোৎস্না। সত্যি বল, আমার স্বামীর কোন দোষ আছে?

তরলা। না—তিনি একেবারেই নির্দ্দোষ, নিষ্কলঙ্ক।

জ্যোৎস্না। তাহ'লে তুমিই কেন জজ সাহেবের কাছে গিয়ে সব সত্যি কথা বলনা?

তরলা। আমার সত্যি কথা ব'লবার উপায় নেই। আমি সত্যি কথা ব'ললে আর একটী ছেলে মারা যায়—সে আমার দেওর। অন্য লোকের কথায় ভুল বুঝে সে তোমার স্বামীকে গুলী ক'রতে গিয়েছিল। আমি তাকে বাঁচাতে চাই!

জ্যোৎস্না। তাহ'লে সেইই গুলী ক'রেছিল?—পিস্তল তার?

তরলা। সে কোথায় পিস্তল পাবে? তাকে দিয়ে এই কাজ করাবার জন্য তার হাতে পিস্তল দেওয়া হয়। আমি বুঝতে পাচ্ছি, এর মূলে কে? সে আমার সর্ব্বনাশ ক'রেছে, তোমার স্বামীর সর্ব্বনাশ ক'রেছে, আমার দেওরকে উত্তেজিত ক'রেছে! অতি সাংঘাতিক মানুষ! কিন্তু তাকে ধরাছোঁয়া যায় না—এমনি হুঁসিয়ার! আমার দেওর সত্যি কথা ব'লতে খুব রাজী—আমিই কেবল তাকে আটকে রেখেছি। আমার কেবলই মনে হ'চ্ছে—তুমি গেলে সব দিক রক্ষা পাবে!

জ্যোৎস্না। তুমি একটু ব'সো ভাই! আমি একটু বিমলদার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে বাবাকে ব'লে আসি।

(সুধাংশুর প্রবেশ)

সুধা। দিদি! আমি বাবার কাছে একখানা নতুন গান শিখেছি—শুনবে?

জ্যোৎস্না। সুধা! এই দেখ্, তোর এক দিদি এসেছেন।

সুধা। হ্যাঁ দিদি! রণেনবাবু তোমার বর? আমি ভেবেছিলাম—তোমার বিয়েই হয় নি! আমি কেমন ক'রে জানবো বল?—তুমি রাগ ক'রলে?

জ্যোৎস্না। ও কথা যাক্। তুমি তোমার এই দিদির সঙ্গে গল্প কর—আমি আসছি।

[জ্যোৎস্নার প্রস্থান।

সুধা। তুমি আমার দিদি, তা এতদিন আসনি কেন?

তরলা। তুমি আমায় আন্‌তে যাওনি ব'লে?

সুধা। তুমি কোথায় থাক্‌তে?—কোথায় আন্‌তে যাব?

তরলা। কেন—আমার শ্বশুরবাড়ী?

সুধা। তোমার শ্বশুরবাড়ী আছে?

তরলা। হুঁ—আছে বৈকি?

সুধা। তবে তুমি পিসিমার মত কাপড় প'রেছ কেন? এ কাপড়ে তোমায় ভাল দেখাচ্ছে না!

তরলা। ভাল কাপড় আমার প'রতে নেই! তুমি যে কি গান শোনাবে ব'লেছিলে—শোনাও না।

সুধা। আচ্ছা, শোন—এ গানখানা বাবা বড় ভালবাসেন।

গান

আমার সকল দুঃখহারী—গিরিধারী।
(আমার) কেঁদেই যদি যাবে জীবন
(আমি) হরি ব'লে যেন কাঁদতে পারি!
যদি এ জীবন চলে—
সুখশান্তির ছায়াতলে!
সকল সুখের সার সুখ তুমি
জীবন-পদ্মদলে!
এই কথা যেন ভুলে নাহি যাই,
তোমারে না পেলে কিছু পাই নাই—
তুমি ডাক্ দিলে, সকল তেয়াগি
যেন চ'লে যেতে পারি।

তরলা। ও কে এলো—তোমাদের বাড়ীতে?

সুধা। ওতো কাল্‌দা—বাবার কাছে এসেছে।

তরলা। ও এখানে কেন?

সুধা। যাই আমি—দিদিকে ডেকে আনিগে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাজ্যেশ্বর বাবুর ঘর। রাজ্যেশ্বর ও কালীনাথ।
রাজ্যেশ্বর চিন্তামগ্ন।

কালীনাথ। আপনি আমার উপর সেদিন শুধু শুধু চটে গেলেন কাকাবাবু! আপনার অসুখ শুনেও আমি আসতে পাচ্ছিনি। কোন লজ্জায় আর আসি বলুন?

রাজ্যেশ্বর। অসুখ আমার বিশেষ কিছু না;—ভাল লাগছেনা কিছু!

কালীনাথ। জ্যোৎস্না যদি ঐ রকম ক'রে আমায় না ব'লতো! ধরুন, আমায় তো একরকম তাড়িয়েই দিলে; কিন্তু আমিও বোস বংশ—একবার 'না' ব'ললে, 'হ্যাঁ' করায় কার সাধ্যি! আমি সেইদিনই বাগান ছেড়ে দিয়েছি!

রাজ্যেশ্বর। তুমি বাগানে আর নেই?

কালীনাথ। আপনি বলেন কি কাকাবাবু! আমি সেই মানুষ? আপনারই তো ভাইপো? যে কথা—সেই কাজ!

রাজ্যেশ্বর। তুমি কোথায় আছ তাহ'লে?

কালীনাথ। গাঁয়ের বাড়ীতেই আছি। তারপর রোজ কলকাতায় যেতে হ'চ্ছে! তবু আলীপুরে কেস হচ্ছে তাই—নইলে, যদি কাশীতে গিয়ে মোকদ্দমার, তদ্বির ক'রতে হ'তো, তাহ'লে হ'য়েছিল আর কি!

রাজ্যেশ্বর। কি রকম বুঝছো? ছেড়ে দেবে—না সাজা হ'বে?

কালীনাথ। ও সব কি জানেন কাকাবাবু—বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা! কেউ ব'লছে, সেই মাগীটাকে খুন ক'রে গঙ্গায় লাস্ ভাসিয়ে দিয়েছে; অবিশ্যি, সে প্রমাণ করা কঠিন! কিন্তু এদিকে কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে কেউটে সাপ উঠেছে!

রাজ্যেশ্বর। সেকি?

কালীনাথ। যে রিভল্‌ভারটা পাওয়া গেছে, সেটা ১৯১৭র যুদ্ধের সময় জার্ম্মানী থেকে আসে! তার উপর, ভায়াও তো আমার শান্ত ছেলেটি নন? কোথায় কোন্ ক্লাবের সেক্রেটারী ছিলেন; সেখানে লাঠিখেলা, ছুরিখেলা, এই সব শেখানো হত, সমস্তটা জড়ালে খাসা একটি গল্প হয়!

রাজ্যেশ্বর। আমি এ সম্বন্ধে কোন কথাই ব'লতে চাই নে—আমার বলা উচিত না! একেবারে যদি সম্বন্ধ লোপ পেত, তাহ'লে আর কোন ভাবনাই ছিলনা! মেয়েটা—

কালীনাথ। কিছু যদি মনে না করেন কাকাবাবু—একটী কথা আপনাকে নিবেদন করি!

রাজ্যেশ্বর। বেশ তো—বলই না!

কালীনাথ। বিমলের সঙ্গে জ্যোৎস্নার বিয়ে দিলেই আপনি ক'রতেন ভাল! বিয়েও দিলেন না, অথচ—!

রাজ্যেশ্বর। 'অথচ' কি? তোমার সঙ্কোচ ক'রবার কোন দরকার নেই! তুমি বলই না?

কালীনাথ। না থাক্; আপনার শরীর খারাপ! তারপর, আমি ব'লে আর কেন দোষের ভাগী হই?—সময়ে সবই জানতে পারবেন!

রাজ্যেশ্বর। না না—তুমি বল; আমার শরীর ভালই আছে!

কালীনাথ। রাস্তাঘাটে আর কান পাতবার উপায় নেই! আমার যে আবার আসতে কাটে—যেতে কাটে; ওদিকে মামাতো ভায়ের বৌ, এদিকে খুড়তুতো বোন! অথচ আমি জানি, জ্যোৎস্নার অত্যন্ত pure character! কিন্তু পাড়াগাঁ—এটা তো মানতে হবে?

রাজ্যেশ্বর। কেন?—গাঁয়ে কি এই সমস্ত কথা নিয়ে খুব আন্দোলন চ'লছে?

কালীনাথ। ওদিকে রণেন আর সেই মাগী—আর এদিকে জ্যোৎস্না আর বিমল! বিমল-জ্যোৎস্নার নামে যে দুর্ণাম রটেছে, এদের দুজনের বিয়ে দিলেই তা মিটে যাবে! তবে হুঁ—জ্যোৎস্না তাহ'লে আর বাগান-বাড়ীর সম্পত্তিটা পায় না; তবে বিয়ের আগে সে যদি ওটা আপনাকে দান করে—তারপর আপনি যদি বিমলের সঙ্গে ওর বিয়ে দেন, তাহ'লেই বোধ হয় সব দিক র'ক্ষে হয়!

রাজ্যেশ্বর। আঃ কালীনাথ কালীনাথ—ওসব কথা এখন থাক! আমার ভাল লাগছে না কিছু!

(মাতঙ্গিনীর প্রবেশ)

মাত। হ্যাঁরে কেলো! তোকে আমি কি বল্লাম?

কালীনাথ। কি ব'ল্লে পিসি?

মাত। বল্লাম না—এসব কথা রাজুকে বলিস্ নে? ওর মন ভাল নেই, শরীর ভাল নেই?

কালীনাথ। কিন্তু কথাগুলোও তো ওঁর শোনা দরকার?

মাত। হ্যাঁ দরকার বৈকি! তোমার আর ভাইপোগিরি ফলাতে হবেনা—ভারি আমার সুহৃদ কিনা? তোর এতবড় আস্পদ্ধা, তুই জ্যোৎস্নার নামে ঠেস দিয়ে কথা ব'লে আবার এই বাড়ীর চৌকাঠ মাড়াস্!

কালীনাথ। আমি তো সেইজন্যেই ক্ষমা চাইতে এসেছি পিসি! হঠাৎ সেদিন মাথাটা গরম হ'য়ে উঠ্‌লো—ফস্ ক'রে কথাটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলো পিসি!

মাত। মুখ দিয়ে অমনি বেরিয়ে গেলেই হোল? রাজুর যেমন কাণ্ড—উনি পরামর্শ ক'রবার আর মানুষ পেলেন না! ওটা কি কম শয়তান? আমি ওর নাড়ীনক্ষত্র সব জানি! ওর মা-মাগী যদ্দিন বেঁচে ছিল, তাকে হাড়েহাড়ে জ্বালিয়েছে! তারপর রণেনের স্কন্ধে ভর ক'রেছে—নইলে, কি না ছিল ওদের? বাপের অমন সম্পত্তি তিন-নয়-ছয় ক'রে, এখন আবার দাদামশায়ের নামে দোষ দেওয়া হয়!

রাজ্যেশ্বর। আঃ দিদি! চুপ কর চুপ কর—কি ব'লছ?

কালীনাথ। ওসব কিছু-না কাকাবাবু! পিসি আমায় বড্ড ভালবাসে! তবে পিসির ওই বকুনি রোগ! মার কাছে শুনেছি, মাত পিসির মুখের তোড়ে বিয়ের তিন বছর পরেই পিশেমশায় দেশান্তরী হন—

একেবারে কাশী দশাশ্বমেধ-ঘাটে গিয়ে সন্ন্যাসী! যদ্দিন বেঁচেছিলেন, পিসির ভয়ে আর দেশমুখো হন নি!

মাত। শুনলে—শুনলে রাজু, মুখপোড়ার কথার ছিরি? কি ছেলেরে বাবা! মুখে ওর কোন কথা আটকায় না!

[প্রস্থান।

কালীনাথ। আজ তাহ'লে উঠি কাকাবাবু? পিসি বড্ড রেগেছে! জ্যোৎস্না কোথায়? তাকে একবার ব'লে যেতাম—আমি ইচ্ছে ক'রে ওকথা বলিনি, মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে গেল! আমারও তো রক্ত-মাংসের শরীর কাকাবাবু—আমিও কিছু পরমহংস হ'য়ে উঠিনি? রাগ, দ্বেষ, অভিমান—সবই তো আছে কিছু কিছু! জ্যোৎস্না, দিদি—একবার এই দিকে এস'তো ভাই!

(জ্যোৎস্নার প্রবেশ)

জ্যোৎস্না। আমি পাশের ঘরেই ছিলাম! বাবার সঙ্গে যে কথা ব'লেছেন, সবই শুনতে পেয়েছি।

কালীনাথ। তা পাবে বৈকি দিদি—পাবে বৈকি! আমি তো আর লুকিয়ে চুরিয়ে কোন কথা বলিনি? বাপের ব্যাটা হবে—হক্ কথা ব'লবে! কি বলেন কাকাবাবু?

জ্যোৎস্না। আপনি কেন আমার স্বামীর নামে কলঙ্ক রটিয়েছেন? আজ যে তিনি হাজতে আটক আছেন, তার মূলেও আপনি!

কালীনাথ। আমি তোমার কথা কিছু বুঝতে পাচ্ছিনে জ্যোৎস্না! তোমার স্বামী!—তোমার কোন্ স্বামী? রণেন—না বিমল?

রাজ্যেশ্বর। কালীনাথ, তোমার ন্যাকামো অসহ্য! আমি বুঝতে পাচ্ছি—আজ তুমি আমাদের সবাইকে অপমান ক'রবে ব'লে এখানে এসেছ।

কালীনাথ। আমি আপনাদের ভালর জন্যেই এখানে এসেছিলাম। আপনারা যদি অন্যরকম বোঝেন—বুঝুন! আমি আর কি ক'রতে পারি? ভাল, আমি চল্লাম! তবে যদি বিপদে পড়েন, অভিমান ক'রে থাকবেন না—একটা কাকপক্ষীর মুখে খবর দিলেই আমি চলে আসবো। আমি আপনাদের কখনো পর ভাবিনি! (প্রস্থানোদ্যত)

(তরলার প্রবেশ)

তরলা। কালীনাথবাবু, যাবেন না—আমারও একটা কথা আছে!

কালীনাথ। তুমি কে?—তোমায় তো চিন্‌তে পাচ্ছি না! কোথায় দেখেছি—বলতো? চেনা চেনা ব'লে মনে হচ্ছে মুখখানা!

তরলা। চিনতে খুবই পাচ্ছেন! কিছুক্ষণ আগে যার কথা ব'লছিলেন —যাকে রণেনবাবু খুন ক'রেছেন ব'লে আপনার ধারণা!

কালীনাথ। ও—তোমারই নাম তরলা? বটে! তুমি বেঁচে আছ? খুনের চার্জটা তাহ'লে ক্যান্‌সেল্ হবে! রণেনকে বাঁচাবার পরামর্শ ক'রতে এসেছিলাম; কিন্তু এঁরা যে তাকে বাঁচাতে চান না—তাতো জানিনে!

তরলা। রণেনবাবুর বদলে আপনি যে মারা যাবেন?—তার খবর রাখেন?

কালীনাথ। না—এখনো খবর পাই নি! খবরটা বুঝি তোমার কাছেই আগে এল?

তরলা। হ্যাঁ, আমার কাছেই আগে এল! সেই পিস্তলটার সন্ধান পাওয়া গেছে—আপনি যেটা কলকাতার গুপে গুণ্ডাকে দিয়েছিলেন!

কালীনাথ। বেশ তো—তোমাতে আর গুপে গুণ্ডাতে বোঝাপড়া কর্‌বে।

[প্রস্থান।

(তরলা আসিয়া রাজ্যেশ্বর বাবুকে প্রণাম করিল)

রাজ্যেশ্বর। তুমি কে মা!

তরলা। আমি আপনার মেয়ে—আপনার কলঙ্কিনী মেয়ে! আমার পরিচয় পেলে আপনি আমায় ঘৃণা ক'রবেন বাবা?

রাজ্যেশ্বর। কলঙ্ক রট্‌তে তো দেরী হয়না মা! কত সামান্য কারণে কলঙ্ক রটে—বিশেষ স্ত্রীলোকের নামে। আমার কাছে তোমার কোন দরকার আছে মা?

তরলা। হ্যাঁ বাবা—আছে। আপনি আপনার জামাইকে বাঁচান—মেয়েকে বাঁচান! দেখছেন না—মেয়ে আপনার দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে!

রাজ্যেশ্বর। আমি কি ক'রবো মা! বিচারক যদি তাকে দোষী মনে করেন—আমি কি ক'রতে পারি?

তরলা। আমি জানি তিনি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ!

রাজ্যেশ্বর। আমার বাবাও ছিলেন সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ। আমি হাজার চেষ্টা ক'রেও তাঁর জেল আট্‌কাতে পারিনি! তাঁর নিঃশ্বাস শিব-নারায়ণের নাতির মাথায় প'ড়েছে। ওকে তো রক্ষে করা যাবে না—ওকে জেল খাটতেই হবে!

জ্যোৎস্না। বাবা—আপনি আমায় শাপ দিচ্ছেন!

রাজ্যেশ্বর। না মা—তোমায় শাপ দিচ্ছিনে! তোমায় কি শাপ দিতে পারি? তুমি আমার লক্ষ্মী মেয়ে! আমি জানি, তোমার বুক ভেঙে গেছে! আমার প্রাণ কি স্থির থাকতে পারে মা?

জ্যোৎস্না। আপনি কি কিছুতেই তাঁকে ক্ষমা করতে পারেন না বাবা?

রাজ্যেশ্বর। জ্যোৎস্না শোন! আমি সেই যুগের মানুষ—যখন কলেজে প'ড়ে লোক ইয়ং বেঙ্গল হ'ত। হিন্দুর যা কিছু আচরণ—আমার কাছে ছিল কুসংস্কার! আমি ছিলাম একটী আস্ত কালাপাহাড়! তারপর দুর্দ্দিন এলো—এই ঘটনা ঘট্‌লো! বাবার জেল হ'ল, আমাদের নামে কলঙ্ক রটলো, ভিটেমাটি সব উচ্ছন্ন গেল—বাবা জেলে মারা গেলেন। সারাজীবন সুখে কাটিয়ে সত্তর বছর বয়েসে শিবনারায়ণ দত্ত তাঁকে জেলে দিল। তারপর থেকে আমার ধ্যানজ্ঞান হ'লো শুধু বাবা! শ্রাদ্ধ করলাম, তর্পণ করলাম! সাত বছর ধ'রে বাবার কথা ভেবেছি—এখন আমার জীবনে একমাত্র সত্য—"পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ"! আমি পরম হিন্দু হ'লাম—যৌবনের সমস্ত কুসংস্কার আজ আবার নতুন করে বিশ্বাস ক'রছি! আজও প্রতিরাত্রে আমি বাবাকে স্বপ্ন দেখি।

(বিমল পাশের ঘর হইতে আসিল)

বিমল। তবে মেয়েকে আধুনিক ক'রবার চেষ্টা করেছিলেন কেন?

রাজ্যেশ্বর। বিমল, যে বিশ্বাস আমি নিজে তপস্যা করে পেয়েছি, সেটী কারো উপর চাপাতে চাইনে!

বিমল। কিন্তু জ্যোৎস্না আপনারই মেয়ে। এ যুগের সমস্ত শিক্ষা ওর উপর ব্যর্থ হ'য়েছে! ওকে স্বামীর কাছে যেতে আদেশ দিন।

রাজ্যেশ্বর। আদেশ দিতে হবে?

বিমল। হ্যাঁ দিতে হবে। আমি যদি জ্যোৎস্নাকে পেতাম—ধর্ম্ম সমাজ আমি কিছুই মানিনে—আমার জীবন ধন্য হয়ে যেত!—তবু আমিই বলছি—স্বামীই ওর ধ্যান, স্বামীই ওর জ্ঞান, স্বামীর পাশেই ওর যথার্থ স্থান।

রাজ্যেশ্বর। একটা জায়গায় আমি ভুল করেছি বিমল! আমার মনে ছিল না, জ্যোৎস্না মেয়ে—ছেলে নয়!

বিমল। আপনি আদেশ দিন—জ্যোৎস্নার উপর রাগ ক'রবেন না!

রাজ্যেশ্বর। না—রাগ ক'রবো না! কার উপর রাগ ক'রবো বিমল? কিন্তু কার কাছে যাবে জ্যোৎস্না—স্বামী তো ওর জেলে!

তরলা। আমার ধারণা, উনি দেখা করলেই তাঁর মতিগতি অন্য রকম হবে—তিনি বাঁচবার চেষ্টা করবেন!

রাজ্যেশ্বর। বাঁচবার চেষ্টা করলেই বাঁচা যায়—এই কি তোমার ধারণা মা? জীবন সম্বন্ধে তোমার কোন অভিজ্ঞতা হয়নি মা!

জ্যোৎস্না। আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাব বাবা! আপনি আদেশ দিন!

রাজ্যেশ্বর। বেশ, আমি তোমায় আদেশ দিচ্ছি—তুমি যাও!

(জ্যোৎস্না পিতার পায়ের ধূলা লইয়া দাঁড়াইল)

রাজ্যেশ্বর। এবাড়ীতে আর ফিরে এস না। আজ থেকে তুমি এ সংসারের কেউ নও!

জ্যোৎস্না। বাবা—

রাজ্যেশ্বর। আমি তোমায় অভিশাপ দিচ্ছিনে! যদি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করা সম্ভব হতো, আমি প্রার্থনা ক'রতাম—স্বামীর ঘরে তুমি সুখে স্বচ্ছন্দে থাক। কিন্তু সে প্রার্থনা আমি কর্‌তে পারিনে!

জ্যোৎস্না। বাবা—

রাজ্যেশ্বর। না না—এ মান-অভিমানের কথা নয় মা! এখানে আর আমাদের কারো সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই! আমি আলাদা—তুমি আলাদা—তোমার ধর্ম্ম তুমি পালন কর্‌বে—আমার ধর্ম্ম আমি পালন কর্‌বো! বেশ—তুমি যাও!

[জ্যোৎস্না ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। সুধাংশু কখন্ আসিয়া একপাশে দাঁড়াইয়াছিল ; বিমল চলিয়া গেলে সে পিতার নিকট আসিল।]

সুধাংশু। বাবা—দিদি চলে গেল ?

রাজ্যেশ্বর। হ্যাঁ, চ'লে গেল।

সুধাংশু। কোথায় গেল ?

রাজ্যেশ্বর। জানিনে—তবে এ বাড়ীতে আর ফিরে আসবে না !

সুধাংশু। সে কি বাবা ?—কেন আসবে না ?

রাজ্যেশ্বর। এখন শুধু তুমি আর আমি রইলাম সুধা। আমরাও এখানে থাক্‌বো না আর ! তারপর আমিও যাবো—তখন থাক্‌বে তুমি একা ! যাবার সময় আমার একটী আদেশ থাক্‌বে—তুমি কখনো তোমার দিদির মুখ দেখ না ; যদি দেখা হয়, মুখ ফিরিয়ে নেবে। জেনো—ও আমাদের কেউ নয় !

সুধাংশু। বাবা, দিদি আমাদের কেউ নয় ?

রাজ্যেশ্বর। কেউনা সুধা—কেউনা ; ও শিবনারায়ণের নাতবৌ—ও আমার মেয়ে নয় !

তৃতীয় দৃশ্য

আলিপুর হাজতঘর—রণেন্দ্র ও কালীনাথ।

কালীনাথ। আমার সাধ্যে যা কুলোয়, তা তো ক'রেছি ভাই! জলের মত টাকা খরচ ক'রে ভাল ভাল উকিল দিচ্ছি; কিন্তু আজ যা শুনলাম, তাতে তো আমি একেবারে হতভম্ব হ'য়েছি! কি যে ক'রবো—কিছুই তো বুঝতে পাচ্ছিনে!

রণেন। কি হ'লো আবার!

কালীনাথ। কি শত্রুই জুটেছে তোমার শ্বশুর! আমার সেই দিনই সন্দেহ হ'য়েছিল—আমাদের পক্ষের উকিলকে ঘুষ খাইয়েছে রাজ্যেশ্বর বোস! তোমার পক্ষের উকিল নইলে ব'লে ব'সলো—তুমি বিপ্লবীদের দলে ছিলে! একি কেউ কখনো বলে? এখন আমি কাকে বিশ্বাস করি, আর কাকে অবিশ্বাস করি—তাই বল?

রণেন। তোমায় কিছু ক'রতে হবে না কাল্‌দা! উকিলের কোন দরকার নেই। তোমরা শুধু অনুগ্রহ ক'রে আমার সঙ্গে দেখা ক'রতে এস না। আমি যতক্ষণ একা থাকি—বেশ থাকি!

কালীনাথ। এ তোমার অভিমানের কথা ভাই! অবিশ্যি, অভিমান হওয়াই স্বাভাবিক; নইলে স্ত্রী কার শত্রু হয়? সে নিজে উঠে পড়ে লেগেছে, যাতে তোমার ফাঁসি হয়—তাই নাকি ক'রবে! সেই ব্যারিষ্টার-ছোকরার হাত ধরে দিনরাত বেড়াচ্ছেন—ইংরিজি লেখাপড়া-শেখা বিদুষী—দেখলে হাড় জ্বলে যায়! বাপ-বেটীতে মিলে এমনি ক'রে সংসারটাকে ছারে খারে দিলে গা! তবে আমিও দেখে নেব—আমিও শীগ্‌গির মরছি নে! আমিও বোস বংশের ছেলে। আমার নিজের ভাই নেই, একটী মাত্র ভাই—মায়ের আপন সহোদরের ছেলে! তুই কি

আমার কম যত্নের ধন? তোকে যারা মারবার চেষ্টা ক'চ্ছে, আমি তাদের কখনো ক্ষমা ক'রবো না।

রণেন। কাল্‌দা! তোমরা মর বাঁচ, মারামারি কর কাটাকাটি কর, মামলা-মোকদ্দমা কর—যা খুসী ক'রতে পার; আমায় সে কথা শোনাতে এস কেন রোজ রোজ?—আমার কারো সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই—তোমার সঙ্গেও না, রাজ্যেশ্বর বোসের সঙ্গেও না, তাঁর মেয়ের সঙ্গেও না। আমি নিঃসঙ্গ—একাকী! এখানকার আসামীরাই আমার সব চেয়ে আপনার। তুমি যাও কাল্‌দা—আর এখানে এসো না।

কালীনাথ। তুমি যেতে ব'লছ—চলে যাব বৈকি ভাই! আসতে বারণ ক'রছ—বেশ, আর আসবো না; কিন্তু এইটুকু তুমি বুঝতে পারলে না ভাই—তোকে ভালবাসি ব'লেই বার বার আসি। নাড়ীর টানে যে টেনে আনে! আমি যে ক'দিন আছি, বিরক্ত একটু করবো; আমি মরে গেলে—তখন আর কেউ বিরক্ত করতে আসবে না!

রণেন। না-না কাল্‌দা! তুমি দুঃখ ক'র না—আমার মন-মেজাজ ভাল নেই দাদা! হঠাৎ তোমায় রূঢ় কথা ব'লে ফেলেছি—আমায় ক্ষমা কর দাদা!

কালীনাথ। তোর উপরে কি আমি কখনো রাগ ক'রেছি ভাই—যে আজ ক্ষমা ক'রব? এতবড় রাজার সম্পত্তি—একটা ছেলে নেই যে, ভোগ করে? তখন তোকে এত ক'রে বুঝিয়ে বল্লাম ভাই—ও রাজ্যেশ্বর বোস ভয়ানক লোক! ওদের বাপ-বেটীর মনের অন্ত তুমি পাবে?

রণেন। ও কথা থাক্ কাল্‌দা! তুমি অন্য কথা বল।

কালীনাথ। আর কি ব'লবো? আমার যে প্রাণের ভিতর হু-হু ক'রে জ্বলে যাচ্ছে ভাই! তুমি দানই কর আর যাই কর—ও বাগানবাড়ীর সম্পত্তি আমি রাজ্যেশ্বরের মেয়েকে ভোগ ক'রতে দেব না। শিবনারায়ণ

দত্তর সম্পত্তি ভোগ ক'রবে সেই দ্বিচারিণী বেশ্যা ?—আর আমি তাই বেঁচে থেকে দেখবো ?

রণেন। উঃ—মাগো ! তুমি যা হয় ক'রো—আমায় কিছু জিজ্ঞাসা ক'রো না।

কালীনাথ। রাজ্যেশ্বর যদি সেই ছোঁড়াটার সঙ্গে মেয়েটার বিয়েও দিত, তাহ'লেও না হয় বুঝতাম। কাউকে কেয়ার করেন না ! আবার এমন বেহায়া, আমায় হাস্‌তে হাস্‌তে বলা হচ্ছে—আমার এই বন্ধুটী খুব ভাল ব্যারিষ্টার ; ইনি যদি আমার স্বামীর মোকদ্দমার তদ্বির করেন—আপনাদের কোন আপত্তি আছে ? আমার রাগে সর্ব্বশরীর জ্বলে গেল ! আমিও মুখের উপর জবাব দিয়েছি—ব'ল্লাম, "কেন ?—ত্রিসংসারে আর ব্যারিষ্টার নেই নাকি ? কালীনাথ বোস আজও বেঁচে আছে—শিবনারায়ণ দত্তর সম্পত্তি এখনও বজায় আছে !"

(জেল-সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের প্রবেশ)

জেলসুপারিন্টেণ্ডেণ্ট। রণেনবাবু ?—আপনার স্ত্রী আপনার সঙ্গে দেখা ক'রতে এসেছেন।

রণেন। আপনি আমায় আমার ওয়ার্ডে নিয়ে চলুন—আমি আর কারও সঙ্গে দেখা ক'রবো না আজ

সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট। সে কি রণেনবাবু ? মেয়েটীকে দেখে মনে হ'লো সাক্ষাৎ লক্ষ্মী ! তাঁর সর্ব্বাঙ্গ কাঁপছে—ভাল ক'রে দাঁড়াতে পাচ্ছেন না ! একটী ভদ্রলোক, বোধ হয় তাঁর ভাই হবেন—তিনি সঙ্গে আছেন।

কালীনাথ। (রণেনের প্রতি) ওই—সেই ! তাকে এখান পর্য্যন্ত সঙ্গে ক'রে এনেছে ? কি ভয়ানক স্ত্রীলোক রে বাবা—খুরে খুরে নমস্কার !

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। আপনি কে মশায়?—ভদ্রলোকের স্ত্রীর সম্বন্ধে তাঁর স্বামীর কাছে এই রকম মন্তব্য ক'রছেন! যা ব'লতে হয়, আপনি বাইরে ব'লবেন; এখানে ওরকম কথা ব'লবেন না!

কালীনাথ। ভেতরের কথা কিছু কিছু জানি ব'লেই ব'লছি—নইলে আমি বা কেন ব'লতে যাব? আমার দরকারই বা কি?

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। মশাই! আমরাও কিছু কিছু মানুষের চরিত্র জানি। আজ বিশ বছর এই কাজ ক'রছি—ভালমন্দ মানুষ দেখলেই বুঝতে পারি। রণেনবাবু! আপনি কারোও সঙ্গে দেখা ক'রতে চাননা—তা জানি; সেইজন্যে এমনিই তাকে বিদায় ক'রে দিচ্ছিলাম। কিন্তু মেয়েটী বড্ড কাঁদতে লাগলো! আমি আপনাকে অনুরোধ ক'রে ব'লছি, আপনি একটীবার তাঁর সঙ্গে দেখা করুন।

রণেন। আচ্ছা যান—নিয়ে আসুন।

[সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের প্রস্থান।

রণেন। কাল্‌দা! এইবার তোমায় যেতে হবে।

কালীনাথ। একবার ইচ্ছে ছিল, দাঁড়িয়ে শুনি—কি কথা বলে?

রণেন। তোমার থাক্‌বার আইন নেই—তুমি যাও!

কালীনাথ। আচ্ছা; তোকে ছেড়ে যেতে কি পা ওঠে—না মন চায়? জেল অবিশ্যি তোর হবেই—তবে বছর দশেকের ভিতর যদি হয়, তবেই বুঝি গুরুবল! যদ্দিন ফিরে না যাবে, আমায় ভরতের মত শূন্য পুরীতে বসে তোমার রাজ্যি আগলাতে হবে! কাল রাতে তাই ভগবানের নাম ক'রে বলছিলাম—ভগবান! আমার এ শাস্তি কেন?—আমি তো চাইনি!

(সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সঙ্গে বিমল ও জ্যোৎস্নার প্রবেশ)

বিমল। এস বোন—এস! তুমি যে কাঁপছ জ্যোৎস্না? বোস এই চেয়ারে।

সুপারেণ্টেণ্ডেণ্ট। আপনি এখনো এখানে দাঁড়িয়ে আছেন?—চলে যান এখান থেকে।

কালীনাথ। যাচ্ছি মশায়—যাচ্ছি! আচ্ছা রণেন, তা'হলে আসি! (জ্যোৎস্নাকে লক্ষ্য করিয়া রণেন্দ্রের প্রতি) ঢং দেখে আর বাঁচিনে! ব'লে—"যাদু জান কত রঙ্গ, ধান ভান, চিঁড়ে কোট, বাজাও মৃদঙ্গ!"

[প্রস্থান।

সুপারেণ্টেণ্ডেণ্ট। রণেনবাবু! এই ভদ্রলোকটি প্রায়ই আপনার কাছে এসে থাকেন। আপনি জানবেন, উনি আপনার বন্ধু নন—শত্রু। বিমলবাবু! স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে দেখা ক'রতে এসেছেন—এখানে অন্য লোক থাকার কথা নয়; লোকাচারও নয়—আইনও নয়; কিন্তু আপনার বোনের শরীর ও মনের যে অবস্থা দেখছি,—বিশেষ, এঁদের স্বামীস্ত্রীর ভিতর যে সম্প্রীতি নেই—একথা বোঝা কঠিন নয়; এরূপ ক্ষেত্রে আমার ইচ্ছা নয়, রণেনবাবুর স্ত্রী একা থাকেন। আমি আপনাকে এখানে থাকতে অনুমতি দিচ্ছি। যদি বুঝ্‌তে পারেন, ইনি বেশ প্রকৃতিস্থ হয়েছেন—তখন আপনি বাইরে চলে যাবেন I depend on your discretion.

বিমল। Thanks. Much obliged!

[সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্‌ প্রস্থান করিল।

(সকলে কিছুক্ষণ নীরব থাকিল; রণেন্দ্র বিমল ও জ্যোৎস্নাকে দেখিল)

রণেন।—আপনার নাম বিমলবাবু?

বিমল। হ্যাঁ।

রণেন। কি কর্‌তে এসেছেন আপনি?

বিমল। জ্যোৎস্না একা আস্‌তে পারছিলেন না—আমি সঙ্গে করে এনেছি।

রণেন। আপনি বুঝি আজকাল জ্যোৎস্নার সব চেয়ে বড় বন্ধু! আপনিই ওঁকে আগ্‌লে নিয়ে বেড়ান?

বিমল। আপনি কাকে অপমান করতে চান? আমাকে—না জ্যোৎস্নাকে?

রণেন। আমি কাউকে অপমান করতে চাইনে। আমি একা থাকতে চাই।

বিমল। আপনার স্ত্রী আপনার সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে এসেছেন।

রণেন। দেখা তো হয়েছে—এইবার আপনি ওঁকে নিয়ে যান।

বিমল। আপনি ওঁর সঙ্গে কথা কইবেন না?

রণেন। আমার তো কইবার মত কোন কথাই নেই! সংসারে কারও সঙ্গে কোন সম্পর্ক আমার নেই—আপনারা যেতে পারেন।

বিমল। আপনি এতখানি heartless জান্‌লে আমি জ্যোৎস্নাকে সঙ্গে করে এখানে আন্‌তেম না!

রণেন। হার্টের গুমোর আর ক'রবেন না বিমলবাবু!—কি মূল্য আছে হার্টের? মানুষের হৃদয়ের ভাবকে আমি একদিন খুবই বড় করে দেখ্‌তাম। আজ বুঝেছি, ওর কোন মূল্য নেই। আমার হৃদয় ভেঙে গেছে! আঘাত দিতে কেউ ত্রুটী করেন নি—এই জ্যোৎস্নাময়ী দাসীও না! আপনারও কিছু অংশ আছে। কিন্তু তাতে কি হ'য়েছে? আমি বেঁচে আছি। আরও আঘাত যদি আপনারা করেন, তারপরও বেঁচে থাক্‌বো।

বিমল। আপনি কি ব'ল্‌ছেন রণেনবাবু? জ্যোৎস্নাকে আমি ছোট বেলা থেকে দেখ্‌ছি। ওঁর বাপ আমার সঙ্গে ওঁর বিয়ের প্রস্তাব করেন। তখন আমার অমতের কোন কারণই ছিল না। আমি জান্‌তেম—উনি কুমারী। আমি সেইজন্যই এসেছিলাম। কিন্তু যখন শুন্‌লাম, ওঁর বিয়ে

হ'য়েছে,—সেই দিন থেকে আমি ওঁর বড় ভাই—ওঁর বন্ধু। আমি কিছু মানি নে; কিন্তু আপনার স্ত্রীর আচরণ দেখে বুঝেছি—সতীধর্ম্ম বাঙ্গালীর মেয়ের কাছে কত বড়! ইহজীবনের কোন সুখের প্রলোভনে এ ধর্ম্ম তারা ছাড়তে পারে না—আজ আমার এই বিশ্বাস!

রণেন। স্বামীস্ত্রীর সম্বন্ধ—সাংসারিক সম্বন্ধ। যারা সংসার কর্‌বে, স্ত্রীর পাতিব্রত্য সম্বন্ধে তারাই আলোচনা করুক। আমি ফৌজদারী মোকদ্দমার আসামী—আমি সমাজেরও নই, সংসারেরও নই!

বিমল। ফৌজদারী মোকদ্দমার আসামী হ'লেই মানুষের জাত যায় না। বিশেষ, আপনার অপরাধ এখনো প্রমাণ হয় নি। কত সামান্য কারণে—বিনা দোষে মানুষের দণ্ড হয়েছে! সেজন্য তাদের স্ত্রীপুত্র, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে সম্বন্ধ লোপ হয় না। তবে আপনি যদি এই সুযোগে স্ত্রীর সঙ্গে সম্বন্ধ লোপ করতে চান, সে অবশ্য অন্য প্রশ্ন! আপনি স্বামী—ইচ্ছা করলেই পারেন।

জ্যোৎস্না। বিমলদা, আপনি বাইরে আমার জন্যে অপেক্ষা করুন। আমি ওঁকে একটি কথা বলে চলে যাব।

বিমল। আচ্ছা; নমস্কার রণেনবাবু! আমার মিনতি, ইচ্ছে ক'রে নিজের জীবন আর আপনার সাধ্বী স্ত্রীর জীবন—এভাবে নষ্ট ক'রবেন না।

[প্রস্থান।

(দুইজনই কিছুক্ষণ নীরব)

জ্যোৎস্না। তুমি কি আমার সঙ্গে কথা কবে না?

রণেন। আমার যা কিছু ব'লবার ছিল, একদিন তোমায় নিঃশেষে ব'লেছি। আজ আর ব'লবার মত কোন কথা নেই।

জ্যোৎস্না। আমি তোমার কাছে এসেছি—বাবাকে ছেড়ে, বাবাকে

সুধাকে চিরদিনের মত কাঁদিয়ে! আর সেখানে ফিরে যাব না—আমার যাবার পথ বন্ধ।

রণেন। আমারও সংসারে সমাজে লোকালয়ে ফিরে যাবার পথ বন্ধ—তুমি নিজের চোখেই দেখ্‌ছো। আমি কি ক'রতে পারি?

জ্যোৎস্না। তবু—তুমিই আমার একমাত্র আশ্রয়! আমি যে কত নিরুপায়, তা জেনেও তুমি আমার উপর অভিমান করে থাক্‌বে? (পায়ের কাছে বসিয়া পড়িল)।

রণেন। আমি কতদিন তোমায় পাবার স্বপ্ন দেখেছি। আমার সে স্বপ্ন বার বার ভেঙ্গে গেছে। এ কি! পায়ের কাছে পড়ে কেন?

জ্যোৎস্না। থাক্—আমি এইভাবেই বেশ আছি! তুমি ব্যস্ত হয়ো না; তুমি বস। তুমি আমার উপর অভিমান ক'রে কেন এমন মিথ্যে কলঙ্কের মধ্যে নিজেকে জড়ালে? আমার জন্যে তুমি এখানে—এ কথা ভাবতে যে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে!

রণেন। মিথ্যে কলঙ্ক—তোমায় কে বলেছে জ্যোৎস্না?

জ্যোৎস্না। আমার মন। আমি চিরদিন জানি, আমার স্বামী নিষ্কলঙ্ক!

রণেন। নির্দ্দোষী কাশীশ্বর বোসকে শিবনারায়ণ দত্ত জেলে দিয়েছিলেন। তোমায় পাবার জন্যে আমি সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত ক'রতে চেয়েছিলাম। তখন বুঝতে পারিনি, প্রায়শ্চিত্ত এইভাবে আসবে!

জ্যোৎস্না। আমায় ডেকেছিলে, আমি তখন আস্‌তে পারি নি—আমি তোমার কাছে অপরাধী! এখন আমি শুধু জান্‌তে চাই, তুমি আমায় স্ত্রী ব'লে স্বীকার করবে কি না?

রণেন। তুমি আমার স্ত্রী। আমি কতদিন তোমায় চেয়েছি—পাইনি! আজ তুমি নিজে এসেছ—আজ আমার তোমায় নেবার উপায় নেই!

(গুপে গুণ্ডা, কালীনাথ, সনাতন ও তরলা প্রবেশ করিল)

গুপে। আরে—এসই না কালীবাবু! এক সঙ্গে যাব।

কালীনাথ। এ মাগীটা আবার কোত্থেকে এসে জুটলো রে গুপে?

তরলা। আশে পাশেই ছিলাম—আপনি দেখ্‌তে পান নি!

কালীনাথ। ও—বটে! (রণেনকে দেখাইয়া গুপের প্রতি) এই তো তোর রণেনবাবু। তোরা কি কথাবার্ত্তা কইবি ক—আমি চল্লাম।

গুপে। আরে—একটু দাঁড়াওনা কালীবাবু? কিসের এত ভয়?

কালীনাথ। ভয় আবার কিসের? বেলা হয়ে গেছে যে—নাইতে খেতে হবে না?

গুপে। না-হয় আজ এইখানেই নাওয়া খাওয়া করবে?

(বিমল ও জেল-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের প্রবেশ)

বিমল। (কালীনাথকে দেখাইয়া) He is the real culprit; আর, (গুপেকে দেখাইয়া) এই লোকটাই সব জানে।

জেল-সুপা। Oh, I sse! Thats all right. (গুপেকে লক্ষ্য করিয়া) ওহে! শোন—মোকদ্দমা সম্বন্ধে তুমি কিছু বল্‌তে চাও?

গুপে। (প্রস্থানোদ্যত কালীনাথের প্রতি) এই কালীবাবু—কোথা যাও বাবা?—তোমায় সাপের গর্ত্তে পুরেছি বাবা! সুপারেণ্টেণ্ডেণ্টবাবু—দুজন কনেষ্টবল; এই বাবুটীকে একটু নজরবন্দী রাখবে।

কালীনাথ। আরে গেল যা—এটা যে ভারি বাড়াবাড়ি করে তুল্‌লে! বেটা ছটাকে মাতাল—।

জেল-সুপা। (প্রস্থানোদ্যত কালীনাথের প্রতি) সেকি আর হয় মশাই! (ইঙ্গিত করিল—কনেষ্টবল কালীনাথের কাছে গেল)। (গুপের প্রতি) তুমি বল, তোমার কি ব'লবার আছে—আমি লিখে নিই।

গুপে। ব'ল্‌ছি স্যার—সব ব'ল্‌ছি! আপনি আগে ওঁকে গ্রেপ্তার করুন। (কনেষ্টবলের প্রতি) এইবার এস তো ভাই! আমার হাতদুটো বাঁধ বাঁধ বাঁধ—লজ্জা ক'রো না! আমার হাতে লাগবে না—অভ্যেস আছে; এর আগে দুবার হয়ে গেছে। এইবার একবার জজ সাহেবের কাছে চল—ঘুরে আসি। (জ্যোৎস্নার প্রতি) মা-লক্ষ্মী! ভেবেছিলাম, সত্যি কথা আমার মুখ দিয়ে বেরুবে না—এই কালীনাথ বাবুর জন্যে আমার বোধ হয় তাও বল্‌তে হবে!

কালীনাথ। মুখ সাম্‌লে ক'থা বল্‌বি গুপে—বড় বাড়িয়ে তু'লেছ রাস্কেল!

গুপে। আমাকে এখন রাস্কেল ব'লো না কালীবাবু! আমি এখন তোমার জীয়ন-কাঠি মরণ-কাঠি! রণেনবাবু, সেদিন আমায় আপনি খুব গালাগাল দিয়েছিলেন; কিন্তু কাকে আগে তাড়ানো দরকার ছিল, সেটা আজই জান্‌তে পারবেন!

জেল-সুপা। তুমি যে কি ব'ল্‌বে ব'লেছিলে?

গুপে। আসুন না স্যার—একেবারে জজ সাহেবের কাছে গিয়ে বলি? এখানে বল্লে কালীবাবুর বড় লজ্জা হবে যে! আসুন আসুন, আপনারা যা ভাবছেন—তার চেয়ে ঢের বেশী! আমিই কেবল জানি সব কথা!

জেল-সুপা। জজের কাছে গিয়ে সব সত্যি কথা বল্‌বে তো তুমি?

গুপে। আমি একবার চেষ্টা করে দেখ্‌বো স্যার! তবে অভ্যেস

নেই—যদি মুখ দিয়ে না বেরোয়; তাই তো বলছি মাজী! তুমি সামনে থেকো, তাহ'লেই পারবো। তবে আমায় দুটী বছর ঠেল্‌বে বাবু—তা ঠেলুক; আপনি একটু সহায় থাক্‌বেন স্যার—আমায় আর কালী-বাবুকে একখানিতে জুড়ে দেবেন! সোনাদা—আছ তো ভাই?

সোনা। ঠিক্ আছি ভাই—ঠিক্ আছি!

গুপে। ব্যস—এইবার কুইক্ মার্চ্চ! নিয়ে চলুন স্যার্।

[তরলা, জ্যোৎস্না ও রণেন ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

তরলা। (জ্যোৎস্নার প্রতি) আমি তোমার জন্যে বাইরে দাঁড়িয়ে আছি। (রণেনের প্রতি) আপনি আমার মুখ দেখবেন না। আমি আপনার দুষ্টগ্রহ!

[প্রস্থান।

রণেন। তুমি কি চলে যাচ্ছ জ্যোৎস্না?

জ্যোৎস্না। কোথায় যাব?—আমার তো যাবার জায়গা নেই আর! আমি সমস্ত দিন এই আদালতেই থাক্‌বো।

রণেন। তারপর, যখন আদালত বন্ধ হয়ে যাবে—তখন কোথায় যাবে?

জ্যোৎস্না। আমার বিশ্বাস, তার আগেই তুমি মুক্তি পাবে।

রণেন। যদি মুক্তি না পাই—তোমার ঠাকুর্দ্দার অভিশাপ আমার মাথায়।

জ্যোৎস্না। আর আমার ভয় নেই—তুমি আমায় স্ত্রী ব'লে স্বীকার করেছ! আমি সঙ্কটার ব্রত নিয়েছি, আমি সতী মায়ের সতী কন্যা—আমার পূজো মিথ্যে নয়! এই নাও, তোমার কপালে মায়ের সিঁদুরের টিপ দিয়ে দিই—মা সঙ্কটা তোমায় এ সঙ্কটে রক্ষা করবেন।

(বিমলের প্রবেশ)

বিমল। তোমার সঙ্কটাব্রতের গুণ আছে জ্যোৎস্না! তোমার সঙ্কটা মা মুখ তুলে চেয়েছেন—আর ভয় নেই! রণেনবাবু, গুপে সব স্বীকার করেছে! আপাততঃ আপনি জামিনে খালাস! তারপর আদালতে প্রমাণের ভার আমার উপর। রণেনবাবু—Cheer up my friend! Now you are a free man. (সোনাতন প্রবেশ করিয়া "দাদাবাবু, দাদাবাবু" বলিয়া রণেন্দ্রকে জড়াইয়া ধরিল)

সোনা। মা-লক্ষ্মী! আর তো তোমায় ছাড়বোনা মা; এইবার ঘর্‌কে চল—ঘরের লক্ষ্মী!

বিমল। সোনাদা—আমায় যে আর দেখ্‌তেই পাচ্ছ না?

সোনা। দেব্‌তা দেব্‌তা—তুমি দেব্‌তা!

(জ্যোৎস্না প্রথমে স্বামীকে পরে বিমলকে প্রণাম করিল)

বিমল। থাক্ থাক্—আমায় ওসব কেন? যাক্—নেহাৎ যখন প্রণাম করলে, তখন একটা আশীর্ব্বাদ তো করতে হয়? আচ্ছা আচ্ছা—জন্মএয়োস্ত্রী হও, পাকা চুলে সিঁদুর পর—আর ইংরিজি লেখাপড়াটা ভুলে যাও; ওটার সঙ্গে সঙ্কটাব্রতের মিল নেই!

(জেল-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কালীনাথকে হাতকড়া লাগাইয়া লইয়া আসিল)

জেলা-সুপা। রণেনবাবু—আপনি তো চ'লে যাচ্ছেন। আপনার শূন্য স্থান আপাততঃ আপনার মাননীয় কাল্‌দা পূর্ণ কর্‌বেন। আসুন কালীবাবু! আপনার আবার এখনো নাওয়া খাওয়া হয় নি!